৩০ তম সংখ্যা

তাওহীদের ডাক

মার্চ-এপ্রিল ২০১৭

- সাংবাদিকতায় আহলেহাদীছ জামা'আতের অবদান
- নফল ইবাদতের গুরুত্ব
- রামাযানের শিক্ষা ও গুরুত্ব
- আন্দোলন অথবা ধ্বংস
- সফল খতীব হওয়ার উপায়

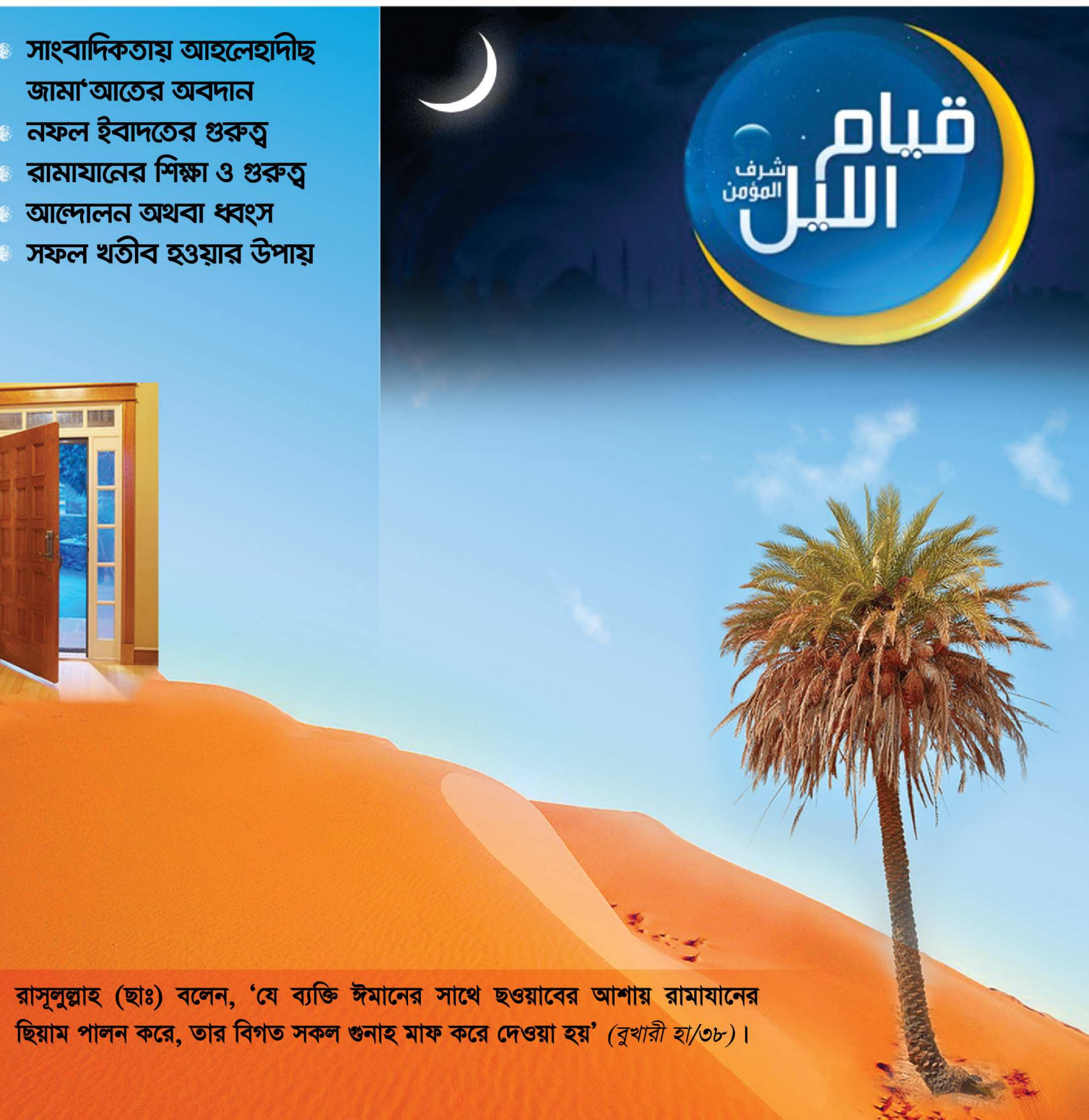

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়' *(বুখারী হা/৩৮)*।

Contents

তাওহীদের ডাক

The Call to Tawheed

৩০ তম সংখ্যা
মার্চ-এপ্রিল ২০১৭

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
নূরুল ইসলাম
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

সম্পাদক
আব্দুর রশীদ আখতার

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
আব্দুল্লাহিল কাফী

সহকারী সম্পাদক
মুখতারুল ইসলাম

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০৭২১-৮৬১৬৮৪
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩ (বিকাশ)
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www. tawheederdak.at-tahreek.com

মূল্য : ২০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ২
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা** ৩
- **আক্বীদা** ৫
  শাহাদাতাইন-এর শর্ত সমূহ
- **তাবলীগ**
  সাংবাদিকতায় আহলেহাদীছ জামা'আতের অবদান (৩য় কিস্তি) ৮
  অনুবাদ : নূরুল ইসলাম
- **তারবিয়াত** ১৬
  রামাযানের শিক্ষা ও গুরুত্ব
  মুখতারুল ইসলাম
- **তাজদীদে মিল্লাত** ২১
  মাদকের করাল গ্রাসে যুবসমাজ
  আব্দুল্লাহ
- **চিন্তাধারা** ২৫
  পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন : মুসলমানদের সংস্কৃতি নয়
  লিলবর আল-বারাদী
- **বিশেষ নিবন্ধ** ২৯
  আন্দোলন অথবা ধ্বংস
  মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **মনীষীদের লেখনী থেকে** ৩১
  শারঈ ইমারত
  মাওলানা আব্দুল কাদের ছিহারী
- **আহলেহাদীছ আন্দোলন** ৩৬
  দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন
  মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **প্রবন্ধ** ৩৮
  নফল ইবাদতের গুরুত্ব
  জাহিদুল ইসলাম
- **ধর্ম ও সমাজ** ৪১
  কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে ঈমানের শাখা
  হাফেয আব্দুল মতীন
- **শিক্ষা ও সাহিত্য** ৪৬
  সফল খতীব হওয়ার উপায়
  মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
- **পরশ পাথর** ৪৮
- **কবিতা** ৫০
- **মুসলিম জাহান** ৫১
- **সংগঠন সংবাদ** ৫২
- **সাধারণ জ্ঞান** ৫৪
- **সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)** ৫৫

সম্পাদকীয়

লক্ষ্যপূর্ণ জীবনের পথে

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষের চলার পথ ভিন্ন ভিন্ন রাখলেও সকলের গন্তব্য একই নির্ধারণ করে রেখেছেন। আমাদের জীবনের অবস্থানগত দিক হাযারো বৈচিত্রে ভরপুর থাকলেও পরিসমাপ্তির জায়গাটা সকলের জন্য এক। আমরা প্রত্যেকেই জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে একটি সুনির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে ছুটে চলেছি। এমনকি মহাকালের জীব-জড় সকল প্রাণী ও বস্তুই সেই একক মহাগন্তব্যের পথে ধাবমান। এসব কিছু থেকে সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, আমাদের জীবনটা কিছুতেই লক্ষ্যহীন নয়। প্রতিবার মৃতজনের অনন্তযাত্রার সংবাদপ্রাপ্তিতে *'ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন'* (নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁর কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন) যে শব্দবন্ধটি আমাদের মুখ থেকে বের হয়, তা আমাদেরকে জীবনের সেই চূড়ান্ত লক্ষ্যের কথা গভীর উপলব্ধির সাথে স্মরণ করিয়ে দেয়।

মানবজীবন একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই নিবেদিত। আল্লাহর দাসত্বের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করাই হ'ল এ জীবনের মূল লক্ষ্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই বাস্তব জীবনে এসে এই মহাসত্যটি ভুলে যায়। জীবনের ঊষালগ্নে নবীন কিশোরের চোখের দ্যুতিতে পিতামাতা ও অভিভাবকগণ যে রঙিন স্বপ্নের ঝিলিক এঁকে দেন সযতনে, তা জাগতিক প্রয়োজনে কিংবা সামাজিক বলয়ে নিজের স্বতন্ত্র অবস্থানের জানান দেয়ার তাড়নায় বড় সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ধরা দেয় বটে; কিন্তু জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের পথে সেটি নিছক একটি নিমিত্ত ভিন্ন কিছুই নয়। তবুও জৈবিক স্বপ্ন পূরণের সাধনাই পরিশেষে আমাদের অধিকাংশের জীবনের চূড়ান্ত গন্তব্যে পরিণত হয়। যার অনিবার্য ফলস্বরূপ দুনিয়াবী প্রাপ্তির গর্ব অথবা অপ্রাপ্তির বেদনা আমাদের ভাবনাজগতকে সর্বদা বেসামাল করে রাখে। অথচ জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে কোন অবস্থাতেই এসব ক্ষণস্থায়ী লোভনীয় বস্তুতে প্রতারিত হাওয়ার কথা ছিল না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রয়োজন ব্যতিরেকে পৃথিবীতে কোন কিছুই সৃষ্টি করেননি। পৃথিবী পরিচালনার জন্য তিনি বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন মেধা দিয়ে প্রেরণ করেছেন। মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত এই মেধা ব্যবহারের মাধ্যমে পার্থিব জীবনকে নানা মাত্রায় সুষমামণ্ডিত করে মানবসভ্যতাকে অগ্রযাত্রার পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতার কোন ছেদ ঘটবে না। সুতরাং সমাজের প্রত্যেকে আলেমে দ্বীন হবে, কিংবা চিকিৎসক, প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী হবে; এমন কোন বাধ্যবাধকতা ইসলামে নেই। বরং যার যার মেধা ও আগ্রহ অনুযায়ী মানুষ পেশা বেছে নিতে পারে। তবে চূড়ান্ত বিচারে প্রতিটি কর্মের লক্ষ্য হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি; এটাই হ'ল ইসলামী জীবনদর্শনের মূলকথা।

জীবনের মূল লক্ষ্যের এই তাৎপর্য অনুধাবন না করতে পারার কারণে অনেক দ্বীনদার ভাইকেও কখনও এমন হতাশায় নিক্ষিপ্ত দেখা যায় যে, তিনি ক্যারিয়ারের পিছনে সময় দিতে গিয়ে দ্বীনের কাজে যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না। অথচ এটাই সত্য যে, তিনি যে হালাল 'ক্যারিয়ার' গঠনে সময় দিচ্ছেন এবং এর মাধ্যমে জনগণের সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন, সেটিই তার জন্য 'ইবাদত' হ'তে পারে, যদি এর মাধ্যমে তিনি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও মানবতার সেবার সংকল্প করে থাকেন। অপরদিকে যে ব্যক্তি দ্বীনের খেদমতে ব্যস্ত রয়েছেন, অথচ তার লক্ষ্য হল দুনিয়া; তার দ্বীনের খেদমত আর 'ইবাদত' থাকে না। কেননা আল্লাহকে খুশী করা তার মূল লক্ষ্য নয়। তেমনিভাবে একজন ব্যক্তি যদি সর্বশ্রেষ্ট ইবাদত ছালাতও আদায় করে; অথচ ছালাতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সে সচেতন নয়, কেবল মানুষের দেখাদেখি ছালাত আদায় করে; তার ছালাত আর 'ইবাদত' থাকে না; বরং 'আদাত' বা নিছক অভ্যাসগত কর্মে পরিণত হয়। এই লক্ষ্যহীন ছালাতে তার কোন ছওয়াব হয় না, চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনেও কোন উপকারে আসে না। মোদ্দাকথা, জীবনের মহান লক্ষ্যকে সামনে রাখতে পারলে মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপই অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে লক্ষ্য সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ও ঈমান না থাকলে অনেক সৎআমলও পরিশেষে অর্থহীন হয়ে যায়।

সুতরাং লক্ষ্যপূর্ণ জীবনই অর্থপূর্ণ জীবন। প্রতিটি কাজ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খালেছ নিয়তে করার প্রতিজ্ঞাকে সামনে রেখে যদি আমরা জীবন পরিচালনা করতে পারি কিংবা বহুল আলোচিত 'ক্যারিয়ার' গঠন করতে পারি, তবে কর্মক্ষেত্র যেখানেই হোক না কেন, পেশা যা-ই হোক না কেন, আমাদের জীবন প্রকৃত লক্ষ্য অর্জনের পথেই ধাবিত হবে ইনশাআল্লাহ। আর এই লক্ষ্যকে বুকে ধারণ করা এবং সেই মোতাবেক নিজেকে পরিচালনা করতে পারা এবং না পারার মধ্যেই একজন মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা-ব্যর্থতা নির্ভর করছে।

রামাযান মাস সমাগত। লক্ষ্যপূর্ণ জীবন গঠনের সবচেয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের সময় এই বরকতময় মাস। সাধ্যমত এই মাসের হক যেন আদায় করা সম্ভব হয়, সে লক্ষ্যে প্রস্তুতি নিতে হবে এখন থেকেই। মহান আল্লাহ আমাদের সকল ভাই-বোনকে প্রতিটি কাজ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করা এবং প্রতিটি কাজে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকে মূল লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণের তাওফীক দান করুন। এবং এর মাধ্যমে পরকালীন জীবনে চিরসুখময় জান্নাতের অধিকারী হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন- আমীন।

Contents

ছিয়াম

আল-কুরআনুল কারীম :

১- يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ-

(১) 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ'ল, যেমন তা ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা মুত্তাক্বী বা আল্লাহ ভীরু হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*।

২- أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَوَعَلَى الَّذينَ يُطيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرٌلَهُ وَأَنْ تَصُومُواخَيْرٌلَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ-

(২) 'গণিত কয়েকটি দিন মাত্র। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পীড়িত হবে অথবা সফরে থাকবে, সে যেন এটি অন্য সময় পালন করে। আর যাদের জন্য এটি খুব কষ্টকর হবে, তারা যেন এর পরিবর্তে একজন করে অভাবীকে খাদ্য দান করে। যদি কেউ স্বেচ্ছায় বেশী দেয়, তবে সেটা তার জন্য উত্তম হবে। আর যদি তোমরা ছিয়াম রাখ, তবে সেটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা বুঝ' *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*।

৩- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذي أُنْزِلَ فيهِ الْقُرْآنُ هُدًى للنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ-

(৩) 'রামাযান হ'ল সেই মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। যা মানুষের জন্য সুপথ প্রদর্শক ও সুপথের স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসের ছিয়াম রাখে। তবে যে ব্যক্তি পীড়িত হবে অথবা সফরে থাকবে সে এটি অন্য সময় গণনা করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন চান না। যাতে তোমরা (এক মাসের) গণনা পূর্ণ কর। আর তোমাদের সুপথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্র মহত্ত্ব ঘোষণা কর এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*।

٤- أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ-

(৪) 'ছিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রীগমন সিদ্ধ করা হ'ল। তারা তোমাদের পোষাক এবং তোমরা তাদের পোষাক। আল্লাহ জেনেছেন যে, তোমরা খেয়ানত করেছ। তিনি তোমাদের ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অতএব এখন তোমরা স্ত্রীগমন কর এবং। আল্লাহ তোমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন, তা সন্ধান কর। আর তোমরা খানাপিনা কর যতক্ষণ না রাতের কাল রেখা থেকে ফজরের শুভ্র রেখা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়। অতঃপর ছিয়াম পূর্ণ কর রাত্রির আগমন পর্যন্ত। আর তোমরা স্ত্রীগমন করো না যখন তোমরা মসজিদে ই'তেকাফ অবস্থায় থাক। এটাই আল্লাহ্র সীমারেখা। অতএব তোমরা এর নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবে আল্লাহ স্বীয় নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করেন মানুষের জন্য, যাতে তারা (সীমালংঘন থেকে) বাঁচতে পারে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)* ।

٥- إِنَّ الْمُسْلِمينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا-

(৫) 'নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনয়াবনত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, ছিয়ামপালনকারী পুরুষ ও নারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন' *(আহযাব ৩৩/৩৫)*।

হাদীছে নববী :

٦- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَىْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِى فِيهِ- وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِى فِيهِ فَيُشَفَّعَانِ-

(৬) আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ছিয়াম এবং কুরআন ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। ছিয়াম বলবে, হে প্রতিপালক! আমি তাকে দিনে তার খাদ্য ও প্রবৃত্তি হতে বাধা দিয়েছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। কুরআন বলবে, আমি রাতে তাকে ঘুম থেকে বাধা দিয়েছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। অতএব উভয়ের সুপারিশ বকুল করা হবে'।[১]

৭- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى صَائِمٌ . مَرَّتَيْنِ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِى ، الصِّيَامُ لِى ، وَأَنَا أَجْزِى بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا-

(৭) 'আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ছিয়াম ঢাল স্বরূপ। সুতরাং অশ্লীলতা করবে না এবং মূর্খের মত কাজ করবে না। যদি কেউ তার সাথে ঝগড়া করতে চায়, তাকে গালি দেয়, তবে সে যেন দুই বার বলে, আমি ছিয়াম পালন করছি। ঐ সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই ছাওম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকট মিশকের সুগন্ধির চাইতেও উৎকৃষ্ট, সে আমার জন্য আহার, পান ও কামাচার পরিত্যাগ করে। ছিয়াম আমারই জন্য। তাই এর পুরস্কার আমি নিজেই দান করব। আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় দশ গুণ'।[২]

৮- عَنْ سَهْلٍ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم- قَالَ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ-

(৮) সাহল (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, জান্নাতে 'রাইয়ান' নামক একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে ক্বিয়ামতের দিন ছাওম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাদের ব্যতীত আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা দেয়া হবে, ছাওম পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তারা ব্যতীত আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। যাতে করে এ দরজাটি দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে।[৩]

৯- عَنْ قَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِى أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ-

(৯) হুযাইফাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, পরিবার, ধন-সম্পদ এবং প্রতিবেশীই মানুষের জন্য ফিৎনা। ছালাত, ছিয়াম এবং ছাদাক্বা-এর কাফফারা হয়ে যায়।[৪]

১০- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ-

(১০) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদর ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রাত জেগে ইবাদত করে, তার পিছনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানসহ ছওয়াবের আশায় রামাযানে ছিয়াম পালন করবে, তারও অতীতের সমস্ত গোনাহ মাফ করা হবে।[৫]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. আলী (রাঃ) বলেন, ছিয়াম শুধু খাবার ও পানাহার থেকে বিরত থাকা নয় বরং অন্যায়, অসত্য ও অন্যায় কর্মকাণ্ডকে থেকে বিরত থাকা।[৬]

২. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, দ্বীনের ভিত্তি হ'ল ছালাত, যাকাত, হজ্জ ও ছিয়াম। তবে এদের মধ্যে সর্বোত্তম আমল হ'ল ছাদাক্বা এবং ছিয়াম।[৭]

৩. ইমাম বাগাবী বলেন, রামাযান হ'ল ছবর তথা হাবসের মাস, যা যাবতীয় লোভনীয় খাদ্যসমূহ ও মুখরোচক অখাদ্য থেকে ছবর করতে শেখায়।

৪. ভারত গুরু শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী ছিয়ামের হাক্বীকাত সম্পর্কে বলেন, ফেরেশতা প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ অর্জন করা এবং পশু প্রবৃত্তিসমূহ পরিত্যাগ করা।[৮]

৫. মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ বলেন, ছিয়ামের বিস্ময়কর দিক হ'ল- এ ব্যাপারে আল্লাহ্র ঘোষণা 'ছিয়াম কেবল আমারই জন্য'।[৯]

সারবস্তু :

১. ছিয়াম হ'ল শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা।

২. গরীব, দুস্থদের ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করা।

৩. রিয়ামুক্ত তাক্বওয়াপূর্ণ ইবাদতের অনুপম দৃষ্টান্ত ও জান্নাত লাভের গুরুত্বপূর্ণ সোপান।

---

১. বায়হাক্বী, আহমাদ, মিশকাত হা/১৯৬৩।
২. বুখারী হা/১৮৯৪।
৩. বুখারী হা/১৮৯৬।
৪. বুখারী হা/১৮৯৫।
৫. বুখারী হা/১৯০১।
৬. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ২/৪২২।
৭. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ১১/৪৬।
৮. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, আবওয়াবুছ ছিয়াম ১/১৫৬।
৯. যাদুছ ছায়েম, পৃ. ২০।

শাহাদাতাইন-এর শর্ত সমূহ

-খায়রুল ইসলাম

‘শাহাদাহ’ শব্দটি আরবী। এর অর্থ সাক্ষ্য। আর ‘শাহাদাতাইন’ দ্বিবচন শব্দ অর্থ হ’ল দু’টি সাক্ষ্য। আল্লাহ এক, অদ্বিতীয় ও তিনি ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে আর কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল বলে সাক্ষ্য প্রদান করাকেই শাহাদাতাইন বলা হয়। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে প্রথমটি হ’ল-

شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه–

‘এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল’।[১]

উল্লেখিত শাহাদাতাইনের প্রথম অংশ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ-এর সাক্ষ্য প্রদান করা। মহান আল্লাহ বলেন, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ‘অতএব জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ–

‘আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ফেরেশতামণ্ডলী ও ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়’ *(আলে ইমরান ৩/১৮)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

ওছমান (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জেনে বুঝে এই বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে’।[২]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ تُفْلِحُوا– ‘হে মানব সকল! তোমরা বল, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই, তাহ’লে সফলকাম হবে’।[৩]

শাহাদাতাইনের প্রথম শাহাদাত **কালেমায়ে ত্বাইয়েবাহ** (পবিত্র বাক্য) : لآ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ *(লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু)* ‘নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত’। *[হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন,* الكلمةُ الطيبةُ لآالَهَ الا اللهُ *অর্থাৎ ‘কালেমায়ে ত্বাইয়েবাহ’ হ’ল ‘লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*।[৪]

দ্বিতীয় শাহাদাত হ’ল **কালেমায়ে শাহাদাত** (সাক্ষ্য দানকারী বাক্য) :

اَشْهَدُ اَنْ لآ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُه–

(‘আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান ‘আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু’)।

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

উল্লেখ্য যে, উক্ত কালেমাটি সংক্ষেপে ***লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ*** **বলে প্রচলিত। এটি কালেমা ত্বাইয়েবাহ নয়, বরং কালেমা শাহাদাতের প্রচলিত রূপ**। কালেমা শাহাদাত বুঝে মুখে উচ্চারণ, অন্তরে বিশ্বাস ও কাজে পরিণত না করা ব্যতীত কেউ ‘মুসলিম’ হ’তে পারবে না।

উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীছে বর্ণিত শাহাদাতাইন মনে-প্রাণে বিশ্বাস করত সফলতা অর্জন করে, জান্নাত পেতে হ’লে ৭টি শর্ত অবশ্যই মেনে চলতে হবে।[৫] নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হ’ল।

১ম শর্ত الْعِلْمِ (আল-ইলম) : এই বাক্য সম্পর্কে এমন জ্ঞান থাকতে হবে, যা মূর্খতা, অজ্ঞতা, বর্বরতা থেকে বাধা প্রদান করতে সক্ষম। এজন্য আল্লাহ তা‘আলা বলেন فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه ‘অতএব জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই’। আয়াতের তাফসীর হ’ল لا معبود بحق إلا الله অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মা‘বূদ নেই।[৬]

এছাড়াও সূরা মুহাম্মাদের ১৯ নং আয়াতের বিশ্লেষণে সূরা যুখরুফ-এর ৮৬ নং আয়াত পেশ করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন, إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ‘তবে যারা সত্য স্বীকার করত ও বিশ্বাস করত। অর্থাৎ তারা এ ব্যাপারে স্পষ্ট জ্ঞান রাখত। وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ– ‘এটা মানুষের জন্য একটি হুঁশিয়ারী বার্তা! যাতে এর মাধ্যমে তারা সতর্ক হয় এবং জানতে পারে যে, তিনিই একমাত্র উপাস্য। আর যাতে জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে’

১. *বুখারী হা/৮; তিরমিযী হা/২৬০৯।*
২. *মুসলিম হা/১৪৫।*
৩. *মুসনাদে আহমাদ হা/১৬০৬৬।*
৪. *কুরতুবী ও ইবনু কাছীর, সূরা ইবরাহীম ২৪ আয়াতের তাফসীর দ্রঃ; তাফসীর ইবনে আব্বাস, বৈরূত ১৯৮৮, পৃ. ২৫৮]।*
৫. *ফাতহুল মাজীদ ৭৩ পৃ. (শারহু কিতাবুত তাওহীদ) মাকতাবা তালেবুল ইলম, ইহইয়াউত তুরাস আল ইসলামী।*
৬. *ফাতহুল মাজীদ ৩৪ পৃ. (শারহু কিতাবুত তাওহীদ)।*

(ইবরাহীম ১৪/৫২)। অত্র আয়াতে জেনে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, মুখে শুধু বলতে বলা হয়নি। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. يَبْتَغِى بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ–

‘আল্লাহ তা‘আলা ঐ ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন যে, শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য লা ইলাহা ইল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত মা‘বূদ নেই) বলে’।[৭]

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ এর অর্থ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, বলার সাথে সাথে এ কথাও অন্তরে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এর মূল অর্থ হ’ল আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে কোন ইলাহ নেই। পৃথিবীতে অসংখ্য মিথ্যা ও অপ্রকৃত মা‘বূদ রয়েছে। এক শ্রেণীর লোক যাদের ইবাদত করে থাকে। কারণ মা‘বূদ তাকেই বলা হয় যার ইবাদত করা হয়। তাই অসংখ্য বাতিল মা‘বূদ রয়েছে বলে বিশ্বাস করাও ঈমানের অংশ। অন্যথা আয়াত অস্বীকারকারীর অর্ন্তভুক্ত হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ– ‘আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যেসব মা‘বূদকে ডাকত আপনার পালনকর্তার হুকুম যখন এসে পড়ল, তখন কেউ কোন কাজে আসল না’ *(হূদ ১১/১০১)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا– ‘অতএব তুমি আল্লাহ্র সাথে অন্যকে উপাস্য নির্ধারণ করো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে’ *(ইসরা ১৭/৩৯)*। আল্লাহ আরো বলেন,

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ–

‘আর তুমি আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করো না। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। প্রত্যেক বস্তুই ধ্বংস হবে তাঁর চেহারা ব্যতীত। বিধান কেবল তাঁরই এবং তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে যাবে’ *(ক্বাছাছ ২৮/৮৮)*। আরবের কাফির, মুশরিকগণ মনে করত এক সৃষ্টিকর্তা সকল সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। তাই আরো ইলাহের ইবাদত করা প্রয়োজন। নবী করীম (ছাঃ)-এর বাণীতে যখন এক আল্লাহ্র উপাসনার কথা বলা হ’ল তখন তারা বলতে লাগল أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ– ‘সে কি বহু উপাস্যের বদলে একজন উপাস্য সাব্যস্ত করতে চায়? নিশ্চয় এটি এক আশ্চর্য ব্যাপার’ *(ছোয়াদ ৩৮/০৫)*।

এজন্যই তো মূসা (আঃ)-এর উম্মতের এক দল লোক এই আবেদন জানিয়েছিল যে,

اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ–

‘তখন তারা বলল, হে মূসা! আমাদের জন্যেও এরূপ উপাস্য বানিয়ে দাও, যেমন এদের অনেক উপাস্য (মূর্তি) রয়েছে! জবাবে মূসা তাদের বলল, তোমরা একটা মূর্খ জাতি’ *(আ‘রাফ ৭/১৩৮)*।

পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ বলেন, اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

‘তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর । তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই’ *(আ‘রাফ ৭/৫৯)*। অর্থাৎ যাদের ইবাদত মুশরিকগণ করে থাকে তারা মূলত সত্যিকার মা‘বূদ নয়। ওরা হ’ল মিথ্যা বা বাতিল মা‘বূদ। মহান আল্লাহ বলেন,

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ–

‘এটাই প্রমাণ যে, আল্লাহই সত্য এবং আল্লাহ ব্যতীত তারা যাদের পূঁজা করে সব মিথ্যা। আল্লাহ সর্বোচ্চ, মহান *(লুক্বমান ৩১/৩০)*। মুশরিকদের উপাস্য ও তাদের বিশ্বাস সর্ম্পকে আল্লাহ বলেন,

‘তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওয্যা সম্পর্কে এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে? পুত্র সন্তান কি তোমাদের জন্য আর কন্যা সন্তান কি আল্লাহ্র জন্য? এমতবস্থায় এটা তো হবে খুবই অসংগত বণ্টন। এগুলো কতগুলো নাম বৈ কিছুই নয়, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষেরা রেখেছে। যার সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল নাযিল করেননি। তারা ধারণা ও প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে। অথচ তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে পথনির্দেশিকা এসেছে’ *(নজম ৫৩/১৯-২৩)*।

আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে প্রভু বা ইলাহ হিসাবে মানা হয় তারা সকল প্রকার অক্ষমতার শিকার। মহান আল্লাহ বলেন,

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ–

‘তারা আল্লাহকে ছেড়ে এমন বস্তুর পূজা করে যা তাদের জন্য আসমান ও যমীন থেকে সামান্য রূযীর ব্যবস্থা করার ক্ষমতা রাখে না এবং তারা এতে সক্ষম নয়’ *(নাহল ১৬/৭৩)*।

আল্লাহ্র অসীম ক্ষমতা উল্লেখ করে তিনি বলেন,

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ–

‘তিনি রাত্রিকে দিবসের মধ্যে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাত্রির মধ্যে। আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে অনুগত করেছেন। প্রতিটিই পরিচালিত হবে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত। তিনিই আল্লাহ। তোমাদের প্রতিপালক। তাঁরই জন্য সকল সাম্রাজ্য’ *(ফাত্বির ৩৫/১৩)*।

পরের অংশে বলেন,

৭. *বুখারী হা/৪২৫*।

Contents

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ–

'অথচ তাঁকে ছেড়ে তোমরা যাদের আহ্বান কর, তারা তো খেজুরের আঁটির তুচ্ছ আবরণেরও মালিক নয়। যদি তোমরা তাদের ডাক, তাহ'লে তারা তোমাদের ডাক শুনবে না। আর শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দিবে না। আর তোমরা যে তাদের শরীক করতে, সে বিষয়টি তারা কিয়ামতের দিন অস্বীকার করবে। বস্তুত: সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র ন্যায় তোমাকে কেউ (গায়েবী খবর) অবহিত করতে পারবে না' *(ফাতির ৩৫/১৩-১৪)*।

القطمير: هو اللفافة التي تكون على نواة التمرة–

আয়াতে উল্লিখিত 'ক্বিতমীর' শব্দের অর্থ সম্পর্কে ইবনু আব্বাস, মুজাহিদ, ইকরিমাহ্‌, আত্বা, হাসান এবং কাতাদাহ প্রমুখ মুফাস্‌সিরগণ বলেন, 'কিত্বমীর' হ'ল খেঁজুর বীজের উপরের পাতলা আবরণ'।[৮] যারা সামান্য পাতলা আবরণের মালিক নয় তারা একজন মানুষের কিভাবে উপকার করতে পারে? যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে আউলিয়া, বন্ধু, অভিভাবক হিসাবে ডাকে তাদের উদাহরণ দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ–

'যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার ন্যায়। সে (নিজের নিরাপত্তার জন্য) ঘর তৈরী করে। অথচ ঘর সমূহের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো সবচেয়ে দুর্বল। যদি তারা জানত (যে অন্য কেউ তাদের কোন উপকার করতে পারে না)' *(আনকাবূত ২৯/৪১)*। অর্থাৎ তাদের আউলিয়া বা উপাস্য মাকড়সার জালের মতো দুর্বল যা অতি ক্ষণস্থায়ী সামান্য বাতাসেই ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র ক্ষমতার চ্যালেঞ্জ করে তিনি বলেন,

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ . قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ–

'তুমি বল তোমরা ভেবে দেখছ কি, যদি আল্লাহ রাত্রিকে তোমাদের উপর ক্বিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন, তাহ'লে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন উপাস্য আছে, যে তোমাদের নিকট সূর্য কিরণ এনে দিবে? এরপরেও কি তোমরা কথা শুনবে না? বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ দিবসকে তোমাদের উপর ক্বিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন, তাহ'লে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন উপাস্য আছে যে তোমাদের নিকট রাত্রি এনে দিবে, যার মধ্যে তোমরা বিশ্রাম নিতে পার? এর পরেও কি তোমরা ভেবে দেখবে না? *(ক্বাছাছ ২৮/৭১-৭২)*। নমরূদের ক্ষমতার অসারতার কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন,

'তুমি কি ঐ ব্যক্তির কথা শোনোনি, যে ব্যক্তি ইবরাহীমের সাথে তার প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্ক করেছিল? কারণ আল্লাহ তাকে রাজত্ব প্রদান করেছিলেন। যখন ইবরাহীম বলল, আমার প্রতিপালক তিনি, যিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তখন সে বলল, আমিও বাঁচাতে পারি ও মারতে পারি। ইবরাহীম বলল, আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব থেকে উদিত করেন, তুমি ওটাকে পশ্চিম থেকে উদিত কর। একথায় কাফের হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। বস্তুতঃ আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৫৮)*।

উপরোক্ত আয়াতে কারীমা থেকে তৈরীকৃত বানোয়াট, বাতিল, মিথ্যা ঘোষিত মা'বূদ বা ইলাহ্‌দের অক্ষমতা প্রকাশিত হয়েছে। এ সকল মিথ্যা মা'বূদ বা ইলাহকে যারা ইলাহ্‌ হিসাবে গ্রহণ করবে তারাই পরকাল হারাবে। আখিরাতে এরা হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অর্ন্তভুক্ত। মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ–

'আর যারা মিথ্যায় বিশ্বাস করে ও আল্লাহকে অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ' *(আনকাবূত ২৯/৫২)*। মিথ্যা মা'বূদ মানলে যালিম-মুশরিকদের অর্ন্তভুক্ত হবে। তিনি তাই আরো বলেন,

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ–

'আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডেকো না। যে তোমার ভালোও করতে পারে না এবং মন্দও করতে পারে না বস্তুত তুমি যদি এমন কাজ করো, তাহ'লে তুমিও যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' *(ইউনুস ১০/১০৬)*। সর্বোপরি যারা নিজেদেরকে এক আল্লাহ্‌র বান্দা হিসাবে পরিচয় দেয় এবং অন্য ইলাহ্‌কে তার সাথে আহ্বান না করে, তারাই ইবাদুর রহমান তথা দয়াময় আল্লাহ্‌র বান্দা। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ 'এবং যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না' (তারাই ইবাদুর রহমান)। *(ফুরক্বান ২৫/৬৮)* এমনিভাবে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ-এর নির্দেশিকা অনুযায়ী ইলম অর্জন করা অত্যন্ত যরূরী বিষয়। এ ব্যাপারে ছহীহ ইলম না থাকার কারণে সত্য মা'বূদ ভুলে মিথ্যা, বানোয়াট, তৈরীকৃত ও জড়পদার্থকে মা'বূদ হিসাবে গ্রহণ করে এক শ্রেণীর মুসলিম নামধারী শিরকে লিপ্ত।

লেখক : ভেরামতলী, শ্রীপুর, গাজীপুর।

---

৮. *তাফসীরে ইবনু কাছীর ৬/৫৪১ পৃ.*।

সাংবাদিকতায় আহলেহাদীছ জামা'আতের অবদান

মূল (উর্দূ) : মাওলানা মুহাম্মাদ মুস্তাক্বীম সালাফী
অনুবাদ : নূরুল ইসলাম

(৩য় কিস্তি)

তৃতীয় প্রকার সাহিত্য ও ইতিহাস সম্পর্কিত, যার সংখ্যা ১৬টি :

১. ইত্তিহাদ (উর্দূ) পাক্ষিক, প্রকাশস্থল লাক্ষ্ণৌ, সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হালীম শারার, প্রকাশকাল ১৯০৪ খৃঃ। এই পত্রিকাটি কাব্য রুচিসম্পন্ন ছিল। এতে সূক্ষ্ম কল্পনা থাকত। কিন্তু বেশী দিন চলেনি। মাত্র দেড় বছরের ব্যবধানে বন্ধ হয়ে যায়।

মাওলানা আব্দুল হালীম শারার, প্রকাশকাল **২. পর্দায়ে ইছমত** (উর্দূ) পাক্ষিক, প্রকাশস্থল লাক্ষ্ণৌ, সম্পাদক ১৯০০ খৃঃ।[১]

৩. পরওয়ানা (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল মীরাঠ, সম্পাদক মাওলানা আহমাদ শওকত মীরাঠী, প্রকাশকাল অজ্ঞাত। এই পত্রিকাটি কবিতা ও কাব্য-চর্চার ফুলের পাপড়ি ছিল। এতে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কবিদের কবিতা থাকত। বিশেষ করে তাঁর শিষ্যদের, যেগুলি তিনি সংশোধন করে দিতেন এবং সমালোচনাও করতেন।

৪. পায়ামে ইয়ার (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল লাক্ষ্ণৌ, সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হালীম শারার, প্রকাশকাল জুন ১৮৮২ খৃঃ। এটি গবেষণাধর্মী, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক পত্রিকা ছিল। এটি ইংরেজী মাসের শেষ দিনগুলিতে প্রকাশিত হত। এতে তিনটি অংশ থাকত। প্রথম অংশে সাহিত্যিক, নৈতিক, ঐতিহাসিক ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ এবং সাধারণ কবিতাসমূহ, দ্বিতীয় অংশে যোগ্য কবিদের নির্বাচিত কবিতা এবং তৃতীয় অংশে উপন্যাস থাকত।

মূলতঃ এই পত্রিকার পরিচালক ছিলেন মুন্সী নেছার আহমাদ এবং সম্পাদক হিসাবে তার নামই উল্লেখ থাকত। কিন্তু যাবতীয় কাজ মাওলানা শারার করতেন। মাওলানা শারার লিখেছেন, 'মুন্সী নেছার আহমাদকে তার পত্রিকা সম্পর্কে যা কিছু গদ্যে লিখতে হত, তা আমিই লিখে দিতাম। বরং 'পায়ামে ইয়ার'-এর বিন্যাস ও প্রকাশ মূলতঃ আমিই করতাম'।[২]

৫. তাহযীব (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল পাটনা, সম্পাদক মাওলানা সুহাইল আহমাদ আযীমাবাদী, প্রকাশকাল জানুয়ারী ১৯৫২ খৃঃ। এই পত্রিকাটি সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক দিশারী আব্দুল কাইয়ূম আনছারীর (বিহার) তত্ত্বাবধানে চালু হয়েছিল। এর সম্পাদনা পরিষদে সুহাইল আযীমাবাদীর সাথে আব্দুল কাইয়ূম আনছারীও ছিলেন। ইলম ও আদবের অত্যন্ত মূল্যবান খিদমত আঞ্জাম দিয়ে এটি ১৯৫৪ সালে বন্ধ হয়ে যায়।

৬. দিল আফরূয (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল লাক্ষ্ণৌ, প্রকাশকাল এপ্রিল ১৯১৫ খৃঃ, সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হালীম শারার। ৩১ পৃষ্ঠার এই পত্রিকায় শুধু উপন্যাস ছাপা হত এবং প্রত্যেক ইংরেজী মাসের ৩০ তারিখে প্রকাশিত হত। এতে কমপক্ষে দু'টি চিত্তাকর্ষক উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হত। তন্মধ্যে একটি কাল্পনিক ও নৈতিক এবং অন্যটি ঐতিহাসিক হত।

৭. দিলগুদায (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল লাক্ষ্ণৌ, সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হালীম শারার, প্রকাশকাল জানুয়ারী ১৮৮৭ খৃঃ। এটি উর্দূ ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষণামূলক, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক পত্রিকা ছিল। এতে রাজনৈতিক প্রবন্ধ কম এবং ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ বেশী থাকত। শারার ছাহেব লিখেছেন, 'দিলগুদায সেই পত্রিকা যেটি সাহিত্য হিসাবে উর্দূর জগতে শুধু নিজেই খ্যাতি অর্জন করেনি; বরং উর্দূকে পূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরে এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী অবস্থায় পৌঁছিয়ে দিয়েছে'।[৩]

এই পত্রিকায় শুধু শারার ছাহেবেরই প্রবন্ধ সমূহ থাকত। প্রথমে এটি শুধু ষোল পৃষ্ঠায় বের হত। যখন এর প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং ১৮৮৮ সালে দিলগুদায প্রেস খোলা হয়, তখন উপন্যাসের জন্য আরো ত্রিশ পৃষ্ঠা বৃদ্ধি করা হয়। কয়েক বছর পর ইতিহাসের আরো একটি অংশ বৃদ্ধি করা হয়। অতঃপর পরবর্তীতে জীবনীর জন্য আরো একটি অংশ বৃদ্ধি করা হয়। এবার এটি ৫৬ পৃষ্ঠাব্যাপী হত। ১৩৪৫ হিজরীর ১৭ই জুমাদাল আখেরাহ মোতাবেক ১৯২৬ সালের ২৪শে ডিসেম্বরে মাওলানার মৃত্যু হলে তাঁর বড় ছেলে মুহাম্মাদ ছিদ্দীক হাসান এর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন এবং এই স্মৃতিকে একটা সময় পর্যন্ত জাগরুক রাখেন। ১৯৩২ সালে এই পত্রিকাটি হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য থেকে বের হতে শুরু করে। কেননা মুহাম্মাদ ছিদ্দীক স্থায়ীভাবে হায়দারাবাদে অবস্থান করছিলেন।

৮. রিসালায়ে সুখুনে সাঞ্জ (উর্দূ) ত্রৈমাসিক, প্রকাশস্থল লাক্ষ্ণৌ, সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হালীম শারার, প্রকাশকাল ১৯১৭ খৃঃ। প্রথমে এই পত্রিকাটি ১৬ পৃষ্ঠায় পরিব্যাপ্ত ছিল। পরে আরো ১৬ পৃষ্ঠা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এই পত্রিকাটি তিনটি অংশে বিভক্ত ছিল : (১) প্রবন্ধমালা (২) পদ্য (৩) গদ্য। প্রবন্ধ অংশে ভারত বিজয়ী মুসলিম বীরদের সংক্ষিপ্ত

---

১. *রাম বাবু সাক্সেনা, তারীখে আদাবে উর্দূ, গদ্যাংশ; হিস্ট্রি অব উর্দূ লিটারেচার।*
২. *(মাওলানা শারার, 'আপবীতী', দিলগুদায, লাক্ষ্ণৌ, জানুয়ারী ১৯৩৪।*
৩. *মুহাযযাব, ১লা আগস্ট ১৮৯০ খৃঃ।*

ইতিহাস থাকত এবং পদ্যাংশে বড় বড় কবিদের কবিতা থাকত। সাথে সাথে এই শর্ত থাকত যে, একজন কবির একসাথে মাত্র ৭টি কবিতাই প্রকাশিত হবে।

৯. রিসালায়ে মাহশার (উর্দূ) সাপ্তাহিক, প্রকাশস্থল লাক্ষ্ণৌ, সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হালীম শারার, প্রকাশকাল ১৮৮২ খৃঃ। এটি রঙিন এবং কাব্যরুচিসম্পন্ন পত্রিকা ছিল। এতে সূক্ষ্ম কল্পনা থাকত। একটা সময় পর্যন্ত এতে 'যামানায়ে জায়েযাহ' শিরোনামে একটি ভিন্নধর্মী প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হত। উর্দূতে এটি নতুন রং ছিল। সাধারণভাবে সকল মানুষ এবং বিশেষভাবে ইংরেজী শিক্ষিতরা এই প্রবন্ধকে বেশী পসন্দ করে।

মাওলানা শারার তাঁর এক বন্ধু আব্দুল বাসিত মাহশারের নামে এ পত্রিকাটি বের করে তাকেই এই পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে যাহির করেছিলেন। মাওলানা শারার লিখেছেন, '১৮৮২ সালে মাহশার নামে আমি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা মৌলভী আব্দুল বাসিত মাহশারের নামে বের করি'।[৪]

১০. যারীফ (উর্দূ) সাপ্তাহিক, প্রকাশস্থল লাক্ষ্ণৌ, প্রকাশকাল অজ্ঞাত, সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হালীম শারার।[৫]

১১. আল-ইরফান (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল লাক্ষ্ণৌ, সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হালীম শারার, প্রকাশকাল ১৯০৬ খৃঃ। এ পত্রিকাটিও মাহশারের মতো ছিল। 'ইত্তিহাদ' পত্রিকার স্থলে এটি চালু করেছিলেন। কিন্তু এটিও বেশী দিন চলেনি। এক বছরের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। মাওলানা শারার এ পত্রিকাটি মৌলভী সাঈদুল হকের নামে চালু করেছিলেন। প্রবন্ধ সব মাওলানা শারারেরই থাকত।

১২. 'আন্দালীব (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল মীরাঠ, সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ শু'আইব আহমাদ কুদরাত মীরাঠী, প্রকাশকাল ১৯১২ খৃঃ। এটি একটি সাহিত্যিক পত্রিকা ছিল। এতে ভারতের খ্যাতিমান ব্যক্তিদের প্রবন্ধসমূহ ছাড়াও গযল থাকত। বেশী দিন চলেনি। এক বছরের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়।

১৩. লিসানুছ ছিদক (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল কলকাতা, সম্পাদক মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, প্রকাশকাল ২০শে নভেম্বর ১৯০৩ খৃঃ। এই পত্রিকায় গবেষণামূলক, নৈতিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধমালা ছাড়াও আরো চারটি বিষয়ে প্রবন্ধ সমূহ প্রকাশিত হত। (১) মুসলমানদের সমাজ ও রসম-রেওয়াজ সংস্কার করা (২) উর্দূ ভাষার গবেষণাধর্মী সাহিত্যের পরিধি বিস্তৃত করা (৩) উর্দূ রচনাবলী পর্যালোচনা করা। ১৯০৫ সালের জানুয়ারীতে 'ইছলাহে খিয়ালাত' নামে আরো একটি বিষয় বৃদ্ধি করা হয় এবং সাথে সাথে ধর্মীয় প্রবন্ধ সমূহকেও স্থান দেয়া হয়।

এই পত্রিকাটি পুরা ১৮ মাস চলে। কয়েকবার দুই মাসের জন্য শুধু একটি সংখ্যা বের হয়। যেমন ১৯০৩ সালের নভেম্বর মাসের পরে ডিসেম্বর সংখ্যা বের হলে সেখানে প্রথম বর্ষ পূর্ণ হওয়ার ঘোষণা ছিল। ১৯০৪ সালের পুরা বছরে শুধু ৯টি সংখ্যা বের হয়। এর শেষ সংখ্যাটি ১৯০৪-এর আগস্ট ও সেপ্টেম্বর যৌথ সংখ্যা ছিল। এর মাধ্যমে দ্বিতীয় বর্ষ শেষ হয়ে যায়। ১৯০৫ সালে মাত্র একটি সংখ্যা বের হয়, যেটি এপ্রিল ও মে যৌথ সংখ্যা ছিল। অতঃপর চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

১৪. মিছবাহ (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল শাশহানিয়া, সিদ্ধার্থনগর (ইউপি), সম্পাদক মাওলানা আব্দুল জলীল রহমানী, প্রকাশকাল অক্টোবর ১৯৫১ মোতাবেক মুহাররম ১৩৭১ হিঃ। ধর্মীয় ও সামাজিকের সাথে সাথে এই পত্রিকাটিও সাহিত্যিক ও গবেষণামূলক ছিল। এতে 'তাসহীলুল কুরআন' শিরোনামে মাওলানা রহমানীর একটি প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হত। যেটি ছিল কুরআন মাজীদের আয়াত সমূহের অনুবাদ ও তাফসীর। সাধারণ ও বিশেষ সবার জন্যই সমানভাবে উপকারী ছিল। এটি ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত চালু থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী থেকে দ্বিতীয়বার চালু হয়। মাওলানা লিখেছেন, 'কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর মাসিক মিছবাহ-এর প্রথম সংখ্যা কল্যাণ ও বরকতের পবিত্র মাসে পাঠকবৃন্দ হাতে পাচ্ছেন'।[৬]

১৫. মুছহাফ (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল ওমরাবাদ (মাদ্রাজ), সম্পাদক কাসেম শরীফ, প্রকাশকাল অজ্ঞাত। এই পত্রিকাটি ধর্মীয় ও সামাজিক ছাড়াও সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক ছিল এবং জামে'আ আরাবিয়াহ দারুস সালাম ওমরাবাদ থেকে প্রকাশিত হত।

১৬. মুয়ার্রিখ (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল লাক্ষ্ণৌ, সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হালীম শারার, প্রকাশকাল ১৯১৬ খৃঃ। এই পত্রিকায় কোন না কোন দেশের নির্ভরযোগ্য ও বিস্তারিত ইতিহাস প্রকাশিত হ'ত। প্রথম দিকে মাওলানা শারারের প্রসিদ্ধ রচনা 'তারীখে আরযে মুক্বাদ্দাস'-এর ৪৮ পৃষ্ঠা প্রকাশিত হয়েছিল।

১৭. মুহাযযাব (উর্দূ) সাপ্তাহিক, প্রকাশস্থল লাক্ষ্ণৌ, সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হালীম শারার, প্রকাশকাল ১৯৯০ খৃঃ। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা ছিল। এতে সম্পাদকীয়, নির্দিষ্ট বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা এবং প্রবন্ধমালাকে বেশী স্থান দেয়া হত। এতে গবেষণামূলক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক এবং সামাজিক প্রবন্ধ সমূহ ছাপানো হত। মাওলানা শারার লিখেছেন, 'আমাদের ইচ্ছা রয়েছে যে, প্রাচীন বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী আলোচনা করার একটা ধারাবাহিকতা বজায় রাখব। আমাদের প্রাচীন বুযর্গ ও বিগত খ্যাতিমান ব্যক্তিরা এমন উচ্চমর্যাদার অধিকারী ছিলেন যে, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা তো রয়েছেই তাদের নামের মধ্যে এই প্রভাব রয়েছে যে, যখন তাদের নাম মুখে আসে তখন অন্তরে একটা জোশ সৃষ্টি হয়। এজন্য উত্তম হবে যে,

৪. *মাওলানা শারার, 'আপবীতী', দিলগুদায, জানুয়ারী ১৯৩৪।*
৫. *রাম বাবু সাক্সেনা, তারীখে আদাবে উর্দূ, গদ্যাংশ: হিস্ট্রি অব উর্দূ লিটারেচার।*
৬. *মিছবাহ, জানুয়ারী ১৯৬৪।*

আমরা আমাদের পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যাকে অতীতের কোন না কোন বিখ্যাত ব্যক্তির নামে উৎসর্গ করব। হয়তঃ তাদের বরকতে আমরাও সফলতা লাভ করব...'। এ উদ্দেশ্যে মুহাযযাব নিজের কাঁধে এই দায়িত্ব নেয় যে, যতদূর সম্ভব বিস্তারিতভাবে সালাফের কর্মকাণ্ড বর্তমান প্রজন্মের সামনে তুলে ধরবে।[৭]

চতুর্থ প্রকার সাহিত্য ও রাজনীতি এবং চরিত্র সংশোধন সম্পর্কিত, যার সংখ্যা ১৬টি :

১. ইত্তিহাদ (উর্দূ) সাপ্তাহিক, প্রকাশস্থল অমৃতসর, পাঞ্জাব, সম্পাদক মুন্সী মাওলা বখশ কিশতা। এই পত্রিকার প্রকাশকাল জানা যায়নি। ১৯২১ সালে চালু ছিল। এটি একটি সাহিত্যিক, গবেষণামূলক এবং রাজনৈতিক পত্রিকা ছিল। এটি দেশীয় খবরাখবরও প্রকাশ করত।

২. আল-ইকদাম (উর্দূ), প্রকাশকাল অজ্ঞাত, প্রকাশস্থল কলকাতা, সম্পাদক মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, প্রকাশকাল ১৯২৭ খৃঃ *(নয়ারঙ্গে আলাম)*।

৩. আল-বালাগ (উর্দূ) সাপ্তাহিক, প্রকাশস্থল কলকাতা, সম্পাদক মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, প্রকাশকাল ১২ই নভেম্বর ১৯১৫ খৃঃ। আল-বালাগ-এর প্রথম তিন সংখ্যা তো নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এরপর যৌথ সংখ্যা সমূহের সিলসিলা শুরু হয়। ৪র্থ ও ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম এবং ৮ম ও ৯ম সংখ্যা যৌথ সংখ্যা হিসাবে বের হয়। শুধু ১০ম, ১১তম ও ১২তম সংখ্যা আলাদাভাবে বের হয়। কিন্তু এরপর দুই সংখ্যায় এমন অনিয়মতান্ত্রিকতা চলে আসে যে, ১৩ ও ১৪ সংখ্যা যৌথ ছিল এবং শেষ সংখ্যা ১৫, ১৬ ও ১৭ যৌথ সংখ্যা ছিল। আল-বালাগের সর্বশেষ সংখ্যা নং ১৭। কিন্তু মূলতঃ ১২ই নভেম্বর ১৯১৫ থেকে ৩১শে মার্চ ১৯১৬ পর্যন্ত এর মাত্র ১১টি সংখ্যা বের হয়। আল-হিলাল-এর মতো এটি একটি সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক পত্রিকা ছিল।

৪. পয়গাম (উর্দূ) সাপ্তাহিক, প্রকাশস্থল কলকাতা, সম্পাদক মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, প্রকাশকাল ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯২১ মোতাবেক ২০শে মুহাররম ১৩৪০ হিজরী শুক্রবার। মাওলানা আযাদের তত্ত্বাবধানে এবং মাওলানা আব্দুর রাযযাক মালীহাবাদীর সম্পাদনায় এই পত্রিকাটি বের হওয়া শুরু হয়। এর সর্বমোট ১১টি সংখ্যা বের হয়। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯২১ সালে এর সর্বশেষ সংখ্যা বের হয়। এটিও সাহিত্যিক, সংস্কারধর্মী এবং রাজনৈতিক পত্রিকা ছিল।

১৭ই নভেম্বর ১৯২১ সালে ওয়েলসের রাজকুমার ভারতে আসেন। তার আগমনের পূর্বে দেশে তাকে অভ্যর্থনা জানানো বয়কট করার আন্দোলন চালানো হয়। পয়গামও এতে পুরোদমে অংশগ্রহণ করে। যে কারণে প্রথমে সম্পাদক হিসাবে মাওলানা আব্দুর রাযযাক মালীহাবাদী গ্রেফতার হন। তার বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করা হয় এবং দু'বছর কারাদণ্ডের সাজা শুনানো হয়। এরপর ১০ই ডিসেম্বরে মাওলানা আযাদকে গ্রেফতার করা হয় এবং এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা হয়। মাওলানা আযাদের জেলে যাওয়ার কারণে পয়গাম বন্ধ হয়ে যায়। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯২১ সালে এর সর্বশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সর্বমোট ১১টি সংখ্যা বের হয়েছিল। এ পত্রিকাটি খেলাফত আন্দোলন এবং অসহযোগ আন্দোলনের বিষয়ে ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল। মাঝে মাঝে গবেষণামূলক প্রবন্ধমালা, তাফসীরুল কুরআনের কিছু আলোচনা এবং প্রশ্নোত্তর পর্বও থাকত।

৫. খুদাঙ্গে নযর (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল লাক্ষ্ণৌ, সম্পাদক মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, মালিক মুন্সী নওবত রায়, প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর ১৮৯৬ খৃঃ *(নায়রঙ্গে আলম)*। লাক্ষ্ণৌ থেকেই মুন্সী নওবত রায় পত্রিকাটি বের করেছিলেন। প্রথমে তিনি এর সম্পাদকও ছিলেন। এর তিনটি অংশ ছিল। একটি গযলের, দ্বিতীয়টি গবেষণামূলক ও নৈতিক প্রবন্ধমালা এবং সাধারণের বোধগম্য কবিতার, তৃতীয়টি উপন্যাসের। এতে আল্লামা ইকবাল ও মুহসিন কাকূরাবীর প্রবন্ধসমূহ ছাপা হত। ১৯০৩ সালের শেষের দিক থেকে এর সাহিত্যাংশের সম্পাদনার দায়িত্বও মাওলানাকে সোপর্দ করা হয়।

৬. দারুস সালতানাত (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল লাক্ষ্ণৌ, সম্পাদক মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, প্রকাশকাল ১৯০৬ খৃঃ। এটি অন্যতম একটি প্রাচীন উর্দূ পত্রিকা। প্রথমে এর নাম ছিল 'উর্দূ গাইড'। এর সম্পাদক ছিলেন মাওলানা আব্দুল বারী। কিছুদিন এটি বন্ধ ছিল। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ যখন 'ওয়াকীল' (অমৃতসর) পত্রিকা থেকে আলাদা হয়ে কলকাতায় আসেন, তখন এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর পুনরায় প্রকাশিত হতে শুরু করে। কিন্তু পত্রিকার মালিকদের সাথে মাওলানার বনিবনা হয়নি। তারা কিছুটা সরকারের অনুগত টাইপের এবং সরকারের ইশারা-ইঙ্গিতের দিকে ভ্রূক্ষেপকারী ছিলেন। এজন্য মাওলানা দ্রুতই পত্রিকা থেকে আলাদা হয়ে যান।

৭. কওমী তানযীম (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল পাটনা, সম্পাদক ড. আব্দুল হাফীয সালাফীর ভাই ওমর ফরীদ, প্রকাশকাল অজ্ঞাত। এটি একটি রাজনৈতিক পত্রিকা ছিল। এতে বর্তমান পরিস্থিতির খবর সমূহ প্রকাশিত হত।

৮. আল-মিছবাহ (উর্দূ) সাপ্তাহিক, প্রকাশস্থল কলকাতা, সম্পাদক মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, প্রকাশকাল ২৪শে জানুয়ারী ১৯০১ খৃঃ। এটি রাজনৈতিক, গবেষণামূলক এবং ঐতিহাসিক পত্রিকা ছিল। ১৯০১ সালের জানুয়ারীতে প্রকাশ হতে শুরু করে এবং ৪ মাস চালু থাকার পর বন্ধ হয়ে যায়। মাওলানা আযাদ লিখেছেন, 'এতে গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্যও এক পৃষ্ঠা বরাদ্দ রেখেছিলাম। এক পৃষ্ঠা ইতিহাস ও জীবনীর জন্য বরাদ্দ ছিল। ইমাম গাযালী, নিউটন এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রভৃতি প্রবন্ধগুলো ঐ পৃষ্ঠাগুলির জন্য লিখেছিলাম'।[৮]

৭. *মুহাযযাব, বর্ষ ১, সংখ্যা ১, ১লা আগস্ট ১৮৯০ খৃঃ।*

৮. *আযাদ কী কাহানী খোদ আযাদ কী যবানী, পৃঃ ২৭৫।*

Contents

৯. মুহাম্মাদিয়াহ (উর্দূ) প্রকাশস্থল কানপুর, সম্পাদক মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, প্রকাশকাল ১৯০১ খৃঃ *(নায়রঙ্গে আলাম)*।

১০. আন-নাদওয়া (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল লাক্ষ্ণৌ, সম্পাদক মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, প্রকাশকাল অজ্ঞাত। এই পত্রিকাটি শিবলী নো'মানীর সম্পাদনায় নাদওয়াতুল ওলামা লাক্ষ্ণৌ থেকে বের হয়েছিল। অক্টোবর ১৯০৫ থেকে মার্চ ১৯০৬ পর্যন্ত মাওলানা আবুল কালাম আযাদ এর সাথে যুক্ত ছিলেন। এরপর কোন কারণে সেখান থেকে আলাদা হয়ে যান।

১১. নায়রঙ্গে আলাম (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল কলকাতা, সম্পাদক মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, প্রকাশকাল নভেম্বর ১৮৯৯ খৃঃ। কবিতা ও ছন্দ চর্চা করার জন্য তিনি এ পত্রিকাটি চালু করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১১ বছর। এর মাত্র ৮টি সংখ্যা বের হয়ে বন্ধ হয়ে যায়।

১২. ওয়াকীল (উর্দূ) দু'দিন অন্তর, প্রকাশস্থল অমৃতসর, সম্পাদক মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, প্রকাশকাল ১৯০৬ খৃঃ। এই পত্রিকার মালিক ছিলেন শেখ গোলাম মুহাম্মাদ। এটি সপ্তাহে তিনবার প্রকাশিত হত। 'আন-নাদওয়া' থেকে আলাদা হওয়ার পর এপ্রিল ১৯০৬ সালে মাওলানা আযাদ অমৃতসরে পৌঁছে যান এবং এর সম্পাদনা শুরু করে দেন। অতঃপর ভাইয়ের মৃত্যুর কারণে নভেম্বর ১৯০৬ সালে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। এ পত্রিকায় তিনি সমগ্র পৃথিবীর রাজনীতি এবং মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে থাকেন। অতঃপর আগস্ট ১৯০৭ সালে তিনি অমৃতসরে আসেন এবং দ্বিতীয়বার 'ওয়াকীল'-এর সম্পাদনা শুরু করেন। অতঃপর ১৯০৮ সালের জুলাই/আগস্টে স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে চাকুরীচ্যুত হন।

১৩. হাযার দাবিস্তান (উর্দূ) সাপ্তাহিক, প্রকাশস্থল হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য, সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হালীম শারার। ১৮৮৪ সালের কথা। নওল কিশোর প্রেসের মালিকের নিকট মাওলানা শারার চাকুরীরত ছিলেন। প্রেসের মালিক তার বিশেষ প্রতিনিধি করে তাঁকে হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য পাঠান। সেখানে সাইয়িদ হাসান 'হাযার দাবিস্তান' নামে পত্রিকা বের করতেন। যার সম্পাদক ছিলেন সাইয়িদ মুহাম্মাদ সুলতান আকিল দেহলভী। সম্পাদক-মালিক দ্বন্দ্বে পত্রিকাটি বন্ধ ছিল। পত্রিকার মালিকের অনুরোধে মাওলানা শারার এক মাস এটির সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। অতঃপর লাক্ষ্ণৌ চলে আসেন।

১৪. আল-হেলাল (উর্দূ) সাপ্তাহিক, প্রকাশস্থল কলকাতা, সম্পাদক মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, প্রকাশকাল ১৩ই জুলাই ১৯১২ খৃঃ। এটি একটি সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক পত্রিকা ছিল। মুসলমানদের মাযহাবী নীচুতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কার এর উদ্দেশ্য ছিল। যে ব্যাপারে আল-হেলাল পুরাপুরি সফল ছিল। দুই বছরে এর প্রচার সংখ্যা ২৬ হাযারে পৌঁছে গিয়েছিল। সে যুগের শিক্ষার অবস্থা এবং আল-হেলালের উচ্চ ইলমী মানদণ্ডের দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠকদের এই সংখ্যা বিস্ময়কর ছিল।[৯] কিন্তু ইংরেজ সরকারের প্রকাশনা আইনের কোপানলে পড়ে ১৮ই নভেম্বর ১৯১৪ সালের সর্বশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে তা বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয়বার ১০ই জুন ১৯২৭ সালে চালু হয় এবং ৬ মাস পর পুনরায় বন্ধ হয়ে যায় *(নায়রঙ্গে আলাম)*।

১৪ই নভেম্বর ১৯১৪ সালের ৫ম বর্ষ ২০ সংখ্যা বের হওয়ার পর আল-হেলালের প্রকাশনার প্রথম পর্ব শেষ হয়ে যায় এবং এর তৃতীয় ও সর্বশেষ পর্যায়ের ১ম সংখ্যা ১০ই জুন ১৯২৭ সালে বের হয়। মাওলানা আযাদ লিখেছেন, 'যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আল-হেলাল-এর প্রথম সংখ্যা ১৯১২ সালের জুনে প্রকাশিত হয়েছিল। (আল-হেলালের প্রথম সংখ্যায় ১৩ই জুলাই ১৯১২ লিখিত আছে)। ১৯১৪ সালে এর শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

অতঃপর নভেম্বর ১৯১৫ থেকে 'আল-বালাগ' নামে দ্বিতীয় প্রকাশনার ধারাবাহিকতা শুরু হয় এবং মার্চ ১৯১৬ সালে শেষ হয়ে যায়। এবার এটা প্রকাশনার তৃতীয় পর্ব। যেটি পুরা ১ বছর পর সম্পূর্ণ নতুনভাবে শুরু হয়। ৯ই ডিসেম্বর ১৯২৭ সংখ্যা ষান্মাসিকের শেষ সংখ্যা। আশা ছিল যে, ৭ই জানুয়ারী ১৯২৮ থেকে নতুন ষান্মাসিকের যাত্রা শুরু হবে। কিন্তু এটি কখনো বাস্তবে রূপ লাভ করেনি।

১৫. হিন্দে জাদীদ (উর্দূ) সাপ্তাহিক, প্রকাশস্থল কলকাতা, সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রাযযাক মালীহাবাদী, প্রকাশকাল ১৯২৯ খৃঃ (আনুমানিক)। এটি একটি রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ও গবেষণামূলক পত্রিকা ছিল। সাধারণ মানুষের মাঝে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ছিল। এই পত্রিকার কিছু সংখ্যা জামে'আ সালাফিইয়াহ বেনারসের গ্রন্থাগারে মওজুদ রয়েছে। ২০শে মার্চ ১৯৩৯, ১০ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা এখন আমার সামনে রয়েছে।

১৬. ইনকিলাব (উর্দূ) দৈনিক, প্রকাশস্থল লাহোর, সম্পাদক মাওলানা গোলাম রসূল মেহের, প্রকাশকাল রামাযান ১৩৪৫ হিঃ। এই পত্রিকায় দ্বীনী এবং দুনিয়াবী দু'ধরনের প্রবন্ধ এবং বিশ্বমানের দেশীয় খবর সমূহ প্রকাশিত হত। কিছু খবরের সমালোচনা ও পর্যালোচনাও থাকত এবং বছর পূর্তিতে 'সালগিরাহ নম্বর' নামে এর বার্ষিক সংখ্যা বের হত।

১৯২৯ সালের বার্ষিক সংখ্যা আমার সামনে আছে। 'গুযারিশে আহওয়াল' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে মোহর ছাহেব লিখেছেন, 'আজ ইসলামী মাস ও বছরের হিসাবে ইনকিলাব-এর জীবনের দু'বছর শেষ হচ্ছে এবং তৃতীয় বছরের দোরগোড়ায় এর পদযুগল পৌঁছে গেছে। ১৩৪৫ হিজরীর বরকতময় রামাযান মাসের শেষ দিন ছিল (যে মাসে এটি চালু হয়েছিল)। এটি ইনকিলাব-এর দ্বিতীয় বার্ষিক সংখ্যা। গত বছরের বার্ষিক সংখ্যায় মুসলিম জাহানের ঐ সকল বুযর্গ ও মহান ব্যক্তিদের জীবনী বিশেষভাবে সংকলন করা হয়েছিল,

---

৯. *আত-তাওহীয়াহ, নয়াদিল্লী, এপ্রিল ১৯৯৪।*

Contents

যারা তাদের উন্নত কর্মকাণ্ডের কারণে তাওহীদের মানসপুত্রদের সম্মান ও গর্বের সবচেয়ে বড় ধন ছিলেন। ঐসব জীবনীগুলির সাথে বিভিন্ন মুসলিম দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনীগুলিও বিবৃত করা হয়েছিল। যাতে মুসলমানরা বিভিন্ন দেশের মুসলিম উম্মাহ্র জীবনসঞ্চারী ঘটনা সমূহ অবগত হয়ে যায়। এবার ঐ সকল মুজাহিদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনীর প্রতি বিশেভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যারা বিভিন্ন যুগে ও সময়ে ইসলামের পতাকা সমুন্নত রাখার জন্য জিহাদ ও সংগ্রামের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন'।[১০]

পঞ্চম প্রকার ধর্মীয়, সংস্কারমূলক ও নৈতিক বিষয় সম্পর্কিত, যার সংখ্যা ২০টি :

১. **আফতাবে মেওয়াত** (উর্দূ) পাক্ষিক, প্রকাশস্থল শুকরাওয়াহ, সম্পাদক মাওলানা হেকিম আব্দুশ শুকূর শুকরাবী, প্রকাশকাল ১৯২৮ খৃঃ। এই পত্রিকাটি ৮ বছর ধারাবাহিকভাবে চালু ছিল। অতঃপর মাঝখানে কিছু সমস্যার কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কয়েক মাস পরেই দ্বিতীয়বার চালু হয় এবং ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত নিয়মিতভাবে দ্বীনী খিদমত আঞ্জাম দিতে থাকে। এরপর চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এটি ধর্মীয় ও সংস্কারমূলক পত্রিকা এবং অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ মেওয়াত, পাঞ্জাব-এর মুখপত্র ছিল। এর শেষ পৃষ্ঠাগুলিতে সাংগঠনিক এবং দেশীয় খবর সমূহ প্রকাশিত হত।

২. **ই'তিদাল** (উর্দূ) দ্বিমাসিক, প্রকাশস্থল ডুমুরিয়াগঞ্জ, সিদ্ধার্থনগর, সম্পাদক মাওলানা আবুল 'আছ ওয়াহীদী, প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৮৮। এই পত্রিকাটি যেলা জমঈয়তে আহলেহাদীছ সিদ্ধার্থনগর ও বাস্তীর মুখপত্র ছিল। এতে ধর্মীয় ও সংস্কারমূলক প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হত। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ মাদানী। আগস্ট ১৯৮৯ মোতাবেক যিলহজ্জ ১৪০৯ হিজরী পূর্ণ এক বছর প্রকাশিত হওয়ার পর পুরা এক বছর এর প্রকাশনা বন্ধ থাকে। দ্বিতীয়বার আগস্ট ও সেপ্টেম্বর ১৯৯০ মোতাবেক মুহাররম ও ছফর ১৪১১ হিজরীতে প্রকাশিত হয় এবং মাওলানা আবুল 'আছ ওয়াহীদী সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে এটি বন্ধ হয়ে যায়।

৩. **ইনস্টিটিউট গেজেট** (উর্দূ) দৈনিক, প্রকাশস্থল পাটনা, সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক বিন হেকিম ইরাদাত হুসাইন, প্রকাশকাল ১লা জুলাই ১৮৮৬ খৃঃ। এটি একটি সংস্কারধর্মী পত্রিকা ছিল। এর এক কলামে উর্দূ এবং বিপরীত কলামে ইংরেজী থাকত। এটি স্কুলের ছাত্রদের জন্য অত্যন্ত উপকারী ছিল। এই পত্রিকাটি পাটনা এজুকেশনাল কমিটির মুখপত্র ছিল। প্রথমে সাপ্তাহিক ছিল। পরবর্তীতে ছাত্রদের জোরাজুরিতে দৈনিক করা হয়েছিল।

৪. **আনওয়ার** (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল পুরসা ইমাদ, সিদ্ধার্থনগর, সম্পাদক মাওলানা হামীদুল্লাহ সালাফী, প্রকাশকাল মে ১৯৮৬ খৃঃ মোতাবেক শা'বান ১৪০৬ হিঃ। এই পত্রিকায় ধর্মীয়, সংস্কারমূলক এবং ইতিহাস ও জীবনীধর্মী প্রবন্ধমালা, মুসলিম বিশ্বের বিশেষ বিশেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ খবরসমূহ, আধুনিক যুগের সমস্যাগুলির উপর পর্যালোচনা এবং ধর্মীয় কবিতা সমূহ প্রকাশিত হত। এর মাত্র একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

৫. **আহলেহাদীছ** (উর্দূ) পাক্ষিক, প্রকাশস্থল দিল্লী, সম্পাদক মাওলানা সাইয়িদ তাকরীয আহমাদ সাহসোয়ানী, প্রকাশকাল ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৫১ খৃঃ মোতাবেক ২৩শে রবীউল আখের ১৩৭০ হিঃ। ১৯৪৮ সালে 'আহলেহাদীছ' (অমৃতসর) বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ) স্মরণে লেখক সংঘ (ইদারাতুল মুআল্লিফীন), দিল্লীর তত্ত্বাবধানে এই পত্রিকাটি বের করা হয়েছিল। এটি আহলেহাদীছ মাসলাকের মুখপত্র ছিল এবং ইংরেজী ১ ও ১৫ তারিখে প্রকাশিত হত। এটি একটি ধর্মীয় ও সংস্কারমূলক পত্রিকা ছিল। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল : (১) ইসলাম ধর্ম ও সুন্নতে নববীর প্রচার-প্রসার (২) সাধারণভাবে মুসলমানদের এবং বিশেষভাবে আহলেহাদীছদের দ্বীনী ও দুনিয়াবী খিদমত করা। (৩) সরকার ও মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক সুরক্ষা করা এবং মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা শক্তিশালী করা। (৪) আহলেহাদীছ জামা'আতকে তাদের স্বতন্ত্র গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং মানুষদের মাঝে সুন্নতে নববীর রূহ ফুঁকে দেয়া।

এর শেষে 'ইনতিখাবুল আখবার' (নির্বাচিত সংবাদ সমূহ) নামে স্বদেশ ও বিদেশের খবর সমূহ প্রকাশিত হত এবং 'মুলকী মুত্তালা' (দেশীয় সংবাদ) শিরোনামে দেশের কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর পর্যালোচনাও থাকত। 'মুতাফার্রিকাত' (বিবিধ) শিরোনামে সাংগঠনিক খবরাখবর, দরসে হাদীছ এবং পৃথক শিরোনামে ফৎওয়া প্রকাশিত হত।

এই পত্রিকাটি চালু করার জন্য আহলেহাদীছ জামা'আতের হাতেম তাঈ খ্যাত মরহূম হাফেয হামীদুল্লাহ ছাহেব সাইয়িদ তাকরীয আহমাদকে ১৯৫০ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর ৫০০ রূপী এবং ২২শে ডিসেম্বর মাওলানা আব্দুল লতীফ সালাফী দেহলভীর মাধ্যমে আরো ৫০০ রূপী প্রেরণ করেছিলেন। যার ভিত্তিতে ১৯৫০ সালের জানুয়ারী থেকে এটি চালু করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু কোন কারণে ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে এটি চালু হয় *(তারাজিমে ওলামায়ে আহলেহাদীছ মেওয়াত)*।

মাওলানা সাইয়িদ তাকরীয আহমাদের মৃত্যুর পর ১৯৬৮ সালের জুনে এর সম্পাদক হন মাওলানা আব্দুল জলীল রহমানী। ১৯৭৫ সালের আগস্টে মাওলানা মুখতার আহমাদ নাদভী অতঃপর ১৯৭৭ সালের জানুয়ারীতে হাফেয মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া এর সম্পাদক হন। এরপর ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর

১০. *ইনকিলাব, বার্ষিক সংখ্যা* ১৯২৯।

Contents

থেকে এর সম্পাদক হন হেকিম আজমল খাঁ। কয়েক মাস ঐ নামেই হেকিম ছাহেব এটি চালু রাখেন। অতঃপর নাম কিছুটা পরিবর্তন করে 'মাজাল্লায়ে আহলেহাদীছ' রাখা হয়। যেটি অদ্যাবধি জারী আছে।

৬. আহলুস সুন্নাহ (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল মাদরাসা দারুল কুরআন ওয়াল হাদীছ, কলকাতা, সম্পাদক মৌলবী আব্দুন নূর কলকাত্তাবী, প্রকাশকাল ১৯২৪ খৃঃ মোতাবেক ১৩৪২ হিঃ। কলকাতার ব্যবসায়ী হাজী শেখ আব্দুল ওয়াহ্হাবের নির্দেশনা অনুযায়ী এই পত্রিকাটি চালু হয়েছিল। এতে মাসের ধারাবাহিকতা ঠিক থাকত না। শুধু পত্রিকার সংখ্যা নম্বর উল্লেখ থাকত। এটি একটি ধর্মীয় পত্রিকা ছিল। এর কভারপেজে بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ آيَةً 'একটি আয়াত হলেও আমার পক্ষ থেকে প্রচার করো'[১১] লিখিত থাকত। ইসলামের সঠিক বিধান সমূহের তাৎপর্য ব্যাখ্যা, প্রশ্নোত্তর এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনী আলোচনা করা এর উদ্দেশ্য ছিল।

৭. তাওহীদ (উর্দূ) সাপ্তাহিক, প্রকাশস্থল অমৃতসর, সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ দাঊদ গযনভী, প্রকাশকাল এপ্রিল ১৯২৭ মোতাবেক ২৭শে রামাযান ১৩৪৫ হিঃ। এটি একটি ধর্মীয় পত্রিকা ছিল। এর কভারপেজে লিখিত ছিল وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 'আর তোমরা হীনবল হয়ো না, চিন্তান্বিত হয়ো না। তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও' *(আলে ইমরান ৩/১৩৯)*। এতে বিরোধীদের সমালোচনা সমূহের জবাব এবং ফৎওয়া প্রকাশিত হত। মুসলমানদের রাজনৈতিক ও দেশীয় বিষয়েও আলোচনা থাকত। পুরা সপ্তাহের সংবাদগুলির সারমর্ম এবং আরবী পত্র-পত্রিকা থেকে নির্বাচিত অংশের অনুবাদও প্রকাশ করা হত। এই পত্রিকার সাথে পরিশিষ্ট হিসাবে 'ওয়াসীলা' নামেও একটি পত্রিকা বের হত।

৮. আল-জামে'আহ (উর্দূ) সাপ্তাহিক, প্রকাশস্থল কলকাতা, সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রাযযাক মালীহাবাদী, প্রকাশকাল ১লা এপ্রিল ১৯২৩ খৃঃ। এ পত্রিকাটি সচিত্র ছিল। এটি মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যের আহ্বান জানাত। মাত্র ৬ মাস চলে বন্ধ হয়ে যায়।

৯. যাদে আখিরাত (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য, সম্পাদক মাওলানা শুকরুল্লাহ রহমানী, প্রকাশকাল ১৯৭২ খৃঃ। এই পত্রিকায় সীরাতে নববী এবং খেলাফতে রাশেদার ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও নছীহতমূলক প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হত। এর কভারপেজে লিখিত থাকত وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ 'প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত আগামীকালের জন্যে সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা' *(হাশর ৫৯/১৮)*।

১০. ছওতুল হাদীছ (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল মুম্বাই, সম্পাদক যহীরুদ্দীন সালাফী, প্রকাশকাল মার্চ ১৯৮৮ খৃঃ। এই পত্রিকাটি আহলেহাদীছ মাসলাকের মুখপত্র ছিল। এতে গবেষণাধর্মী, সংস্কারমূলক ও সামাজিক প্রবন্ধ সমূহ প্রকাশিত হত। এর সর্বমোট প্রকাশকাল ৩ বছর ৬ মাস। আগস্ট ১৯৯১ ৪র্থ বর্ষ ৮ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়।

১১. আল-ফালাহ (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল বেনারস, সম্পাদক মাওলানা আব্দুস সবূর গোণ্ডাবী, প্রকাশকাল ১৯৫৮ খৃঃ। এই পত্রিকায় দলীলপুষ্ট ধর্মীয়, সংস্কারমূলক ও সামাজিক প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হত। এর কভারপেজে إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُوله لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُوْلُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 'অথচ মুমিনদের কথা তো কেবল এটাই হতে পারে যে, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে ডাকা হয় তাদের মধ্যে ফায়ছালা করে দেওয়ার জন্য, তখন তারা বলবে আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। আর এরাই হল সফলকাম' *(নূর ২৪/৫১)* লিখিত থাকত। কয়েক বছর চালু থাকার পর চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

১২. মুবাল্লিগ (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল অমৃতসর, পাঞ্জাব, সম্পাদক মাওলানা ইসহাক হানীফ অমৃতসরী, প্রকাশকাল রামাযান ১৩৫৪ হিঃ। এতে সংস্কারমূলক, ধর্মীয় ও নৈতিক প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হত। এই পত্রিকাটি সাধারণভাবে মুসলমানদেরকে এবং বিশেষভাবে আহলেহাদীছদেরকে জাতীয় ঐক্যের প্রতি উৎসাহিত করত। সালাফে ছালেহীন এবং উত্তম আদর্শের শিক্ষা দিত। পত্রিকার শেষাংশে স্বদেশ ও বিদেশের নির্বাচিত খবর সমূহ প্রকাশ করত।

১৩. মাজাল্লায়ে সালাফিইয়াহ (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল দারভাঙ্গা, বিহার, সম্পাদক ড. সাইয়িদ আব্দুল হাফীয গিয়াবী, প্রকাশকাল ছফর ১৩৫৩ হিজরী মোতাবেক জুন ১৯৩৪ খৃঃ। এই পত্রিকাটি দারুল উলূম আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, দারভাঙ্গার পক্ষ থেকে বের হত। এতে ধর্মীয় ও সংস্কারমূলক প্রবন্ধ সমূহ থাকত। এতে অধিকাংশ প্রবন্ধ উক্ত মাদরাসার ছাত্রদের থাকত। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল : (১) ইসলামের সঠিক শিক্ষার প্রসার (২) সালাফ বা পূর্বসূরীদের আসল অবস্থা জাতির সামনে তুলে ধরা (৩) দারুল উলূম আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ-এর অবস্থা সম্পর্কে জাতিকে অবগত করা (৪) ছাত্রদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রতিনিধিত্ব করা এবং মুসলমানদের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা। সাথে সাথে ছাত্রদের মাঝে ইলম ও আদবের সঠিক রুচি সৃষ্টি করা।

১৪. মুহাদ্দিছ (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল দারুল হাদীছ রহমানিয়া, দিল্লী, সম্পাদক মাওলানা নাযীর আহমাদ রহমানী আমলুবী, প্রকাশকাল ১৯৩৩ খৃঃ মোতাবেক ১৩৫২ হিঃ। এই পত্রিকাটি দারুল হাদীছ রহমানিয়ার মুখপত্র ছিল। এটি সকল

---

১১. *বুখারী হা/৩৪৬১*।

Contents

ক্রেতার কাছে ফ্রী পাঠানো হত। এটি প্রত্যেক ইংরেজী মাসের ১ তারিখে প্রকাশিত হত। এতে ফির্কাবাযী মাযহাবী মতভেদ সমূহের উল্লেখ থাকত না। আর না কোন ব্যক্তি বা জামা'আতের মনে কষ্ট দেয়া হত। বরং সাধারণ ইসলামী মাসআলা-মাসায়েল এবং ইসলামের নির্ভেজাল শিক্ষা সমূহের ব্যাপারে প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হত। এতে সীরাতের শিক্ষণীয় ঘটনা সমূহও থাকত। সাধারণ সংস্কারমূলক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে আলোকপাত করা হত এবং মুসলমানদেরকে দ্বীন ও দুনিয়ার বহু বিপদ সম্পর্কে অবগত করা হত। এতে দারুল হাদীছ রহমানিয়া দিল্লীর ছাত্রদের প্রবন্ধই বেশী থাকত। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন মাওলানা আব্দুল হালীম নাযিম। ১৯৩৫ সালের ২২শে আগস্ট তাঁর মৃত্যু হলে ১৯৩৫ সালের অক্টোবর থেকে মাওলানা নাযীর আহমাদ রহমানী এর সম্পাদনার দায়িত্ব সামলান। তাঁর সম্পাদনার সময় এতে চার পৃষ্ঠা বৃদ্ধি করা হয়েছিল এবং মে ১৯৪০ থেকে এতে 'ফাতাওয়া' নামে একটি নতুন কলাম বৃদ্ধি করা হয়েছিল। প্রশ্নের উত্তর সমূহ সাধারণতঃ শায়খুল হাদীছ ওবায়দুল্লাহ রহমানী দিতেন। ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সালে হিটলার যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘোষণা দেন, তখন কাগজ না পাওয়ার কারণে বাধ্য হয়ে জানুয়ারী ১৯৪৩ থেকে এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। পুরা তিন বছর বন্ধ থাকার পর পুনরায় এপ্রিল ১৯৪৬ সাল থেকে চালু হয় এবং এপ্রিল ১৯৪৭-এর সর্বশেষ সংখ্যা বের হয়ে চিরদিনের জন্য মরহূম হয়ে যায়।

১৫. মুসলমান (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল সোহদারাহ, সম্পাদক মাওলানা আব্দুল মজীদ খাদেম, প্রকাশকাল ১৯২০ খৃঃ। এই পত্রিকাটি মুসলমানদের নিত্যদিনের সমস্যাসমূহের সমাধান পেশ করত। ১৯৩৮ সাল থেকে সোহদারাহ-এর পরিবর্তে লাহোর থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল। এতে ধর্মীয় ও গবেষণামূলক প্রবন্ধমালা ছাড়াও চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রবন্ধ সমূহও প্রকাশিত হত। এতে তাফসীরুল কুরআনের জন্যও একটা কলাম থাকত।

১৬. মেও গেজেট (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল শুকরাওয়াহ, সম্পাদক হেকিম মুহাম্মাদ আজমল খাঁ, প্রকাশকাল ১৯৫৮ খৃঃ। এটি ধর্মীয়, সংস্কারমূলক এবং নৈতিক পত্রিকা ছিল। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত এটি নিয়মিতভাবে জামা'আতী খিদমত আঞ্জাম দিতে থাকে। কিছু সমস্যার কারণে বন্ধ হয়ে যায়।

১৭. নূরুল ঈমান (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল দিল্লী, সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ দাঊদ রায, প্রকাশকাল ডিসেম্বর ১৯৬৬ মোতাবেক রামাযান ১৩৮৬ হিঃ। এই পত্রিকাটি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব আরাভীর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হত। ধারাবাহিকভাবে ১৫ বছর এটি তাবলীগে দ্বীনের দায়িত্ব পালন করতে থাকে। এতে ফৎওয়া এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহ পবিত্র হাদীছের বোধগম্য ও সাবলীল অনুবাদ প্রকাশিত হত। বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত তাবলীগী ও দাওয়াতী সভা-সমাবেশের রিপোর্টও প্রকাশ করত। এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে মাওলানা রায লিখেছেন যার সারমর্ম এই যে, 'আজ থেকে কমবেশী এক শতাব্দী পূর্বে দিল্লীতে শায়খুল কুল ফিল কুল মিয়াঁ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভী অলিউল্লাহ্র মসনদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হেদায়াতের প্রদীপ জ্বালিয়ে ছিলেন। এই পত্রিকাটি সেই হেদায়াতের প্রদীপের আলোতে ঘুমন্ত জাতিকে জীবনের পয়গাম শোনায়'। এতে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও টীকা-টিপ্পনী সহ ছহীহ বুখারীর উর্দূ অনুবাদ নিয়মিত প্রকাশিত হত। উপরন্তু মিয়াঁ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভীর দুর্লভ ফৎওয়া সমূহ প্রকাশিত হত। এটি ১৯৮১ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হত। তাঁর পর তাঁর পুত্র নাযীর আহমাদ এর কতিপয় সংখ্যা বের করেন। অতঃপর চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

১৮. নূরে তাওহীদ (উর্দূ) পাক্ষিক, প্রকাশস্থল লাক্ষ্ণৌ, সম্পাদক মাওলানা আকীল মঊবী, প্রকাশকাল মুহাররম ১৩৭০ হিঃ। এই পত্রিকায় ধর্মীয় ও সংস্কারমূলক প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হত।

১৯. আল-হেলাল (উর্দূ) ত্রৈমাসিক, প্রকাশস্থল তুলসীপুর (গোণ্ডা), সম্পাদক মাওলানা আবুল 'আছ ওয়াহীদী, প্রকাশকাল আগস্ট-অক্টোবর ১৯৮৯ মোতাবেক মুহাররম-রবীউল আউয়াল ১৪১০ হিঃ। এটি ধর্মীয় ও সাহিত্যিক পত্রিকা ছিল। এর অন্যতম একটি উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদেরকে জিহাদ এবং জাতীয় ঐক্যের ব্যাপারে উৎসাহিত করা। ২/৩ সংখ্যা বের হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়।

২০. আল-হেলাল (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল লোহারমান বাজার, বাস্তী, সম্পাদক মাওলানা হামিদ আনছারী আঞ্জুম। এটি একটি ধর্মীয় ও সংস্কারমূলক পত্রিকা ছিল। এর প্রকাশকাল জানা যায়নি। এর ডিসেম্বর ১৯৫৭ সংখ্যাটি আমার নিকট মওজুদ রয়েছে।

ষষ্ঠ প্রকার আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ সম্পর্কিত, যার সংখ্যা ২টি :

১. আল-মুজাহিদ (উর্দূ-ফার্সী) প্রকাশস্থল আফগানিস্তান সীমান্ত, সম্পাদক মাওলানা নূরুল হুদা, প্রকাশকাল ১৯৪০ খৃঃ। জামা'আতে মুজাহিদীন-এর পক্ষ থেকে এই পত্রিকাটি চালু হয়েছিল। এটি মাওলানা মুহাম্মাদ বশীর শহীদের স্মরণে বের হত। এতে এটাও লিখিত ছিল যে, 'শহীদে মিল্লাত গাযী মুহাজির মৌলভী মুহাম্মাদ বশীরের স্মরণে'। এই পত্রিকায় জিহাদের ফাযায়েল এবং এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হত। এ প্রবন্ধগুলো বেশীরভাগ ক্ষেত্রে উর্দূ ও ফার্সীতে এবং কখনো কখনো পশতু ভাষাতেও প্রকাশিত হত।

২. আল-মুহার্রিয (উর্দূ-ফার্সী), প্রকাশস্থল আফগানিস্তান সীমান্ত, সম্পাদক মাওলানা নূরুল হুদা, প্রকাশকাল ডিসেম্বর ১৯৩৮ খৃঃ। জামা'আতে মুজাহিদীন-এর পক্ষ থেকে এই পত্রিকাটি চালু হয়েছিল। এর কভারপেজে লিখিত ছিল يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ 'হে নবী! তুমি

মুমিনদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ কর' *(আনফাল ৬৫)*। এতে জিহাদ সম্পর্কিত প্রবন্ধমালা বের হত।

নোট : উপরোল্লেখিত পত্র-পত্রিকা ছাড়াও আহলেহাদীছ জামা'আতের আরো কিছু পত্র-পত্রিকা রয়েছে, যা নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে। সেগুলির কোন পত্রিকার হদিস আমি পাইনি। শুধু সেগুলির নাম ও বিজ্ঞপ্তি বই-পুস্তক এবং পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যায়। অবশ্য ব্যাপক খোঁজাখুঁজির পর শুধু সেগুলির সম্পাদকবৃন্দ এবং প্রকাশস্থল জানতে পেরেছি।

১. **আফতাবে মাযহারে ছাদাকাত** (উর্দূ) দৈনিক, প্রকাশস্থল চান্দূস, সম্পাদক মাওলানা মানযূর রহমানী।

২. **আখবারে মুহাম্মাদী** (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল কলকাতা, সম্পাদক মুহাম্মাদ আকরম খাঁ, প্রকাশকাল ১৯১০ খৃঃ।[১২]

৩. **ইশারা** (উর্দূ) দৈনিক, প্রকাশস্থল ছাদেকপুর, পাটনা, সম্পাদক আব্দুল কাইয়ূম খিযির।

৪. **ইশা'আতুল ইসলাম** (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল মুযাফফরপুর, বিহার, সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আব্বাস বিদ্যার্থী, সংস্কৃত।

৫. **পায়ামে হিন্দ** (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল সিউনী, সম্পাদক মাওলানা মাকবূল আহমাদ।

৬. **তারজুমানুল হক** (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল শ্রীনগর, কাশ্মীর।

৭. **তাওহীদ** (বাংলা) মাসিক, প্রকাশস্থল কলকাতা, সম্পাদক মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী।[১৩]

৮. **রিয়াযে তাওহীদ** (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল দিল্লী, সম্পাদক মাওলানা ওবায়দুর রহমান পয়গম্বরপুরী, প্রকাশকাল ১৯৩৬ খৃঃ।

৯. **আর-রায়হান** (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল দিল্লী, সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ দাউদ রাগেব।

১০. **ছহীফায়ে হক্কানী** (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল অমৃতসর, সম্পাদক বাবু মুহাম্মাদ ইসহাক।

১১. **আযীয** (উর্দূ) সাপ্তাহিক, প্রকাশস্থল করনল, সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয করনলবী রহমানী।

১২. **কায়ছারে হিন্দ** (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল ফয়যাবাদ, সম্পাদক মুন্সী মুহাম্মাদ ফয়যাবাদী, প্রকাশকাল ১৯১৩ খৃঃ।

১৩. **আল-কালাম** (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল মুম্বাই, সম্পাদক মাওলানা ওবায়দুর রহমান ক্বামার মুবারকপুরী, প্রকাশকাল ১৯৫০ খৃঃ।

১৪. **মুহাম্মাদী** (বাংলা) মাসিক, প্রকাশস্থল কলকাতা, সম্পাদক মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী।[১৪]

১৫. **আল-মুরশিদ** (মালায়ালাম) মাসিক, প্রকাশস্থল কেরালা, সম্পাদক শেখ মুহাম্মাদ আল-কাতেব।

১৬. **মিশকাতুল হুদা** (মালায়ালাম) মাসিক, প্রকাশস্থল কেরালা, সম্পাদক আব্দুস সালাম দ্বীন।

১৭. **মা'আরিফুল কুরআন** (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল কানপুর, সম্পাদক মুহাম্মাদ আসলাম কানপুরী।

১৮. **মিল্লাত** (উর্দূ) দৈনিক, প্রকাশস্থল দিল্লী, সম্পাদক সাইয়িদ জা'ফর।

১৯. **হান্টার** (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল লাহোর, সম্পাদক মোল্লা মুহাম্মাদ বখশ লাহোরী।

২০. **নাযযারাহ** (উর্দূ) মাসিক, প্রকাশস্থল মীরাঠ, সম্পাদক মাওলানা আব্দুল মজীদ হামীদ মীরাঠী।

[লেখক : সাবেক শায়খুল জামে'আহ, জামে'আ সালাফিইয়াহ, বেনারস, ভারত। অনুবাদক : গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ এবং ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]

---

১২. *উক্ত নামে মাওলানা আকরম খাঁ-র কোন পত্রিকা ছিল না। বরং তিনি উর্দূ দৈনিক 'যামানা'-এর সম্পাদক ছিলেন।- অনুবাদক*

১৩. *মাওলানা বর্ধমানী বাংলাদেশে চলে আসার পর এর সম্পাদক হন মাওলানা আইনুল বারী। তিনি পত্রিকাটির নাম পরিবর্তন করে সাপ্তাহিক 'আহলে হাদীস' রাখেন।- অনুবাদক*

১৪. *দু'পাতাবিশিষ্ট এই মাসিক ও পরে সাপ্তাহিক পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন মাওলানা আব্বাস আলী (১৮৫৯-১৯৩২)। তারপর মাওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮)। মাওলানা বর্ধমানী এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তবে এর সম্পাদক ছিলেন না। - অনুবাদক*

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক
সদ্য প্রকাশিত ২টি ডিভিডি

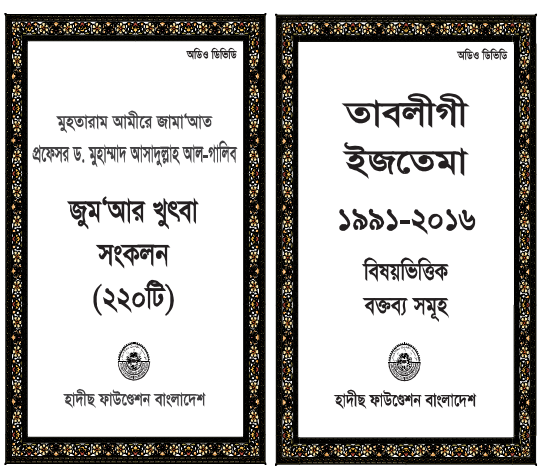

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৯১৫-০১২৩০৭

রামাযানের শিক্ষা ও গুরুত্ব

-মুখতারুল ইসলাম

দুনিয়া জুড়ে রামাযানে তাক্বওয়ার অনুশীলনে, মাসব্যাপী কর্মশালা চলে। মুসলমানদের জীবনে এই রামাযান তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। চান্দ্রমাস তথা ইসলামিক ক্যালেন্ডারের নবম মাস রামাযান। এ মাসে মুসলমানদের জীবনকে পূর্ণভাবে মূল্যায়ন করতে বলা হয়েছে। ছিয়াম ফরয হয় হিজরতের ১৮ মাস পরে, কিবলা পরিবর্তনের ১০ দিন পরে ২য় হিজরীতে, নবুঅতের ১৫তম বছর। রামাযান আরবী শব্দ যা রময ধাতু হ'তে উৎপন্ন। এর অর্থ হচ্ছে ঝলসানোকারী বা প্রজ্জ্বলনকারী। অন্যদিকে ছাওম অর্থ বিরত থাকা বা আত্মসংযম করা। যাবূরে ছিয়ামকে 'ক্বোরবাত' বলা হয়েছে যার অর্থ নৈকট্য লাভ করা বা নিকটবর্তী হওয়া। ইঞ্জীলে একে 'ত্বাব' বলা হয়েছে যার অর্থ পবিত্র হওয়া বা নির্মল হওয়া। তাওরাতে ছিয়ামকে 'হাত্ব' শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যার অর্থ পাপ মোচন করা। তাই তো কবি বলেছেন,

ছাওম রেখে কর অনুভব
ক্ষুধার কেমন তাপ,
দেহ-মনের সাধনায়
পুড়িয়ে নে তোর পাপ।

ছিয়ামের মাধ্যমে বান্দার সমস্ত কালিমা, পশুত্ব ভস্মীভূত হয়ে যায়। ফলে সার্বিকভাবে ছিয়ামের ফলাফল তাক্বওয়ার দিকেই যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ-

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ'ল, যেমন তা ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা মুত্তাক্বী বা আল্লাহ ভীরু হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*।

রামাযানের শিক্ষা :

১. ছবর : ছিয়াম ধৈর্য ও সংযম শেখায়। আত্মনিয়ন্ত্রণ শক্তির উন্নয়ন ঘটায়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ 'তোমরা ছবরের মাসে ছিয়াম রাখ'।[১] আর ছবরের পুরস্কার হ'ল জান্নাত। ছিয়াম আমাদের পরিবেশ দিয়ে সাহায্য করে যাতে করে আমরা অসৎ ইচ্ছা, খারাপ অভ্যাস প্রতিরোধ করতে পারি এবং শয়তানের মোকাবিলায় প্রতিরোধ শক্তি অর্জন করি। এতে নৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الصِّيَامُ جُنَّةٌ 'ছিয়াম ঢাল স্বরূপ'।[২] শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, أنه حجاب وحصن للصائم من المعاصى 'ছিয়াম পাপাচার থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে ছায়েমের জন্য আড়াল ও রক্ষাকবচ'।

২. তাক্বওয়া : তাক্বওয়াহীন জীবন মৃত লাশের মত। তাক্বওয়া মুমিন জীবনের সবচেয়ে বড় সঞ্চালক ও আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের একমাত্র নিয়ামক। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট সর্বোত্তম সম্মানিত ব্যক্তি সেই যে আল্লাহকে অধিক ভয় করে' *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*। তিনি আরো বলেন,

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ-

'তোমরা (আখিরাতের জন্য) সম্বল অর্জন করে নাও, নিশ্চয়ই সর্বাধিক উত্তম সম্বল হ'ল তাক্বওয়া' *(বাক্বারাহ ২/১৯৭)*।

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ-

'আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য' *(আলে-ইমরান ৩/১৩৩)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ أَتْقَاهُمْ '(ছাহাবীগণ বললেন) মানুষের মাঝে সবচেয়ে সম্মানী কে? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আল্লাহকে যে সবচেয়ে বেশী ভয় করে'।[৩] ছিয়ামের প্রতিটি মুহূর্ত ছিয়ামপালনকারীর জন্য হয় তাক্বওয়াময় ও জান্নাতী আলোয় উদ্ভাসিত।

৩. ইনছাফ : ইনছাফ হচ্ছে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা, সুবিচার করা, হক্বদারকে তার প্রাপ্য হক্ব বুঝিয়ে দেয়া ইত্যাদি। ছিয়াম অন্যের সম্পদ বা অধিকার হরণ থেকে বিরত রাখে। বৈধভাবে জিনিষ ক্রয়-বিক্রয় করা চলে কিন্তু অবৈধ, ধোঁকাবাজির প্রশ্নই আসেনা। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى 'যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয় সে আমার দলভুক্ত নয়'।[৪]

ارْحَمُوا أَهْلَ الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ 'তোমরা যমীনবাসীর উপর দয়া কর (আল্লাহ) আকাশবাসী তোমাদের উপর দয়া করবেন'।[৫]

---

১. *সিলসিলাতু আহাদীছিছ ছহীহাহ হা/২৬২৩ ।*
২. *বুখারী হা/১৮৯৪ ।*
৩. *বুখারী হা/৩৩৫৩ ।*
৪. *মুসলিম হা/২৯৫ ।*
৫. *আবুদাউদ হা/৪৯৪১ ।*

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى 'তোমরা ন্যায়বিচার কর, যা আল্লাহভীতির অধিকতর নিকটবর্তী' *(মায়েদা ৫/৮)*।

৪. দান-খয়রাত : আমরা দিতে শিখব, নিতে নয়। এ মাসে বেশী বেশী দান -খয়রাতকে উৎসাহিত করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ 'তোমরা একটি খেজুর দান করে হ'লেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ'।[৬]

রাসূল (ছাঃ) রামাযান মাসে সকলের চেয়ে অধিক ধন-সম্পদ ব্যয় করতেন।

فَلَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ-

'রাসূল (ছাঃ) সকলের চেয়ে অবশ্যই কল্যাণবহ মুক্ত বায়ু অপেক্ষা অধিক দানশীল ছিলেন।[৭]

৫. পাপ মোচন : রামাযান পাপ মোচনের মাস। আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ

'পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, এক জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ এবং এক রামাযান থেকে আরেক রামাযানের মধ্যবর্তী পাপ হয় তা মুছে দেয় যদি কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে'।[৮] তিনি আরো বলেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ-

'আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানে ছিয়াম পালন করবে, তার অতীতের সমস্ত গোনাহ মাফ করা হবে'।[৯]

৬. নিয়মানুবর্তিতা : ছিয়াম কঠিনভাবে নিয়ম ও সময় মেনে চলতে শেখায়। নির্ধারিত সময়ের এক মিনিট আগে ইফতার করা যাবে না, এক মিনিট পরেও করা যাবে না। সাহারী খাওয়ার ক্ষেত্রেও ছায়েম পূর্ণ নিয়ম মেনে চলবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِتَعْجِيلِ فِطْرِنَا، وَتَأْخِيرِ سُحُورِنَا

'আমরা নবীদের দল আদিষ্ট হয়েছি ইফতার দ্রুত করতে এবং সাহারী দেরীতে করতে'।[১০] তিনি আরো বলেন, لاَ يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ 'দ্বীন ততদিন পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে যতদিন মানুষ তাড়াতাড়ি ইফতার করবে। কেননা ইহুদী ও নাছারাগণ দেরীতে ইফতার করে'।[১১]

৭. রিয়ামুক্ত আমল : ছিয়াম রিয়ামুক্ত ইবাদত করার প্রশিক্ষণ দেয়। ছায়েম আল্লাহ্‌র জন্যই খাদ্য-পানীয় ও কুপ্রবৃত্তি বর্জন করে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, الصِّيَامُ لِى، وَأَنَا أَجْزِى بِهِ 'ছিয়াম আমারই জন্য। আমিই এর প্রতিদান দেব'।[১২]

রামাযানের গুরুত্ব :

ছিয়াম ফরয ও ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের একটি। প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম নর-নারীর শারঈ ওযর ব্যতীত ছিয়াম ভঙ্গ করা যাবে না। তাদের উপর রামযানের ছিয়াম পালন করা ফরয। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلاَ مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَإِنْ صَامَهُ-

'কেউ যদি ওযর ছাড়া রামযানের একটি ছিয়াম না রাখে তবে সারাজীবন ছিয়াম রাখলেও এর ক্ষতিপূরণ হবে না'।[১৩] তিনি আরো বলেন,

إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ-

'যখন রামযান মাস শুরু হয় তখন শয়তানগুলোকে শিকলে আবদ্ধ করে দেয়া হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। আর তা খোলা হয় না। জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় আর তা বন্ধ করা হয় না'।[১৪] তিনি অন্যত্র বলেন,

---

৬. বুখারী হা/১৪১৩ ও ১৪১৭।
৭. বুখারী হা/১৯০২।
৮. মুসলিম হা/২৩৩।
৯. বুখারী হা/১৯০১।
১০. ত্বাবারানী হা/১১৪৮৫।
১১. আবুদাউদ হা/২৩৫৫।
১২. বুখারী হা/১৮৯৪।
১৩. বুখারী হা/২৯।
১৪. ইবনু মাজাহ হা/১৭১১।

قُلْت يَا رَسُولَ اللَّه مُرْنِى بِعَمَلٍ. قَالَ عَلَيْك بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لاَ عِدْلَ لَهُ قُلْت يَا رَسُولَ اللهِ مُرْنِى بِعَمَلٍ. قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لاَ عِدْلَ لَهُ.

'আমি (আবু উমামা) বললাম আমাকে একটি আমলের কথা বলুন। তিনি বললেন, তুমি ছিয়াম পালন কর। তিনি পুনরায় একই প্রশ্ন করলে, তিনি বললেন, তুমি ছিয়াম পালন কর। কেননা ছিয়ামের সাথে তুলনীয় কোন আমল নেই এবং এর কোন বিকল্প নেই।[১৫]

১. কুরআনের নাযিলের মাস : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

'রামাযান হ'ল সেই মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। যা মানুষের জন্য সুপথ প্রদর্শক ও সুপথের স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*।

আল্লামা ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ অন্যান্য মাসের মধ্যে ছিয়াম মাসের বিশেষ মর্যাদা তুলে ধরেছেন। কারণ এ মাসকেই তিনি কুরআন নাযিল করার জন্য পসন্দ করেছেন'। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَىْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِى فِيهِ. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِى فِيهِ. قَالَ فَيُشَفَّعَانِ-

'ছিয়াম এবং কুরআন ছায়েমের জন্য শাফা'আত করবে। ছিয়াম বলবে, হে আল্লাহ! আমি অমুক ব্যক্তিকে দিনের বেলা পানাহার ও কামনা-বাসনা থেকে ফিরিয়ে রেখেছি, তার পক্ষে আপনি আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন সুপারিশ করবে এই বলে যে, 'হে আল্লাহ! আমি এ ব্যক্তিকে রাত্রের নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছি আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। তিনি বলেন, উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে'।[১৬] অতএব ছিয়ামের মাসে বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে তিনি তাঁর বান্দাকে অফুরন্ত ছওয়াব দিবেন।

২. জাহান্নাম থেকে মুক্তি : রামাযান জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির মাস। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلاَهُ الْجَنَّةَ-

'আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, জিবরীল (আঃ) বললেন সেই ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে ব্যক্তির সামনে আপনার নাম উচ্চারিত হ'ল, কিন্তু আপনার উপর দরূদ পড়ল না। যে ব্যক্তি রামাযান মাস পেল তারপরও নিজের কৃত গোনাহখাতা মাফ করিয়ে নিতে পারল না। যে ব্যক্তি তার মাতা-পিতা কাউকে জীবিত পেল। অতপর তাদের সেবা করে জান্নাতে যেতে পারল না'।[১৭] রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন,

وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِى كُلِّ لَيْلَةٍ-

'রামাযানের প্রতিটি দিন-রাতে আল্লাহ অসংখ্য মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন'।[১৮] তাদের প্রত্যেকের দো'য়া আল্লাহ কবুল করেন।

৩. লাইলাতুল ক্বদর : রামাযান মাসের গুরুত্ব সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীছটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।-

قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ فِيهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ-

রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমাদের নিকট এক বরকতময় মাস সমাগত। আল্লাহ তা'আলা এ মাসে তোমাদের উপর ছিয়ামকে ফরয করে দিয়েছেন। তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। আর শয়তানগুলোকে শিকলে আবদ্ধ করে দেয়া হয়। সে মাসে একটি রাত আছে, যা এক হাযার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে ব্যক্তি তার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হ'ল সে অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হ'ল'।[১৯] তিনি আরো বলেন,

---

১৫. *নাসাঈ হা/২২২৩* ।
১৬. *তিরমিযী হা/৩৮৯০* ।
১৭. *ইবনে মাজাহ হা/১৭১১* ।
১৮. *আহমাদ হা/৭৩৪৭* ।
১৯. *বুখারী হা/১৯০১* ।

Contents

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

'যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদরে ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রাত জেগে ইবাদত করে, তার পিছনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করা হবে'।[২০]

রামাযানের প্রস্তুতি :

১. ছিয়ামের বিধি-বিধান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা :

আল্লাহ বলেন, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 'তোমরা যদি না জান, তা'হলে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর' *(নাহল ১৬/৪৩)*।

মূলতঃ যারা ধর্মীয় জ্ঞানে গভীরতা অর্জন করে, তারাই প্রকৃত ভাগ্যবান, তারাই শ্রেষ্ঠ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ 'আল্লাহ যার কল্যাণ সাধন করতে চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।[২১]

২. বিশেষ বিশেষ কাজের অভ্যাস গড়ে তোলা :

ক. শা'বানের ছিয়াম : শা'বানের ছিয়ামের অত্যান্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ কারণেই রাসূল (ছাঃ) শা'বানের ছিয়াম রাখতেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِى شَعْبَانَ-

'আমি [মা আয়েশা (রাঃ)] রাসূল (ছাঃ)-কে রামাযান ব্যতীত শা'বানের ন্যায় এত অধিক ছিয়াম পালন করতে দেখিনি'।[২২] ফলে রামাযানের ছিয়াম আসার আগেই দেহ-মন ছিয়ামে অভ্যস্ত হয়ে যেত।

খ. রাত্রি জেগে ছালাত পড়া : রামাযানে ক্বিয়ামুল লায়ল আদায় করতে হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه- 'যে ব্যক্তি রামাযানে ঈমানের সাথে নেকীর আশায় রাত জাগরণ করে ইবাদত করে তার পূর্বের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করা হয়'।[২৩] রামাযানের এ মহাসুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য রামাযানের পূর্ব থেকেই রাতজেগে ছালাত পড়ার কিছু কিছু অভ্যাস গড়তে পারলে রহমাতের মৌসুমে তা সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করবে।

ঘ. বদ অভ্যাসসমূহ পরিত্যাগ করা এবং সদাভ্যাস ধারণ করা :

রাসূল (ছাঃ) বলেন,

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ-

'প্রত্যেক ভাল কথা বা কাজই ছাদাক্বা। এমনকি তোমার ভাইয়ের সঙ্গে হাস্যবদনে সাক্ষাৎও একটি ছাদাক্বা।[২৪]

২০. *বুখারী হা/১০।*
২১. *বুখারী হা/১৯৬৯।*
২২. *বুখারী হা/৩৭।*
২৩. *তিরমিযী হা/২০৯৮।*
২৪. *বুখারী হা/১৯০৩।*

মানুষ অভ্যাসের দাস নয়; বরং অভ্যাসই মানুষের দাস। এ কথা ছিয়াম সাধনার দ্বারা প্রমাণিত হয়। তবে সে জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হয় আগেভাগেই। বিশেষকরে রামাযানকে একটি প্রথাগত অনুষ্ঠান মনে করা, সারা দিন রান্না করে কাটানো, সারা দিন ঘুমিয়ে কাটানো, ইচ্ছাকৃতভাবে সাহারী বাদ দেওয়া, ইফতার বেশী খেতে গিয়ে মাগরিবের ছালাতের জামা'আত ধরতে না পারা, ছিয়াম রাখা অথচ ছালাত ছেড়ে দেয়া, পরীক্ষা কিংবা কর্মব্যস্ততার জন্য ছিয়াম না রাখা, স্বাস্থ্য কমানোর উদ্দেশ্যে ছিয়াম রাখা, ঈদের প্রস্তুতি নিতে গিয়ে রামাযানের শেষাংশ অবহেলায় পালন করা ও লোক দেখানো ইফতার পার্টির আয়োজন করা ইত্যাদি। এসব জাহিলিয়াতকে পরিহার করে ছিয়াম সড়কে আমাদের যাত্রা শুরু হোক সকল বদাভ্যাস মুক্ত হয়ে সদাভ্যাসের শুভ্র পোশাকে অলংকৃত হয়ে।

৩. মুহাসাবাতুন নাফস বা আত্ম-সমালোচনা :

জবাবদিহিতাশূন্য, বলগাহীন, যথেচ্ছাজীবনযাপন করা মুমিনের পরিচয় নয়। আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়িয়ে জবাবদিহিতা করার পূর্বেই মুমিন নিজের কাঠগড়ায় দাঁড়ায়। নিজের কাছে নিজেই জবাবদিহি করে। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আর প্রত্যেকের উচিত চিন্তা করে দেখা সে আগামীকালের জন্য কি প্রেরণ করেছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত' *(হাশর ৫৯/১৮)*। এ জন্য রামাযান আসার আগেই প্রত্যেক মুমিনের উচিত আত্মসমালোচনা করা।

৪. ছওয়াব অর্জনের অফুরন্ত সুযোগ :

রামাযান মাসে মুমিনের ইবাদতের ছওয়াব বৃদ্ধি করা হয় বহুগুণে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ إِلاَّ الصَّوْمَ

'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের ছওয়াব দশগুণ হ'তে সাতশত গুণ প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন কিন্তু ছাওম ব্যতীত।[২৫] তাই এ মাসে বেশী বেশী করে নেক আমলই হৌক আমাদের কাম্য।

৫. খাদ্যাভাস স্বাভাবিক : স্বাভাবিকভাবেই রামাযানে খাবার অভ্যাস পরিবর্তন করতে হয়। মাগরিবের পর ভারসাম্যপূর্ণ খাবার খান। কোন ভাবেই অতিরিক্ত খাওয়া ঠিক হবে না। সন্ধ্যায় চা, কফি ইত্যাদি খাবার পরিহার করুন। তরল ও পানি বেশী খান। ফল খাওয়া যেতে পারে। ভাজা পোড়া ও

২৫. *বুখারী হা/১৯০৪।*

Contents

মসলা জাতীয় খাবার কম গ্রহণ করুন। বেশী বেশী মিসওয়াক করুন।

আসুন রামাযানের ক্বদর করি :

মাহে রামাযানের এত বেশী গুরুত্ব মূলতঃ পবিত্র কুরআনের কারণে। এ মাস কুরআন নাযিলের মাস। তাই এ মাসে কুরআন অধ্যয়ন করতে হবে, কুরআন নাযিলের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন করে সে অনুযায়ী আত্মগঠন করতে হবে। মনকে ইবাদতের মাঝে নিবিষ্ট করার জন্য অর্থ বুঝে ছালাতে কুরআন পড়তে হবে। রামাযানে কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব সমধিক। বস্তুতঃ মানব ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কুরআন নাযিলের ঘটনা। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহের আলোকেই মানব জীবনকে সাজাতে হবে, ব্যক্তি পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সূর্যবিহীন সৌরজগৎ যেমন নিস্প্রভ ও তিমিরাচ্ছন্ন, তেমনি কুরআন-সুন্নাহবিহীন মানব সমাজ নিরর্থক ও অকল্পনীয়। মাহে রামাযান থেকে এ শিক্ষা নেয়া যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِى أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

‘ছিয়াম রেখে যে মিথ্যা পরিত্যাগ করতে পারল না তার পানাহার ত্যাগ করায় আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই’।[২৬] কিছু সংখ্যক লোক ক্ষুৎ-পিপাসায় কষ্টভোগ ছাড়া আর কিছুই লাভ করে না। আবার কিছুসংখ্যক রাতজাগা লোকের রাত্রি জাগরণ ছাড়া আর কিছুই লাভ করে না। তাক্বওয়া এমন একটি মহৎ গুণ যার মাধ্যমে রিযিক্বের ফায়ছালা হয় এবং বরকতের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَات مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

‘যদি লোকালয়ের লোকেরা ঈমান আনে ও তাক্বওয়া অবলম্বন করে, তবে আমি তাদের জন্য আকাশ ও যমীনের বরকতসমূহের দরজা খুলে দেব’ *(আ'রাফ ৭/ ৯৬)*।

The Cultural History of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে,

The fasting of Islam in Ramadan has a wonderful teaching for establishing social unity, brotherhood and equity. It has also an excellant teaching for building a good moral character.

‘ইসলামে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় রামাযান মাসের ছিয়ামে রয়েছে এক অভাবনীয় শিক্ষা। রয়েছে উত্তম নৈতিক চরিত্র গঠনের এক চমৎকার শিক্ষা’।

তাই আমাদের সামর্থ্যের মধ্যে সকল প্রচেষ্টা দিয়ে রামাযানের ইবাদতে ব্রতী হওয়া যরূরী। ঈমানী চেতনাকে শাণিত করতে রামাযান মহাসুযোগও বটে। আসুন! আমাদের ঈমানকে উজ্জীবিত ও তাজা করি আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন-আমীন!

[লেখক : কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

---

২৬. *বুখারী হা/১৮০৪।*

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেছে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর মুখপত্র **‘তাওহীদের ডাক’**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

-সহকারী সম্পাদক

মাদকের করাল গ্রাসে যুবসমাজ

-আব্দুল্লাহ

ভূমিকা :

মাদকের নেশায় যুবসমাজ আজ ধ্বংসের অতলতলে নিমজ্জিত। যত দিন যাচ্ছে তত যেন এর পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারো এ ব্যাপারে কোন যেন চিন্তা নেই। যুবসমাজ কোন পথে এগিয়ে যাচ্ছে, এটা দেখার যেন কেউ নেই। মাদক যেন সর্বত্র মহামারী আকার ধারণ করেছে। মাদকের করালগ্রাসে নিমজ্জিত বিশেষ করে যুবসমাজ। অথচ তাদের শক্তিমত্তা পৃথিবীর ইতিহাসে ঐতিহাসিক ঘটনা। পৃথিবীর সকল ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পিছনে তাদেরই অবদান সর্বাধিক।

মাদকের পরিচয় :

মাদককে আরবীতে خمر বলা হয়। এর শাব্দিক অর্থ ঢেলে ফেলা, আচ্ছন্ন করা, মিশে যাওয়া ইত্যাদি। মদ সেবনের ফলে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি তমাশাচ্ছন্ন হয়ে যায় বলে তাকে خمر বলে।[১] পারিভাষিক অর্থ সর্ম্পকে ওমর (রাঃ) বলেন, الْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ 'যা জ্ঞান-বুদ্ধিকে ঢেকে ফেলে'।[২] মা'মার ইবনু সুলায়মান (রহঃ) বলেন, مَا خَمَرَ العَقْلَ وَهُوَ الْمُسْكِرُ مِنَ الشَّرَابِ 'যে সকল বস্তু মাদকতা সৃষ্টি করে এবং বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে অথবা বোধশক্তির ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে তাকে خمر বা মাদক বলে।[৩] শায়খ উছায়মীন (১৩৪৭-১৪২১ হিঃ) বলেন, كل ما غطى العقل فهو خمر 'যে সমস্ত বস্তু জ্ঞানকে ঢেকে ফেলে তাকে মাদক বলে'।[৪] পার্থিব ও পরকালীন মদের পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সঊদী আরবের গ্রান্ড মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (১৩৩০-১৪২০ হিঃ) বলেন,

خمر الآخرة طيب ليس فيه إسكار ولا مضرة ولا أذى، أما خمر الدنيا ففيه المضرة والإسكار والأذى ، أي : إن خمر الآخرة ليس فيه غول ولا يترف صاحبه وليس فيه ما يغتال العقول ولا ما يضر الأبدان ، أما خمر الدنيا فيضر العقول والأبدان جميعا، فكل الأضرار التي في خمر الدنيا منتفية عن خمر الآخرة.

'আখেরাতের মদ হ'ল- পবিত্র, তাতে কোন মাতলামী নেই, অপকার নেই, কোন কষ্ট নেই। আর দুনিয়াবী মদে অনিষ্ট, মাতলামী ও কষ্ট রয়েছে'। অর্থাৎ পরকালের মদে কোন নেশা নেই, বিলাসিতাপূর্ণ, যা বিবেককে আচ্ছন্ন করে না এবং শরীরের কোন ক্ষতি করে না। আর দুনিয়ার মদে বিবেক ও শরীরের ক্ষতি করে। দুনিয়ার মদে ক্ষতি মারাত্মক পরকালীন মদে তা নেই'।[৫]

ইসলামের দৃষ্টিতে মাদক :

ইসলামে মাদক হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 'হে বিশ্বাসীগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, বেদী ও শুভাশুভ নির্ণয়ের তীর সমূহ নাপাক ও শয়তানী কাজ। অতএব তোমরা এসব থেকে বিরত থাকো যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও' *(মায়েদাহ ৫/৯০)*। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ 'প্রত্যেক নেশা উদ্রেককারী জিনিসই মদ। আর প্রত্যেক মদই হারাম'।[৬]

ইসলাম শুধু যে মদ্যপান হারাম করেছে তা নয়; বরং মদ্য উৎপাদন, পরিবহন, ক্রয়-বিক্রয়, পরিবেশন ও উপঢৌকন তথা মদকে কেন্দ্র করে যা কিছু করার হয় তার সবকিছুকেই হারাম ঘোষণা করেছে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَائِيِّ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَجُلاً أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا. قَالَ لاَ. فَسَارَّ إِنْسَانًا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَ سَارَرْتَهُ. فَقَالَ أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا. فَقَالَ إِنَّ الَّذِى حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا. قَالَ فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا.

১. ইবনু মানযূর, লিসানুল আরব (বৈরূত : দারু ছাদর, ৩য় সংস্করণ ১৪১৪ হিঃ) ৪/২৫৪-৫৫ পৃ.।
২. ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ), মাজমূ' ফাতাওয়া (দারুল ওয়াফা, ৩য় সংস্করণ ১৪২৬ হিঃ/২০০৫ খ্রিঃ) ৯/৬৬ পৃ.।
৩. লিসানুল আরব ৪/২৫৫ পৃ.।
৪. মুহাম্মাদ ইবনু ছালেহ আল-উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল (দারুল ওয়াত্বান, ১৪১৩ হিঃ) ৯/৫৯০ পৃ.।
৫. আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৩/৬২ পৃ.।
৬. ছহীহ মুসলিম হা/২০০৩; নাসাঈ হা/৫৫৮৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৩৯০।

‘আব্দুর রহমান ইবনু ওয়ালাতা আস-সাবাঈ মিছরী (রহঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট আঙ্গুরের রস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এক মশক মদ উপহার স্বরূপ নিয়ে আসে। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি কি জান না যে, আল্লাহ তা‘আলা সেটাকে হারাম করে দিয়েছেন? সে বলল, না। অতঃপর সে এক ব্যক্তির সাথে কানাকানি করল। রাসূল (ছাঃ) সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি গোপনে তাকে কি বললে? সে বলল আমি তাকে এটা বিক্রি করার পরামর্শ দিয়েছি। এরপর তিনি বললেন, যিনি এটা পান করা হারাম করেছেন, তিনি এটা বিক্রয় করাও হারাম করেছেন। রাবী বলেন এরপর সে মশকের মুখ খুলে দিল এবং তার মধ্যে যা কিছু ছিল সব পড়ে গেল।[৭] অন্যত্র তিনি বলেন, لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ‘আল্লাহ তা‘আলা অভিসম্পাত করেছেন মদের ওপর, মদ্যপায়ীর ওপর, মদ্য পরিবেশনকারীর ওপর, তার ক্রয়-বিক্রয়কারীর ওপর, তার উৎপাদনকারী ও যে উৎপাদন করায় তাদের ওপর, তার বহনকারী ও যার নিকট বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় তার ওপর’।[৮] উল্লেখ্য, যে বস্তু অধিক পরিমাণ গ্রহণে নেশার উদ্রেক হয় তার সামান্য গ্রহণ করাও হারাম। চাই তাতে নেশার উদ্রেক হোক বা না বা হোক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ‘যে জিনিস অধিক পরিমাণ পান করলে নেশা সৃষ্টি করে তার অল্প পরিমাণও হারাম’।[৯] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ ‘প্রত্যেক নেশা উদ্রেককারী জিনিসই হারাম। আর যে জিনিস এক পাত্র পান করলে নেশা সৃষ্টি করে তার এক অঞ্জলি পরিমাণও হারাম’।[১০] মাদক গ্রহণের পরিমাণ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

ثَلاَثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِى يُقِرُّ فِى أَهْلِهِ الْخَبَثَ

‘তিন শ্রেণীর উপর আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন। যথা মদপানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি, দায়ূছ, যে তার পরিবারে বেপর্দার সুযোগ দেয়’।[১১]

৭. ছহীহ মুসলিম হা/১৫৭৯; নাসাঈ হা/৪৬৬৪; আহমাদ হা/২১৯০।
৮. আবু দাউদ হা/৩৬৭৪; হাকিম হা/২২৩৫; মিশকাত হা/২৭৭৭, হাদীছ ছহীহ।
৯. আবু দাউদ হা/৩৬৮১; তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৬৪৫, হাদীছ ছহীহ।
১০. আবু দাউদ হা/৩৬৮৭; তিরমিযী হা/১৮৬৬, হাদীছ ছহীহ।
১১. আহমাদ হা/৫৩৭২; মিশকাত হা/৩৬৫৫; তারগীব হা/২৩৬৬, হাদীছ হাসান ।

মাদকতা ও যুবসমাজ :

বর্তমান বিশ্বে পারমাণবিক মারণাস্ত্রের চেয়েও ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে মাদকতা। যা প্রতিনিয়ত ধ্বংস করে দিচ্ছে আমাদের যুবসমাজকে। অকালে ঝরে যাচ্ছে অসংখ্য তাজা প্রাণ। দাম্পত্য জীবনের কলহের জের ধরে ভেঙ্গে যাচ্ছে অসংখ্য সুখের সংসার। নেশার করালগ্রাসে ধুঁকে ধুঁকে মরছে লক্ষ-কোটি তাযা প্রাণ। ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র। রাজধানী থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত সর্বনাশা এই মাদক দাবানলের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ছে। আধুনিক বিশ্বায়নের যুগে বিজ্ঞানের উন্নতি ও অগ্রগতির সাথে সাথে মাদকদ্রব্যের বিভিন্ন রকমফের পরিলক্ষিত হচ্ছে। গাঁজা, আফিম, হেরোইন, মারিজুয়ানা, প্যাথেড্রিন, কোকেন, পপি, ক্যানাবিস, ইয়াবা, টাইগার, স্পীড, রয়াল ড্রিংক, শার্ক বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদি। বিশ্বের প্রায় ৫০ কোটি মানুষ মাদকের শিকার।[১২]

দেশের উঠতি বয়সের তরুণ-তরুণীদের একটি বড় অংশ ইয়াবা আসক্ত হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে ধনী পরিবারের অতি আদরের সন্তানরাই সর্বাধিক বেশী মাদকাসক্ত। ফলে তারুণ্যের বাঁধভাঙ্গা জোয়ার নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। ক্রমান্বয়ে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত।

মাদকতার ক্ষতিকর দিক সমূহ :

মাদকের কুফলের পরিধি ব্যাপক। শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে মাদকের কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। মাদকাসক্ত ব্যক্তির মধ্যে তন্দ্রাচ্ছন্নতা, মেজাজ পরিবর্তন, মানসিক ভারসাম্যহীনতা, মূত্র হ্রাস, যৌন উত্তেজনা, স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের পরিবর্তনসহ বহুবিধ অবাঞ্ছিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে স্বাভাবিক প্রজনন ক্ষমতায় বাধাসহ, হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি সাধিত হয়। মাদকের প্রভাবে মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত হয়। ফলে তার মধ্যে পাগলামী, অমনোযোগিতা, দায়িত্বহীনতা, অলসতা, উদ্যমহীনতা, স্মরণশক্তি হ্রাস, অস্থিরতা, খিটখিটে মেজায, নিকটাত্মীয় ও আপনজনদের প্রতি অনাগ্রহ এবং স্নেহ-ভালবাসা কমে যাওয়া ইত্যাদি আচরণ পরিদৃষ্ট হয়। অনেক মাদক আছে, যা সেবন করলে শরীরের ফিল্টার সদৃশ কিডনী বিনষ্ট হয়। মস্তিষ্কের লাখ লাখ সেল ধ্বংস হয়ে যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, মাদক ও ভেজাল খাদ্যের কারণেই মরণব্যাধি লিভার ও ব্লাড ক্যান্সার মানবদেহে ছড়িয়ে পড়ে। ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারী মধ্যে এইচআইভির মত মারাত্মক ব্যাধি সংক্রমিত হতে পারে। এক পর্যায়ে মাদকাসক্ত ব্যক্তি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। গবেষণায় দেখা গেছে, মাদকদ্রব্য গ্রহণ ও অসামাজিক কাজে লিপ্ত হওয়ার মধ্যে

১২. সৈয়দ শওকাতুয্যামান, বাংলাদেশে সামাজিক সমস্যা : স্বরূপ ও সমাধান (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ খৃঃ), পৃ. ২৬৬।

Contents

একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এছাড়া মাদকাসক্ত ব্যক্তি নেশার টাকা সংগ্রহ করতে নানারকম অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ফিওদর উগলভ যথার্থই বলেছেন, 'মানবজাতির জন্য মদ্যপান যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ রোগের প্রতিক্রিয়ার চেয়েও ভয়াবহ'। তাইতো পত্রিকা খুলতেই আমাদের চোখে পড়ে 'নেশার টাকা না দেয়ায় ছেলের হাতে পিতা খুন', কিংবা 'পুত্র পিটিয়ে হত্যা করল মাকে'। এমনিভাবে মাদকাসক্ত সন্তানের নির্মমতার শিকার হয়ে অনেক মা-বাবা তাদের অতি আদরের সন্তানকে পুলিশের হাতে তুলে দিতেও দ্বিধা করছেন না। সম্প্রতি বহুল আলোচিত পুলিশ দম্পতির লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটিয়েছে তাদেরই কিশোরী কন্যা সন্তান ঐশী। তদন্তে জানা গেছে যে, সে ছিল মাদকাসক্ত এবং প্রায়ই পুরুষ বন্ধুদের নিয়ে ক্লাবে গিয়ে দীর্ঘ রাত পর্যন্ত সময় অতিবাহিত করত। এইতো কিছুদিন আগের কথা, এক মাদকাসক্ত ছেলে তার মা-বাবাকে প্রকাশ্য দিবালোকে কুপিয়ে হত্যা করেছে। এভাবে প্রতিনিয়ত কত যে মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে তার সঠিক কোন পরিসংখ্যান নেই। প্রেমে ব্যর্থতা, বেকারত্ব, সঙ্গদোষ, হঠাৎ প্রচুর টাকা হাতে আসা, পরকীয়া, নতুনত্বের প্রতি আগ্রহ, পারিবারিক জীবনে ব্যর্থতা ইত্যাদি কারণে মনের অজান্তেই মাদকদ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে আমাদের যুবসমাজ। যেখান থেকে বের হয়ে আসা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

সরকারি মাদক অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের মোট মাদকাসক্তের ৯০ শতাংশই কিশোর, যুবক ও ছাত্র-ছাত্রী। আসক্তদের ৫০ শতাংশের বয়স ২৬ থেকে ৩৭ বছরের মধ্যে। মাদকাসক্তের গড় বয়স কমতে কমতে এখন ১৩ বছরে এসে ঠেকেছে। শিশু-কিশোররাও এ থেকে পিছিয়ে নেই। শহরের বস্তি, রেল স্টেশন, ট্রাক-বাস স্টেশনসহ বিভিন্ন অলি-গলিতে তার গোপনে, কখনও বা প্রকাশ্যে মাদক সেবন করছে। এরাই একদিন বড় হয়ে কালা জাহাঙ্গীর, পিচ্চি হান্নান, মুরগী মিলনের মত শীর্ষ সন্ত্রাসী বনে যায়। দিন-মজুর, বাস-ট্রাক ও রিকশাচালকরাও আজ মদ্যপানে আসক্ত। বর্তমানে মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতার পরিমাণ আরো অনেক গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি বছর বিশ্বের প্রায় ১০,০০০ লোকের মৃত্যু হয় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণের ফলে। মাদকদ্রব্য পাচারকারী ও আসক্তদের হাতে গত কয়েক বছর আগে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী সিনেটর লুইস কার্লোস গ্যালেন। তার আগে নিহত হন আর এক বিচারপতি।[১৩]

এছাড়া মাদক দ্রব্য বিষয়ক একজন অমুসলিম গবেষক 'মার্ক এস গোল্ড' মদের বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ক্ষতিকর কিছু কারণ উল্লেখ করেছেন। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছেন।

শারীরিক ক্ষতি : মদ বা মাদক দ্রব্যেও প্রতি সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি বা হ্রাস পাওয়া, মুখ ও নাক লাল হওয়া, পড়ে গিয়ে আঘাত পাওয়া ও মুখমণ্ডল সহ শরীরে কালশির পড়া, মুখমণ্ডল ফুলে উঠা কিংবা মারাত্মক কিছু হওয়া, হঠাৎ চোখে কম দেখা, নাসিকার ঝিল্লি ফুলে উঠা, ব্রংকাইটিস এবং হৃদযন্ত্রের চলাচল পরিবর্তন হওয়া, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া সহ বুক ও হৃদযন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যা, লিভার প্রসারিত হওয়া, মাঝে মাঝে বিভিন্ন সংক্রমক রোগে আক্রান্ত হওয়া, হজম জনিত সমস্যায় হওয়া, দীর্ঘ সময় ধরে ঠাণ্ডা লাগা, মাঝে মধ্যে জ্বরে ও অপুষ্টিতে আক্রান্ত হওয়া, হঠাৎ শিউরে উঠা ইত্যাদি।

মানসিক ক্ষতি : হঠাৎ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা, মাথা ঘোরা, দ্বিধাগ্রস্থতা ও বোধশক্তি দুর্বল হয়ে পড়া, অসংলগ্ন কথা বলা, স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়া, উদ্বিগ্ন বা হতাশাগ্রস্ত হওয়া, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাওয়া, অনিদ্রা, নপুংসকতা, মিষ্টির প্রতি অত্যধিক আকর্ষণ বা একেবারে অনিহা, ক্ষুধাহীনতা ইত্যাদি।

সামাজিক ক্ষতি : মাদকদ্রব্যের উপর তুলনামূলক অধিক নির্ভরতা, পারিবারিক সমস্যা, প্রায়ই চাকুরী পরিবর্তন, কর্মক্ষেত্রে দেরীতে উপস্থিত, চাকুরী সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্যা, গাড়ী দুর্ঘটনা, আচরণ বিষয়ক ও আইনগত সমস্যা, আত্মঘাতী আচরণ, ভয়ংকর আচরণ, সন্দেহ প্রবণতা, অস্বাভাবিকভাবে নিষ্ক্রিয় আচরণ, স্নায়ু বৈকল্য ইত্যাদি।[১৪]

মাদকাসক্তির কারণ :

মাদকাসক্তি বর্তমানে একটা সামাজিক ব্যাধি। এর কারণ বহুবিধ। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো উল্লেখ করা হ'ল- (ক) ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হওয়া (খ) আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়া। (গ) অসৎ সঙ্গীদের আশ্রয় ও প্রভাব।[১৫] (ঘ) পিতা-মাতার সাহচর্য ও আদরের অভাব (ঙ) বেকারত্ব (চ) ব্যর্থতা (ছ) মাদক পাচারের ট্রানজিট রুট (জ) মাদক দ্রব্যের সহজলভ্যতা (ঝ) আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নিষ্ক্রিয়তা (ঞ) সাংস্কৃতিক বিপর্যয় (ট) রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা (ঠ) শিক্ষা ব্যবস্থা ও সেশনজট।[১৬]

মাদককে প্রতিরোধ করার উপায় :

১. দেশের সরকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শ্রমজীবী ও পেশাজীবীর সমন্বয়ে টাস্কফোর্স গঠন করে দেশে স্থিতিশীল পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকার সম্প্রদায়কে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তকরণের ব্যবস্থা করে তাদের হতাশা ও নৈরাশ্য দূর করা।

---

১৩. আব্দুদ দাইন মুহাম্মাদ ইউনুস, সমাজগঠনে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি (ঢাকা : মুক্তমন প্রকাশন, ১৯৯৮ খৃঃ), পৃ. ১৯।

১৪. ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মাদক ও তামাক, পৃ. ৬২-৬৪।

১৫. মসজিদ সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ (যশোর : বাংলাদেশ মসজিদ মিশন, নভেম্বর ২০০৬), পৃ. ৪০-৪১; মাসিক আত-তাহরীক, ১০ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৭, পৃ. ২৮।

১৬. মাসিক আত-তাহরীক, ১০ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৭, পৃ. ২৮-২৯।

২. প্রতি স্তরে ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতঃ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সকল প্রকার দলীয় রাজনীতি বন্ধকরণের মাধ্যমে ছাত্রদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার ব্যবস্থাকরণ। শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী সহ ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে প্রতিহিংসা মূলক স্বার্থান্ধ রাজনীতি ও অস্ত্রের বদলে কলম ও বইকে তথা শিক্ষাকে বেশী প্রধান্য দেয় সে পরিবেশ সৃষ্টি করা।

৩. মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে যুবক ও কিশোরদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য শিক্ষার সর্বস্তরে তথা স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যক্রমে মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে প্রবন্ধ-নিবন্ধ সংযুক্ত করা। যাতে তরুণ-তরুণী ও যুব সমাজের মধ্যে মাদক সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হয়।

৪. মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা হচ্ছে সবচেয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ। এজন্য বিভিন্ন প্রচার ও যোগাযোগ মাধ্যম যেমন- রেডিও, টিভি, সিনেমা, সংবাদ পত্র, সাপ্তাহিক ও মাসিক ম্যাগাজিন, লিফলেট, বুকলেট, আলোচনা সভা, ওয়ার্কশপ, সেমিনার প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে।

৫. 'ইসলামে মদ হারাম' এই চরম সত্য ও কল্যাণকর উক্তি বাস্তবায়িত করার জন্য সকল শ্রেণীর মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত করার ব্যবস্থা করা। এ ক্ষেত্রে মসজিদের ইমাম ও আলেম সমাজ জুম'আর খুৎবা, দুই ঈদের খুৎবা ও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বক্তব্যের মাধ্যমে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন।

৬. বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য চোরাচালান ও ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িতদের কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এজন্য সংশ্লিষ্ট আইনের যথাযথ প্রয়োগের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে প্রণীত আইনের যথাযথ প্রয়োগ ছাড়া এ প্রবণতা হ্রাস করা সম্ভব নয়।

৭. সকল প্রকার মাদকদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় ও উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা।

৮. মাদক চোরাচালানের সকল রুট বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৯. লাইসেন্সবিহীন ঔষধের দোকান বন্ধ এবং চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া নেশা উৎপাদকারী ঔষধ বিক্রির উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারী করা।

১০. আমাদের দেশে বসবাসকারী এবং অনুপ্রবেশকারী মাদকাসক্তদের প্রতি কড়া নযর রাখা, যাতে তারা এদেশের কাউকে মাদকাসক্ত করতে না পারে। সাথে সাথে মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের দেয়া উপদেশাবলী দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার জন্য প্রচার মাধ্যমকে কাজে লাগানো।

১১. সারা দেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টর ও সিপাই মিলে ৮৫০ জন লোকবল থাকা সত্ত্বেও অবৈধ মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। সিআইডি (Criminal Investigation Department) পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী পুরো দেশে দুই লাখ ট্রাক ড্রাইভার মাদক সেবনে অভ্যস্ত। তারা বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে নিত্য দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে। প্রতি ১০-টি দুর্ঘটনার মধ্যে ৬টি হচ্ছে উচ্চ মাত্রায় মাদক সেবনের ফল। এভাবে মাদকাসক্ত ড্রাইভাররা অসংখ্য নিরীহ মানুষকে হত্যা করছে নিয়মিত। অতএব ড্রাইভারদের ড্রাইভিং লাইসেন্সে এ শর্তারোপ করা যে, কোন ড্রাইভার যদি মাদকদ্রব্য সেবন করে আর সেটা শনাক্ত হয় তাহ'লে তার ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল সহ মাদকদ্রব্য আইন অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করবে।[১৭]

মাদকদ্রব্য অপব্যবহারের বিরুদ্ধে দেশে আইন রয়েছে। আইন প্রয়োগে সরকারের যথেষ্ট আন্তরিকতাও আছে। মাদক অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক দিবস হিসাবে ২৬ শে জুন পালন করা হচ্ছে। দেশব্যাপী র‍্যালি, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু আমরা মনে করি এগুলোই যথেষ্ট নয়। মাদকের ব্যাপকতা প্রতিরোধে সরকার ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের পাশাপাশি প্রয়োজন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উদ্যোগ, ইলেক্ট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ এবং মানবিক মূল্যবোধ সহ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন।

মহানবী (ছাঃ) প্রদত্ত মাদক বিরোধী শিক্ষার ফলে তৎকালীন সমাজে মাদক সেবন শূন্যের কোটায় নেমে আসে। তাঁর শিক্ষা পেয়ে ছাহাবীগণও হয়েছিলেন মাদক সেবনের কঠোরবিরোধী। ফলে মাদক উৎপাদন, বিপণন, পরিবহন, সেবন সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হয়ে যায়। শুধু আরব দেশে নয়, বহির্বিশ্বেও মহানবী (ছাঃ)-এর শিক্ষা সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। ইংল্যান্ড ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ নিজে মদ পান পরিত্যাগ করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বর্তমান মাদক উৎপাদনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। আজ থেকে দেড় হাযার বছর আগে মহানবী (ছাঃ) মাদক বিরোধী যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব দুনিয়ার সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে।[১৮] মূলত মাদকতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা হ'ল, মানুষের মাঝে ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত করা এবং মাদক সেবনের পরকালীন শাস্তি সম্পর্কে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

উপসংহার :

মাদক একটি ভয়ংকর নেশা। এর খোরাকে পরিণত হয়েছে আমাদের দেশের তরুণ ও যুব সমাজ। অথচ এর ভবিষ্যৎ অত্যন্ত ভয়াবহ। মূলতঃ ইসলামী শিক্ষাই মাদকের সর্বনাশা অভিশাপ থেকে আমাদের সমাজকে ও আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করতে পারে। অতএব আল্লাহ আমাদের সবাইকে মাদক উৎখাতে অবদান রাখার তাওফীক্ব দিন-আমীন!

লেখক : ছাত্র, ছানাবিয়াহ ১ম বর্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১৭. মাসিক আত-তাহরীক, ১০ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, মে ২০০৭, পৃ. ২৫-২৬।
১৮. স্বাস্থ্য শিক্ষা ও ইসলাম, পৃ. ২০১-২০২।

পহেলা বৈশাখ উদযাপন : মুসলমানদের সংস্কৃতি নয়

-লিলবর আল-বারাদী

ভূমিকা : মহান আল্লাহ মানুষকে দুনিয়াবী স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন। সাথে সাথে জীবন পরিচালনার জন্য চিরন্তন সংবিধান কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দিয়েছেন। যাতে করে মানুষ বিপথগামী না হয়। এই সংবিধান মতে যারা জীবন পরিচালনা করে তারা মুমিন। আর যারা নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে চলে তারা মুমিন হ'তে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيْراً وَّضَلُّواْ عَنْ سَوَاء السَّبِيْلِ، 'তোমরা সেসব জাতির খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না, যারা আগেভাগেই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা অনেক লোককে পথহারা করে দিয়েছে আর তারা নিজেরাও সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে' *(মায়েদাহ ৫/৭৭)*। এমর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا 'অক্ষম সেই ব্যক্তি যে নিজের মনকে তার প্রবৃত্তি বা খেয়ালখুশির কথামতো চলতে দেয়'।[১]

এমর্মে সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেছেন, يَا نَفْسُ تُوْبِيْ فَإِنَّ الْمَوْتَ قَدْ جَانَا * وَاعْصِ الْهَوَى فَالْهَوَى مَا زَالَ فَتَّانَا 'হে মন! তুমি তওবা কর, কেননা মরণ তো অতি নিকটে। আর খেয়াল-খুশির বাধ্য হবে না, কেননা খেয়াল-খুশি তো সব সময় ফিৎনা সৃষ্টিকারী'।[২] বর্তমানে মানব জাতি নিজের অবস্থানের কথা ভুলে গিয়েছে। নিজের প্রবৃত্তি অনুসরণে দিবস ও সাংস্কৃতির নামে বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। আর এরই অন্যতম পহেলা বৈশাখ বা বাংলা বর্ষ বরণ। এ নিবন্ধে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তুলে ধরা হ'ল।-

বাংলা নববর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :

মোঘল সম্রাটদের শাসনকার্য হিজরী সন অনুযায়ী পরিচালিত হ'ত। এতে খাজনা আদায়ে অসুবিধা দেখা দিত। কারণ চান্দ্রবর্ষ প্রতি বছর ১০/১১ দিন এগিয়ে যায়। ফলে ফসল ওঠা ও খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে সম্রাট আকবর সৌরবর্ষের হিসাবে বাংলা সনের প্রবর্তন করেন।[৩]

সম্রাট আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মোতাবেক হিজরী ৯৬৩ সালের মুহাররম মাসে। তখনও বঙ্গে শকাব্দ চালু ছিল। যার শুরুর মাস ছিল চৈত্র। শকাব্দ হ'ল মধ্য এশিয়ার প্রাচীন রাজা 'শক' কর্তৃক প্রবর্তিত সাল।

আকবরের সিংহাসনারোহণের মাস মুহাররমের সাথে শকাব্দের বৈশাখ মাস পড়ে যাওয়ায় তিনি ফসলী সন শুরু করেন বৈশাখ মাস দিয়ে। সেই থেকে চৈত্রের পরিবর্তে বৈশাখ দিয়ে শুরু হয় বাংলা নববর্ষ।

পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর ১৯৬৬ সালে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহকে প্রধান করে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ঐ কমিটি ১৯৬৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী বাংলা সনের সংস্কার সাধন করেন। যেখানে বছরের প্রথম পাঁচ মাস বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র গণনা হবে ৩১ দিনে। পরের সাত মাস আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র গণনা হবে ৩০ দিনে। অতঃপর ইংরেজী লিপ ইয়ারে বাংলা ফাল্গুনের সাথে ১ যোগ হয়ে ৩১ দিনে হবে।

এই সংস্কারের ফলে এখন প্রতি ইংরেজী বছরের ১৪ই এপ্রিল পহেলা বৈশাখ হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের নেতারা এ সংস্কার গ্রহণ করেননি। ফলে তাদের ১লা বৈশাখ হয় আমাদের একদিন পরে।

পহেলা বৈশাখ : পহেলা বৈশাখ বাংলা পঞ্জিকার প্রথম মাস বৈশাখের ১ তারিখ, বাংলা সনের প্রথম দিন তথা বাংলা নববর্ষ। দিনটি বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে নববর্ষ হিসাবে বিশেষ উৎসবের সাথে পালিত হয়। এদেশে বর্তমানে পঞ্জিকা বা ক্যালেন্ডারে মোট ৩টি সন গণনা পদ্ধতি চালু আছে। হিজরী বা আরবী সন, বাংলা বা ফসলী সন ও ইংরেজি বা গ্রেগোরিয়ান সন। এই পহেলা বৈশাখকে ঘিরে নানা অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা হয়। তন্মধ্যে হিন্দুয়ানী গুণে গুণান্বিত সম্রাট আকবর উদ্ভাবিত মিকশ্চার ধর্ম 'দ্বীন-ই-ইলাহী'র মত সব ধর্মের অংশগ্রহণে একটি উৎসব পালন করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে 'পহেলা বৈশাখ' মূলতঃ হিন্দুদের তথা অমুসলিমদের উৎসব। কেননা এতে রয়েছে- ১. হিন্দুদের ঘটপূজা ২. গণেশ পূজা ৩. সিদ্ধেশ্বরী পূজা ৪. ঘোড়ামেলা ৫. চৈত্রসংক্রান্তি পূজা-অর্চনা ৬. চড়ক বা নীল পূজা ৭. গম্ভীরা পূজা ৮. কুমীরের পূজা ৯. অগ্নিপূজা ১০. ত্রিপুরাদের বৈশুখ ১১. মারমাদের সাংগ্রাই ও পানি উৎসব ১২. চাকমাদের বিজু উৎসব (ত্রিপুরা, মারমা ও চাকমাদের পূজা উৎসবগুলোর সম্মিলিত নাম বৈসাবি) ১৩. হিন্দু ও বৌদ্ধদের উল্কিপূজা ১৪. মজূসী তথা অগ্নিপূজকদের নওরোজ ১৫. হিন্দুদের বউমেলা ১৬. হিন্দুদের মঙ্গলযাত্রা ১৭. হিন্দুদের সূর্যপূজা ইত্যাদি উৎসব।

---

১. *হাকেম, আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/৪২৬০।*
২. *খেয়াল-খুশির অনুসরণ, শায়খ মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, মাসিক আত-তাহরীক, ১৮ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৪ পৃঃ।*
৩. *বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৪ই এপ্রিল ২০১৪, পৃ. ৭।*

Contents

১. বৈশাখী প্রভাতের উদিত সূর্য পূজা : বাংলাভাষীরা অবশ্যম্ভাবীভাবেই নববর্ষের অনুষ্ঠানের জন্য রবীন্দ্রনাথের 'এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ' গানটিকে বেছে নিয়েছে। জাতীয় সংগীত বাদে আর কোন বাংলা গান এতবার এত কণ্ঠে গাওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না। আসলে গানটি বৈশাখী অনুষ্ঠানের এক ধরনের এনথেম-এ পরিণত হয়েছে। চারুশিল্পীরা রমনার বটমূলে ছায়ানটের উদ্যোগে এই গানের মাধ্যমে প্রভাতের উদীয়মান সূর্য পূজার দ্বারা দিনের শুরু হয়। এই দিনে অনৈসলামিক বিভিন্ন উৎসবে মুসলিম ও অমুসলিম পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময় করে থাকে।

২. নতুন পোশাকে আকর্ষণীয় সাজসজ্জা : অনেকে পহেলা বৈশাখকে ঈদের মত মর্যাদা দিয়ে জাতীয়ভাবে নতুন পোশাক পরিধান করে। যাতে প্রিন্ট করা থাকে তবলা, বেহালা, হারমনিয়াম, একতারা ও বাউল-সন্ন্যাসীদের মত নানা ছবি। আর ধারণা করা হয় যে, এটা বাঙালীদের সবচেয়ে বড় জাতীয় উৎসব! হিন্দুদের বারো মাসে ১৩ পূজার আদলে কোন মুসলিমের জন্য 'পহেলা বৈশাখ'কে আরেকটি বাৎসরিক উৎসবের দিন ধার্য করা জায়েয নয়। ইদানীং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে অতি তোড়জোড় দেখে মনে হয় তারা এটাকে দেশের মানুষের প্রধান উৎসব হিসাবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং অনেকক্ষেত্রে প্রকাশ্যে ঘোষণাও করছে।

৩. শরীরে উল্কি অংকন ও জীবজন্তুর প্রতিকৃতি তৈরি : উল্কি (Tattoo) হচ্ছে এক ধরনের শিল্প, যেখানে অমোচনীয় কালি শরীরের ত্বকের রং পরিবর্তন করার জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ত্বকের ওপরাংশে ব্যবহার করা হয়। উল্কি মানুষের শরীর সাজানোর একটি অংশ এবং প্রাণীদের ক্ষেত্রে উল্কিকরণ করা হয় মূলত নির্ধারণ ও ব্র্যান্ডিং-এর জন্য। বিশ্বজুড়েই উল্কি প্রচলন দেখা যায়। জাপানের আদি জাতিগোষ্ঠী আইনু ঐতিহ্যবাহীভাবে তাঁদের মুখে উল্কি ব্যবহার করে। পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র করে অনেক যুবক-যুবতী তদের গালে বা শরীরের বিভিন্ন অংশে উল্কি অঙ্কন করে। উল্কি অঙ্কনের ক্ষেত্রে বিপরীত লিঙ্গের হাত ব্যবহার করা হয়। যা প্রকাশ্য অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতেও উল্কি অঙ্কন ত্বকের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এছাড়াও বিভিন্ন জীবজন্তু ও প্রাণীর প্রতিকৃতি তৈরী করা হয়। এগুলোকে বৈশাখী প্রেমিকরা নিজেদের মুখোশ তৈরী করে বানর, হনুমান, বাঘ, ভাল্লুক ইত্যাদি সাজে এবং এগুলো নিয়েই আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। যদিও ইসলামে উল্কি অংকন ও জীবজন্তুর প্রতিকৃতি কিংবা জীবন্ত বস্তুর ছবি তৈরি করাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৪. মঙ্গল শোভাযাত্রা : প্রতি বছর বাংলা নববর্ষকে বরণ করে নিতে ঢাকার রমনা পার্কে ছায়ানট আয়োজিত প্রাদোষিক সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং একে ঘিরে আয়োজিত অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মেলা মানুষকে নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করতে থাকে। নাগরিক আবহে সার্বজনীন পহেলা বৈশাখ উদযাপনে নতুন মাত্রা যোগ হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইন্সটিটিউটের উদ্যোগে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রবর্তন হয়।[৪] সেই বছরই ঢাকাবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় এই আনন্দ শোভাযাত্রা। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইন্সটিটিউটের শিক্ষক শিক্ষার্থীগণ পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে এই আনন্দ শোভাযাত্রা প্রতি বছর বের করে। শোভাযাত্রার অন্যতম আকর্ষণ বিশালকার চারুকর্ম পুতুল, হাতি, কুমীর ও ঘোড়াসহ বিচিত্র মুখোশ ও সাজসজ্জাসহ বাদ্যযন্ত্র ও নৃত্য।[৫] পহেলা বৈশাখ উদযাপন উপলক্ষে আনন্দ শোভাযাত্রা শুরু থেকেই জনপ্রিয়তা পায়। ১৯৮৬ সালে চারুপীঠ নামের একটি প্রতিষ্ঠান যশোরে প্রথমবারের মতো নববর্ষ উপলক্ষে আনন্দ শোভাযাত্রার আয়োজন করে। যশোরের সেই শোভাযাত্রায় ছিল পাপেট, বাঘের প্রতিকৃতি, পুরানো বাদ্যসহ আরো অনেক শিল্পকর্ম। শুরুর বছরেই যশোরে শোভাযাত্রা আলোড়ন সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে যশোরের সেই শোভাযাত্রার আদলেই ঢাকার চারুকলা থেকে শুরু হয় বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা।[৬] 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'র নামে আশরাফুল মাখলূকাত হয়েও জাহিলী যুগের মানুষের ন্যায় বর্তমান যুগে তথাকথিত শিক্ষিত মহল বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ারের মুখোশ পরে, অশ্লীল নৃত্য ও ঢাক-ঢোল পিটিয়ে মঙ্গল শোভাযাত্রা করে থাকে এবং একে লক্ষ্য করে মঙ্গল লাভের আশা করে। অথচ এটা স্পষ্ট শিরক।

৫. মিলন মেলা : অনেক মেয়ে পহেলা বৈশাখের নামে অর্ধ নগ্ন হয়ে বের হয়। গরমের দিনে তথাকথিত পহেলা বৈশাখের সাদা শাড়ি ঘামে ভিজে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত নোংরাভাবে দৃশ্যমান হয়। তাছাড়া নারী-পুরুষ ঢলাঢলির মাধ্যমে ব্যভিচারের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র তৈরি হয় পহেলা বৈশাখের সংস্কৃতিতে। যুবতী মেয়েদের হাতে পান্তা ইলিশ খেয়ে মনের নোংরা চাহিদা মেটায় অনেকে। বৈশাখী মেলা ও বিভিন্ন পর্যটন স্পটগুলোতে তরুণ-তরুণীরা জোড়ায় জোড়ায় মিলিত হয়ে নীরবে-নিভৃতে প্রেমিক-প্রেমিকার খোশগল্প, অসামাজিকতা, অনৈতিকতা, অশ্লীলতা, বেহায়পনা ও নগ্নতায় জড়িয়ে পড়ে। এ হ'ল বৈশাখের বাস্তব চিত্র। এছাড়া পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে আয়োজন করা হয় আনন্দ পার্টি বা মিলন মেলা। মিলন মেলায় নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ পরিলক্ষিত হয়। এসব পার্টিতে আয়োজকরা নিজেদের ব্যবসার জন্য ভাড়া করে আনে কলগার্ল। আর এদের মধ্যে কিছু হাই সোসাইটির গার্লও থাকে। পানীয় হিসাবে থাকে দেশী-বিদেশী মদ। পার্টিতে কিছু স্পেশাল টিকেট থাকে, যার মূল্য ২০ থেকে ৫০ হাযার টাকা। এই টিকেট কিনলে বিশেষ কিছু সুবিধা ভোগ করতে দেয়া হয়। তন্মধ্যে একটি হ'ল পার্টি শেষে শহরের হাই সোসাইটির গার্লদের সাথে রাত্রি যাপন করা। এরা কোন এক ভদ্র ফ্যামিলির সন্তান। কোন সভ্য শিক্ষিত মা-বাবার কলিজার টুকরো। শুধু মাত্র নেশাগ্রস্ত হওয়ার কারণে নিজের নেশার

৪. *রমনার বটমূলে জাতীয় উৎসবে, নওয়াজেশ আহমদ, দৈনিক প্রথম আলো ১৪ই এপ্রিল ২০০৮।*
৫. *পহেলা বৈশাখ উদযাপিত, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ এপ্রিল ১৯৮৯। পৃ. ৭।*
৬. *মাহবুব জামাল শামীম, একান্ত সাক্ষাৎকার, ৩১ মার্চ ২০০৯।*

চাহিদা মেটাতে এক রাতের জন্য নিজেকে বিক্রি করে। ঐসব পার্টিতে নাচতে নাচতে তাল হারিয়ে ফেলে তরুণ-তরুণীরা। শুরু হয় যত প্রকারের নোংরামি। এই পার্টিগুলোর কমন দৃশ্য হচ্ছে একটা গ্রুপে ১০-১৫টা ছেলে থাকে, মাঝখানে ২-৩টা মেয়ে থাকে। তারপর দল বেঁধে নাচে। অভিজাত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেদের অনেকেই গার্ল-ফ্রেন্ড নিয়ে আনন্দ-ফুর্তি করতে পার্টিতে আসে। আবার অনেকে আসে একাকী। একাকী যারা আসে, তাদের জন্যই পার্টিতে থাকে চিয়ার্স গার্লরা। উচ্চবিত্ত পুরুষরাই থাকে চিয়ার্স গার্লদের মূল টার্গেট। আয়োজকরাই ইশারায় চিয়ার্স গার্লদের চিনিয়ে দেয় তাদেরকে। ব্যাস, তাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে বেড পর্যন্ত যাবার জন্য শুরু হয় দর কষাকষি। অভিযোগ আছে, বেশিরভাগ চিয়ার্স গার্লই ইয়াবা আসক্ত। ফিগার ঠিক রাখা ও রাত জাগার জন্য তারা নিয়মিতই ইয়াবা সেবন করে। এদের অনেকেই আবার মাদক সিন্ডিকেটের ডিলার বা এজেন্ট হিসাবে কাজ করে। ইয়াবা আসক্তদের মধ্যে জন্ম নেয় হিংস্রতা। যাতে নেশা করতে করতে এতটাই আসক্ত হয়ে যায় যে, ঐশীরসহ নিজের পিতামাতাকে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করে না।

এই উৎসবে সমাজে দায়-দায়িত্বহীন অবৈধ যৌনতার প্রসার ঘটে এবং বিবাহ নামক পবিত্র দায়িত্বপূর্ণ সামাজিক বন্ধনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত বৈধ সম্পর্কের প্রতি মানুষ আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। আধুনিক প্রগতির নামে যুবক-যুবতীরা নতুনত্ব খোঁজে। ফলে মানব সমাজ ও সভ্যতা ধীরে ধীরে দায়-দায়িত্বহীন অসভ্য-বর্বর পাশবিক সমাজের দিক দ্রুত ধাবিত হয়। মনুষত্ব হারিয়ে পশুত্ব বরণ করে নেয়। ফলে পারিবারিক ও সামাজিক পবিত্র বন্ধন শিথিল হয়ে যায় এবং নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বাঁধাহীন অশ্লীলতার মারাত্মক সয়লাবে কলুষিত সমাজে ধর্ষণ, পরকীয়া, অবৈধ গর্ভধারণ, অবৈধ গর্ভপাত, আত্মহত্যা, মানসিক বিকৃতি, সংসার ভাঙ্গন ও অবৈধ সন্তানের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটে।

৬. পান্তা-ইলিশ ভোজে একদিনের বাঙ্গালী : পহেলা বৈশাখে পান্তা-ইলিশ খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। আর পান্তা-ইলিশ ভোজন করে এক দিনের বাঙ্গালী হওয়া কোন কালেই বাঙ্গালী সংস্কৃতি ছিল না। অথচ রমনার বটমূল থেকে শুরু করে বাংলার আনাচে-কানাচে পান্তা-ইলিশের হিড়িক পড়ে যায়। ফলে অপচয় হয় লক্ষ লক্ষ টাকা। বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় মাটির সাণকিতে পান্তা বিক্রয় করা হয় ১০০-৫০০ টাকায় এবং ইলিশ ৫০০-১২০০০ টাকায়। আর হুজুগে বাঙ্গালীরা তা উৎফুল্লচিত্তে ক্রয় করতে প্রতিযোগিতা শুরু করে। শুধু অপচয় আর অপচয়! বাংলাদেশের এই মৌসুমটা ইলিশের প্রজননের সময়। সরকারীভাবে নিষেধ থাকলেও পহেলা বৈশাখের চাহিদা মেটাতে ও অধিক মুনাফার আশায় জেলেদের মাছ ধরা কিন্তু থেমে থাকে না। বৈশাখের সকালে তথাকথিত সংস্কৃতি প্রিয় বাঙ্গালীরা খুব আরাম করে পান্তা আর ডিম ওয়ালা ইলিশ ও জাটকা খাচ্ছে। এতে ব্যহত হচ্ছে ইলিশ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা, ধ্বংস হচ্ছে দেশের অর্থনীতি। অন্যদিকে বিরাট অংশ অপচয় হচ্ছে।

ইসলামী দৃষ্টিতে পহেলা বৈশাখ :

পহেলা বৈশাখ মুসলমানদের সাংস্কৃতি নয়। এটা হচ্ছে মজূসীদের নওরোজ পালনের অনুষ্ঠান। সেই সাথে এটা হিন্দুদের ঘটপূজা, বৌদ্ধদের উল্কি অঙ্কন দিবস। তারা নওরোজ বা নববর্ষ পালন উপলক্ষে পান্তা খায়, গান-বাজনা করে, র‍্যালী করে, জীব-জানোয়ারের মুখোশ পরে মিছিল করে, শরীরের নানা অঙ্গ-প্রতঙ্গে উল্কি আঁকে, ডুগডুগি বাজিয়ে নেচে নেচে হৈহুল্লোড় করে, পুরুষরা ধুতি ও কোণাকাটা পাঞ্জাবী (যা হিন্দুদের জাতীয় পোশাক) পরে, মেয়েরা লাল পেড়ে সাদা শাড়িসহ হাতে রাখি বাঁধে, শাঁখা পরে, কপালে লাল টিপ ও চন্দন এবং সিথিতে সিঁদুর দেয়, বেপর্দা, বেহায়া হয়। যা ইসলামী শরী‘আতে সম্পূর্ণরূপে হারাম। বিজাতীয় অশ্লীল, নোংরা সংস্কৃতি পহেলা বৈশাখ ইসলাম বিরোধী।

ইসলামী শরী‘আতে যেকোন দিবস ও বর্ষ পালন করা বিদ‘আত। ইসলামে কোন নির্দিষ্ট দিবস পালনের বিধান নেই। আর এই অনৈসলামিক সংস্কৃতি পালন করে মানুষ নিজেকে জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে। মুসলমান আধুনিক প্রগতির নামে বিজাতীয় মতবাদকে মেনে নিতে পারে না। কেননা এটা জান্নামে যাবার অসীলা হ’তে পারে। সুতরাং তাদের কোন মতামত ও সাদৃশ্য মুসলমানদের সমাজে থাকতে পারে না। এমর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি যে জাতির (কওম) সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি (ক্বিয়ামতের দিন) তাদের দলভুক্ত হবে’।[৭] আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘প্রতিটি জাতির জন্য আমি অনুষ্ঠান (সময় ও স্থান) নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, যা তাদেরকে পালন করতে হয়’ *(হজ্জ ২২/৬৭)*। মূলতঃ দুই ঈদ ব্যতীত মুসলিমদের অন্য কোন ধর্মীয় উৎসব নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘মুসলিমদের দু’টি আনন্দের দিন ১. ঈদুল ফিতর ও ২. ঈদুল আযহা’।[৮]

আমরা যদি দ্বীন ইসলামকে বাদ দিয়ে অন্য ধর্মের সাংস্কৃতিকে বুকে ধারণ করি, তবে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হব। এসম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ‘যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম (বিধান) তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা তার পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত দের অন্তর্ভুক্ত হবে’ *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*। আর রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের দিকে মানুষকে আহ্বান করে, সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের দলভুক্ত। যদিও সে ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে এবং ধারণা করে যে সে একজন মুসলিম’।[৯]

---

৭. *আবুদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭ ‘পোষাক’ অধ্যায়; বঙ্গানুবাদ হা/৪১৫৩; ছহীহুল জামে‘ হা/২৮৩১।*
৮. *বুখারী হা/৫৫৭১।*
৯. *আহমাদ হা/১৭২০৯; তিরমিযী হা/২৮৬৩; মিশকাত হা/৩৬৯৪।*

Contents

সুতরাং বৈশাখ উদযাপন বা ‘বর্ষবরণ’-এর অনৈসলামী প্রথা থেকে মুসলিমকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন মদীনাবাসীদের দু’টি উৎসব পালন করতে দেখে তিনি তাদের বলেন, তোমাদের এ দু’টি দিন কেমন? তারা বলল, জাহেলী যুগে আমরা এ দু’দিন উৎসব পালন করতাম (অর্থাৎ সৌরবর্ষের প্রথম দিন এবং ‘মেহেরজান’ অর্থ বছরে যেদিন রাত্রি-দিন সমান হয়। তিনি বললেন, ‘আল্লাহ এ দু’দিনের পরিবর্তে দু’টি উত্তম উৎসব দান করেছেন। আর তা হ’ল ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা’।[১০]

মুবারকপুরী বলেন, ‘উক্ত হাদীছ দ্বারা নবী করীম (ছাঃ) উক্ত দুই দিন ব্যতীত অন্য দিনে যাবতীয় উৎসব রহিত করেছেন এবং তার মুকাবিলায় উক্ত দু’টি দিনকে নির্ধারণ করেছেন। মাযহার বলেন, ‘নওরোয’ (নববর্ষ) ও মেহেরজান সহ কাফিরদের অন্যান্য উৎসবকে সম্মান প্রদর্শন করা যে নিষিদ্ধ উক্ত হাদীছে তার দলীল রয়েছে’। ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, ‘মুশরিকদের উৎসব সমূহে খুশী করা কিংবা তাদের মত উৎসব করা উক্ত হাদীছ দ্বারা অপসন্দনীয় প্রমাণিত হয়েছে’। শায়খ আবু হাফছ আল-কাবীর নাসাফী হানাফী বলেন, ‘এসব দিনের সম্মানার্থে মুশরিকদের যে ব্যক্তি একটি ডিমও উপঢৌকন দিল, সে আল্লাহ্র সাথে কুফরী করল’। কাযী আবুল মাহাসেন হাসান বিন মানছূর হানাফী বলেন, ‘এ দিনের সম্মানার্থে কেউ যদি ঐসব মেলা থেকে কোন বস্তু ক্রয় করে কিংবা কাউকে কোন উপঢৌকন দেয়, সে কুফরী করল। এমনকি সম্মানার্থে নয় বরং সাধারণভাবেও যদি এই মেলা থেকে কিছু ক্রয় করে কিংবা কাউকে এই দিন কিছু উপঢৌকন দেয়, তবে সেটিও মাকরূহ’।[১১]

সাংস্কৃতির নামেই হোক আর ধর্মের নামেই হোক ঈদুল ফিতর ও আযহার উৎসব ছাড়া সব ধরনের উৎসবই পরিত্যাজ্য। বাংলা নববর্ষকে কেন্দ্র করে মানুষ অজান্তেই বহু পাপে নিমজ্জিত হচ্ছে। অপসংস্কৃতির বিষাক্ত ছোবলের বিষক্রিয়ায় তারা আজ জর্জরিত। মঙ্গল শোভাযাত্রার নামে জন্তু-জানোয়ারের মুখোশ পরে, অশ্লীল নৃত্য ও ঢাক ঢোল পিটিয়ে এক শ্রেণীর লোক যাত্রা করে থাকে এবং এর মাঝে জীবনের মঙ্গল কামনা করে। অথচ এটা সকল শুভ-অশুভ, কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক আল্লাহ তা‘আলা। মহান আল্লাহ বলেন, ‘শুনে রাখ! তাদের অশুভ আলামতের চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহ্রই হাতে রয়েছে। অথচ এরা জানে না’ *(আ‘রাফ ৭/১৩১)*। এমর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘অশুভ আলামত বা দুর্ভাগ্যের ধারণা যে ব্যক্তিকে তার স্বীয় প্রয়োজন, দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে দূরে রাখল, সে মূলতঃ শিরক করল’।[১২]

পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রাণীর আকৃতি ধারণ এবং যুবক-যুবতীরা শরীরে উল্কি অংকন করে থাকে। যা ইসলামে নিষিদ্ধ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে নারী দেহে কিছু অঙ্কন করে এবং অন্যের দ্বারা করিয়ে নেয় উভয়ের প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ’।[১৩] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি ভোগ করবে (জীবন্ত বস্তুর) ছবি নির্মাতারা।[১৪] তিনি আরো বলেছেন, ‘যে কেউ ছবি তৈরী করল, আল্লাহ তাকে (ক্বিয়ামতের দিন) ততক্ষণ শাস্তি দিতে থাকবেন, যতক্ষণ না সে এতে প্রাণ সঞ্চার করে। আর সে কখনই তা করতে সমর্থ হবে না’।[১৫]

ইসলামে বাদ্য-বাজনা হারাম। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘এক শ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অজ্ঞভাবে অনর্থক কথা (বাদ্য-বাজনা) করে এবং তাকে আনন্দ-ফূর্তি হিসাবে গ্রহণ করে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি’ *(লুক্বমান ৩১/৬)*। এমর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আমার উম্মতের কিছু লোক এমন হবে যারা যেনা, রেশমী পোশাক (পুরুষের জন্য), মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে’।[১৬]

আল্লাহ যেনা-ব্যভিচার হারাম করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ‘তোমরা যিনা-ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, কেননা তা অত্যন্ত নির্লজ্জ কাজ এবং খুবই নিকৃষ্ট পথ’ *(ইসরা ১৭/৩২)*। কোনভাবেই এই অশ্লীলতার নিকটে গমন করা যাবে না, এসম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ‘লজ্জাহীনতার যত পন্থা আছে, তার নিকটবর্তী হবে না, তা প্রকাশ্যেই হোক অথবা অপ্রকাশ্যে হোক’ *(আন‘আম ৬/১৫১)*।

আর পান্তা-ইলিশ খাওয়ার নামে যে অপচয় করা হয় তা শয়তানী কর্ম বৈ কিছুই নয়। মহান আল্লাহ তা‘আলা ‘তোমরা খাও ও পান কর। কিন্তু অপচয় কর না, তিনি অপচয়কারীদের পসন্দ করেন না’ *(আ‘রাফ ৭/৩১)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ‘যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই...’ *(বানী ইসরাঈল ১৭/২৭)*। এধরনের সংস্কৃতির নামে বিলাসিতায় লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় না করে যদি অসহায় গরীব-দুঃখীদের সাহায্যার্থে খরচ করা হ’ত তাহ’লে কতইনা ভাল হ’ত!

শেষ কথা : অমুসলিমদের উৎসবের সাথে মুসলমানদের কোনরূপ সম্পর্ক রাখা কিংবা সহযোগিতা করা জায়েয নয়। বৈশাখ সংক্রান্ত যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি মূলতঃ হিন্দুয়ানী প্রথা থেকে এসেছে। সুতরাং এ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। তাই আসুন, বিজাতীয় অপসংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে নিজে ও সন্তানদের দূরে রাখার চেষ্টা করি। মহান আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন-আমীন!

লেখক : অর্থ সম্পাদক, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, রাজশাহী মহানগরী।

১০. *আবুদাঊদ হা/১১৩৪, মিশকাত হা/১৪৩৯, ‘ছালাতুল ঈদায়েন’ অধ্যায়।*
১১. *মির‘আত শরহ মিশকাত, ‘ছালাতুল ঈদায়েন’ অধ্যায় ৫/৪৪-৪৫ পৃঃ।*
১২. *মুসনাদে আহমাদ ২/২২০।*
১৩. *বুখারী হা/৫৯৩৩; মুসলিম হা/৫৬৮৭।*
১৪. *মুসলিম হা/৫৬৫৯।*
১৫. *বুখারী হা/২২২৫; মুসলিম হা/২১১০।*
১৬. *বুখারী ২/৮৩৭ পৃঃ।*

আন্দোলন অথবা ধ্বংস

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আন্দোলন ব্যতীত বেঁচে থাকার আশা প্রাণ ব্যতীত প্রাণীর কল্পনা করার ন্যায়। প্রাণহীন অসাড় দেহের যেমন কোন মূল্য নেই, আন্দোলন বিহীন কিংবা আন্দোলন বিমুখ ব্যক্তি বা জাতির তেমনি কোন মূল্য নেই। আন্দোলন উন্নয়নমুখী হৌক আর অধোমুখী হৌক, আন্দোলন আপনাকে করে যেতেই হবে। যখনি আপনি নিজেকে একজন জীবন্ত মানুষ ভাবছেন, তখনি আপনাকে নিজেকে একজন আন্দোলনকারী হিসাবে ভাবতে হবে। ঠিক একটি স্রোতস্বিনী নদীর মত। তাকে নদী হিসাবে গণ্য করতে গেলেই সেখানে জোয়ার ও ভাটার অথবা নিম্নমুখী স্রোতের কল্পনা করতেই হবে। নইলে তাকে নদী না বলে পুকুর বা হ্রদ বলতে হবে। যেখানে শেওলা বা ময়লা জমতে বাধ্য।

স্রষ্টার ঐকান্তিক অনুগ্রহে এ দুনিয়াতে আমরা গরু-ছাগল না হয়ে মানুষের ঘরে জন্মেছি। তিনি মেহেরবানী করে দুনিয়ার সকল বস্তুকে আমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। সূর্যের কিরণমালা, চন্দ্রের জ্যোতিবিভাস, ঋতুচক্রের আবর্তন- বিবর্তন, বাতাসের হিল্লোল, নদীর কল্লোল, পানির জীবনীশক্তি, ভূমির উর্বরাশক্তি সকলে মিলে একটা মানব শিশুকে লালন করছে।

বিরাট দেহধারী ঐ বন্যহস্তী, জঙ্গলের ঐ হিংস্র সিংহ, অতলান্তিক সমুদ্রের ঐ বিশাল পানিরাশি, মহাশূন্যের ঐ গ্রহরাজি, বিপুল শক্তিধর ঐ পারমাণবিক বিদ্যুৎ সবকিছুই আজ মানুষের তাবেদার। মানুষ সৃষ্টির সেরা।

কিন্তু মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব কি জন্য? দৈহিক সৌন্দর্যের কারণে? তাহ'লে জানালা খুলে মুগ্ধ নয়নে আপনি চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকেন কেন? সুন্দর সুরেলা কণ্ঠের জন্য? তাহ'লে কোকিলের কুহুতানে আপনার মনটা উদাস হয়ে যায় কেন? সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের কারণে? তাহ'লে একবার তাকিয়ে দেখুন ঐ এক ঝাঁক মৌমাছির দিকে। আপনার শৈল্পিক গুণের জন্য? তাহ'লে একবার গভীরভাবে মনোনিবেশ করুন ঐ মৌচাকটির দিকে অথবা তালগাছে ঝুলে থাকা বাবুই পাখির ঐ ছোট্ট বাসাটির দিকে। ভাবছেন প্রেম ভালোবাসা ও ভক্তি শ্রদ্ধার কারণে? তাহ'লে একটু তাকান আপনার সামনে দিয়ে উড়ে যাওয়া ঐ কপোত-কপোতীর দিকে অথবা ঘরের ঐ পোষা কুকুরটির দিকে। তাহ'লে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব কোন কারণে? সেটি অন্য কিছুই নয়, কেবলমাত্র জ্ঞান-বিবেক ও ভালমন্দ বিচারবুদ্ধির কারণে। আল্লাহ মানুষের জ্ঞানের হিসাব নেবেন। অবোধ শিশু বা নির্বোধ পাগলের কোন হিসাব নেই।

ভাবছেন পশু-পক্ষীরও তো যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে। নইলে তারা অত সুন্দর বাসা বাঁধে কেমন করে? কথা ঠিক, কিন্তু ঐ সুন্দর শিল্পগুণের অধিকারী বাবুই পাখি, চড়ুই পাখি কিংবা মাছরাঙার বাসা তৈরী করতে পারে না। এজন্যেই পারে না যে, তার স্বাধীন বিচারবুদ্ধি নেই। পক্ষান্তরে মানুষ তার স্রষ্টা প্রদত্ত স্বাধীন বিচারবুদ্ধির প্রয়োগে আকাশের ঐ বিদ্যুৎকে বেঁধে রেখে নিজের ঘরে স্বাধীনভাবে পাখা ঘুরাচ্ছে, কারখানার মেশিন চালাচ্ছে, এক্সরে মেশিনে নিজের দেহের মধ্যের সবকিছুর ফটো তুলে নিচ্ছে। আবার পারমাণবিক বোমা বানিয়ে দুনিয়া ধ্বংস করে দেবার কথা ভাবছে। মানুষের এই জ্ঞানী প্রতিভা ও স্বাধীন বিচারবুদ্ধি যখন সুস্থ পথে পরিচালিত হয়, তখন সে হয় খাঁটি মানুষ। আর যখনি সে শয়তানী উত্তেজনায় প্ররোচিত হয়ে সুষ্ঠু বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে, তখনি তার দ্বারা সবকিছু সম্ভব হয়। পশুর চাইতেও সে নীচে নেমে যায়। বলাবাহুল্য মানুষকে সুষ্ঠুপথে পরিচালিত করার জন্যই আল্লাহ মেহেরবানী করে যুগে যুগে নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে সমাজের বুকে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করে তাঁরা সর্বাত্মক আন্দোলন চালিয়ে গেছেন। পক্ষান্তরে শয়তানের তাবেদারগণ এই আন্দোলনকে চাপা দেওয়ার জন্য তাদের যাবতীয় শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। লোভনীয় স্লোগান, মোহনীয় ঐশ্বর্য-বিলাস সবকিছুকেই তারা এজন্য ব্যবহার করেছে। অবশেষে মিথ্যা অপবাদ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। যেমন হযরত নূহ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে তাঁর কওমের একদল লোক অপবাদ দিয়ে বলেছিল 'নূহ আসলে আমাদের উপরে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়' *(মুমিনূন ২৩/২৪)*। এমনিভাবে আমাদের নবীকেও ঐ একই অপবাদ দেওয়া হয়েছিল। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে যে, (কাফের) নেতারা নিজ কওমকে বলেছিল, وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ- مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ তোমরা তোমাদের দেবতাগুলির ব্যাপারে অনড় থাকো। নিশ্চয়ই নবীর এই দাওয়াতের মধ্যে কোন দূরভিসন্ধি আছে। নইলে আমরা আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের নিকট তো এমন কথা কখনো শুনিনি। অতএব এগুলি মনগড়া উক্তি ছাড়া কিছুই নয় *(ছোয়াদ ৩৮/৬-৭)*। তাই বর্তমান যুগেও দ্বীনের কোন খালেছ আন্দোলনকারীকে যদি কেউ এমন অপবাদ দেয়, তবে সেটাকে বরং আশীর্বাদ মনে করা উচিত।

দুনিয়ায় চিরদিন দু'ধরনের আন্দোলন চলে আসছে। একটি আন্দোলন সমাজের বুকে আল্লাহ্র আইনের প্রতিষ্ঠা দেখতে চেয়েছে। মানুষকে স্বাধীন মানুষে পরিণত করতে চেয়েছে। মানবিক মূল্যবোধ সমূহকে বিকশিত করে সমাজে সত্যিকারের শান্তি ও কল্যাণ কায়েম করতে চেয়েছে। বলা বাহুল্য আল্লাহ্র নবীগণ ও তাঁদের সঙ্গী-সাথীগণই এ আন্দোলন পরিচালনা করে গেছেন। অন্য আন্দোলনটি ছিল এর বিরোধী। যারা সমাজের বুকে ইবলীসী আইন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। স্বাধীন মানুষকে এর গোলাম বানিয়ে নিষ্ঠুর

Contents

উল্লাসে ইচ্ছামত তাদেরকে ভোগ করেছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ-নিষ্পেষণে জর্জরিত করেছে। নিজেদের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিকে আল্লাহ বানিয়ে নিরীহ জনগণের উপরে চরম স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়েছে। যেমন আল্লাহ স্বীয় নবীকে বলেন, أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ 'তুমি কি দেখেছ ওদেরকে, যারা স্ব স্ব প্রবৃত্তিকে নিজেদের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে'? *(ফুরক্বান ২৫/৪৩)*। বলা বাহুল্য নমরূদ, ফেরাঊন, হামান, ক্বারূণ প্রভৃতি ইবলীসের শিখণ্ডীরাই এ আন্দোলনের বিশ্বনেতা। এদের বিরুদ্ধে হযরত ইবরাহীম (আঃ), মূসা (আঃ) প্রমুখ নবী-রাসূলদের আন্দোলন সম্পর্কে আমরা সকলেই জানি।

উপরোক্ত দু'ধারার আন্দোলন পৃথিবীতে চিরদিন ছিল, আজও আছে, আগামীতেও থাকবে। যখন যে আন্দোলন সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করবে, তখন সেই মোতাবেক সমাজ চলবে। তবে হ্যাঁ, এই আন্দোলনের বাইরেও একটি বিরাট দল থাকে। যারা ইতর জীবের মত কেবল নিজেদের পেট ভরাবার চিন্তায়ই ব্যাকুল থাকে। যখন যে আন্দোলন সমাজে নেতৃত্ব পায়, তখন সেই নেতৃত্বের পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়াই তাদের জীবনের একমাত্র ব্রত এবং তারা এজন্য নিজেদেরকে বড় চতুর বলে ভাবে। কিন্তু আল্লাহ স্বীয় নবীকে বলেন, أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا 'তুমি কি ভেবেছ ওদের অধিকাংশ শোনে বা বুঝে? তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মত বরং তার চাইতেও পথভ্রষ্ট' *(ফুরক্বান ২৫/৪৪)*।

বলা বাহুল্য সমাজে এই ধরনের লোকের সংখ্যাই বেশী। যারা কোন মতে জীবনটা কাটিয়ে যেতে চায় এবং সমাজের কল্যাণে কাজ করাকে অহেতুক ঝামেলা মনে করে। এরা প্যারালাইসিসের রোগীর মত। যারা সমাজকে কিছু দেয় না। বরং সবার করুণার ভিখারী। তাই এদেরকে নিয়ে কোন মাথাব্যথা না থাকলেও চলবে।

এক্ষণে আমরা যারা আল্লাহ্র মেহেরবানীতে মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েছি, আমাদের আন্দোলন কোন পথে হবে? আমরা কি নবীদের আন্দোলনের অনুসারী হব, না ফেরাউনী আন্দোলনের সাথী হব? না কি কোন দিকেই না গিয়ে চুপচাপ বসে সুযোগের সন্ধানে থাকব ঘৃণিত জীবের মত? আমাদেরকে অবশ্যই নবীদের আন্দোলনের অনুসারী হতে হবে। কেননা এই একটিমাত্র শর্তেই তো আমরা মুসলমান হতে পেরেছি। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তোমরাই হ'লে শ্রেষ্ঠ জাতি। যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস রাখবে' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*।

ব্যস! ন্যায়ের পথে আন্দোলন ব্যতীত মুসলমানের জন্য দ্বিতীয় কোন পথ খোলা নেই। ন্যায়ের পথ হ'ল আল্লাহ ও আল্লাহ্র রাসূলের পথ। আল্লাহ্র কুরআন ও মহানবীর জীবনাদর্শই ন্যায়-অন্যায়ের একমাত্র মাপকাঠি। আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্র পথে জিহাদে নেমে পড়তে হবে। যেকোন মূল্যে ইবলীসী আন্দোলনকে প্রতিহত করতে হবে। এজন্য আমাদেরকে অবশ্যই চরম ত্যাগের প্রস্তুতি নিতে হবে। দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও তথাকথিত ধর্মীয় ক্ষেত্রের কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী কোন দিনই আমাদের আন্দোলনকে সুনযরে দেখবে না। বরং তারা সর্বশক্তি দিয়ে আমাদেরকে স্তব্ধ করে দেবার চেষ্টা করবে। যেমন ইতিপূর্বে যুগে যুগে নবীদের আন্দোলনকে তারা স্তব্ধ করার চক্রান্ত করেছিল। অতএব যদি আমরা আজ এ আন্দোলন থেকে পিছিয়ে পড়ি, তবে আমাদেরকে দুনিয়াতেই কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

তাই আমাদেরকে আজ ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা ইসলামী আন্দোলনের গাযী বা শহীদ হব, না লজ্জাকর ধ্বংস বরণ করে নেব? নিঃসন্দেহে আহলেহাদীছ আন্দোলনই হ'ল প্রকৃত ইসলামী আন্দোলন। যার কোন বিকল্প নেই।

[সাপ্তাহিক আরাফাত ২২ বর্ষ ৩০ সংখ্যা ৬ই অক্টোবর ১৯৮০ পৃ. ২-য়ে প্রকাশিত। মাননীয় লেখকের যাত্রাবাড়ী মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া (৭৮ উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকার)-তে অবস্থানকালে এটাই ছিল সর্বশেষ লেখনী]

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'** -এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন 'সোনামণি প্রতিভা'

➔ **নিয়মিত বিভাগ সমূহ :** বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

➔ **লেখা আহ্বান :** মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উপরোক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

শারঈ ইমারত

- মাওলানা আব্দুল কাদের ছিহারী

[প্রখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম মাওলানা আব্দুল কাদের ছিহারী ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের হিছার যেলার গঙ্গা গ্রামে ১৯০৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাদা ও পিতা উভয়ে আলেম ছিলেন। পিতা মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরীসের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর উচ্চশিক্ষা অর্জনের নিমিত্তে তিনি ফিরোযপুর যেলার লাক্ষৌতে যান। সেখানে মাওলানা মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ লাক্ষাবীর কাছে ফুনূনের কিতাব সমূহ এবং মাওলানা মুহাম্মাদ আলী লাক্ষাবীর কাছে তাফসীর ও হাদীছের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন। ফারেগ হওয়ার পর নিজ গ্রামে পাঠদানের মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। এ সময় তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখতেন। দেশ বিভাগের পূর্বে 'আখবারে মুহাম্মাদী' (দিল্লী), 'তানযীমে আহলেহাদীছ' (রোপাড়), মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী সম্পাদিত 'আখবারে আহলেহাদীছ' (অমৃতসর) প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধগুলো প্রকাশিত হ'ত। 'তানযীমে আহলেহাদীছ' পত্রিকায় তাঁর একটি প্রবন্ধ ৪০-এর অধিক কিস্তিতে সমাপ্ত হয়। সমসাময়িক কোন পত্রিকায় আহলেহাদীছ মাসলাকের বিরুদ্ধে কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'লে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার জবাবে প্রবন্ধ লিখতেন। অমৃতসর থেকে প্রকাশিত 'আল-ফাক্বীহ' পত্রিকায় ফাইয়ায নামে এক ব্যক্তি আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা চালালে তিনি 'তানযীমে আহলেহাদীছ' পত্রিকায় ২৭ কিস্তিতে তার বিস্তারিত জবাব দেন। দেশ বিভাগের পর তিনি পাকিস্তানে হিজরত করেন। তিনি ভাল বক্তা ও মুনাযির ছিলেন। 'সুলতানুল মুনাযিরীন' (তার্কিকদের সম্রাট) খ্যাত মাওলানা আব্দুল কাদের রোপড়ীর (১৯১৫-১৯৯৯) সাথে তিনি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অনেক মুনাযারায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮১ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর বিকাল ৫-টায় বুরেওয়ালায় মৃত্যু বরণ করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। মাওলানার প্রবন্ধ ও ফৎওয়াগুলো 'ফাতাওয়া হিছারিয়াহ ও মাক্বালাতে ইলমিইয়াহ' নামে ৭ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা চল্লিশের অধিক। তন্মধ্যে 'আছলী আহলে সুন্নাত' (আসল আহলে সুন্নাত) অন্যতম (মাওলানা আব্দুল কাদের ছিহারী, ফাতাওয়া ছিহারিয়াহ ওয়া মাক্বালাতে ইলমিইয়াহ, সংকলনে : মাওলানা ইবরাহীম খলীল (লাহোর : মাকতাবা আছহাবুল হাদীছ, ২০১২), পৃঃ ৬-৩৩)]

ফিৎনাসমূহের আত্মপ্রকাশ :

প্রিয় মহোদয়গণ! বিশ্বের মুসলমানরা বর্তমানে নানাবিধ ফিৎনা-ফাসাদে নিমজ্জিত রয়েছে। আপনি যদি গভীর দৃষ্টিতে দেখেন তাহ'লে বহু মাযহাবী, নৈতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ফিৎনা আপনার নযরে আসবে। যেগুলো এই সময় মুসলমানদের উপরে চেপে বসে আছে। যদিও এটি আমাদের শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর ফলশ্রুতি। তিনি বলেছিলেন, سَتَكُوْنُ فِتَنٌ 'অচিরেই ফিৎনা সমূহ সৃষ্টি হবে'।[১] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দুর্ভাগারা ঐ শাস্তি পাচ্ছে, যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রত্যেক ঐ জাতি পেয়ে থাকে, যারা কুরআন ও হাদীছের অনুসরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার মর্ম অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে টাল-বাহানা করে।

এখন এই শাস্তি থেকে যদি মুসলমানরা বাঁচতে চায়, তাহ'লে তার একটি মাত্র উপায় রয়েছে যে, তারা ঐ বুনিয়াদী অপরাধ থেকে বিরত থাকবে, যার কারণে তাদের উপরে এই ফিৎনা চেপে বসেছে। আর সেই কাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে যার জন্য তাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তারা যদি কুরআন ও হাদীছ থেকে বিমুখ হ'তে থাকে, তাহ'লে অন্য যেকোন উপায় অবলম্বন করে দেখুক এবং এটা বিশ্বাস করে নিক যে, কোন একটি ফিৎনার দুয়ারও রুদ্ধ হবে না। বরং প্রত্যেক নিত্য নতুন প্রচেষ্টা আরো বহু ফিৎনার জন্ম দিবে এবং তারা কখনো সফলকাম হবে না।

ফিৎনা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় :

ছহীহুল বুখারী ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থের 'ফিতান' অধ্যায়ে বহু ফিৎনার সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং সেগুলোর ধারাবাহিক তালিকা প্রদান করতে গিয়ে সে সব ফিৎনা থেকে বাঁচার এই উপায় বলা হয়েছে যে, تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ 'তুমি মুসলমানদের জামা'আত এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে'।[২] এটিই হ'ল ফিৎনার শারঈ প্রতিকার। উম্মাহ্র বিচক্ষণ ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ) যেটি বর্ণনা করেছেন। যার গুণ এই যে, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوْحَى- 'তিনি দ্বীনের ব্যাপারে প্রবৃত্তির তাড়নায় কোন কথা বলেন না। বরং তাকে যা প্রত্যাদেশ করা হয় তিনি তাই বলেন' *(নাজম ৫৩/৩-৪)*।

সুতরাং এটি আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিকার। যার উপর আমল করা বিশ্বের সকল মুসলমানের জন্য ফরয। আর এটাই বাস্তব সত্য যে, ঐ ব্যক্তিই ফিৎনা ও পথভ্রষ্টতা হ'তে নিরাপদ থাকবে যে ব্যক্তি একজন শারঈ আমীরের নেতৃত্বে পরিচালিত হবে।

আমীর নিয়োগ :

কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের আনুগত্য কর' *(নিসা ৪/৫৯)*।

এই আয়াতে তিন ব্যক্তির আনুগত্য করার নির্দেশ রয়েছে। ১. আল্লাহ্র ২. আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর এবং ৩. আমীরে জামা'আতের। অতঃপর আল্লাহ তাঁর আনুগত্যকে তাঁর রাসূলের আনুগত্যের উপর নির্ধারিত করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল' *(নিসা ৪/৮০)*। আর রাসূল (ছাঃ) নিজের আনুগত্যকে আমীরে জামা'আতের আনুগত্যের উপর নির্ধারিত করে দিয়েছেন। যেমন আবু

১. বুখারী হা/৩৬০১; মুসলিম হা/২৮৮৬; মিশকাত হা/৫৩৮৪।

২. বুখারী হা/৩৬০৬; মুসলিম হা/১৮৪৭; মিশকাত হা/৫৩৮২।

Contents

হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِى، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِى– 'যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করল। আর যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমার অবাধ্যতা করল'।[৩]

উপরোল্লেখিত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা আমীরের আনুগত্য করা সকল মুসলমানের উপর ফরয। আর এই শারঈ মূলনীতি বিদ্বানগণের নিকট স্বীকৃত যে, مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ 'যে বস্তু ব্যতীত কোন ওয়াজিব পূর্ণ হয় না, সেটিও ওয়াজিব'।[৪] এজন্য আমীর নির্ধারণ করা ওয়াজিব। কেননা আমীর নির্ধারণ না করলে আমীরের আনুগত্য বাস্তবতা লাভ করতে পারে না। যেটি স্পষ্ট।

আমীর ব্যতীত জীবনযাপন করা নিষিদ্ধ :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلاَةٍ إِلاَّ أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ– আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'কোন তিনজন ব্যক্তির জন্যেও কোন নির্জন ভূমিতে অবস্থান করা হালাল নয়, তাদের মধ্যে একজনকে 'আমীর' নিযুক্ত না করা পর্যন্ত'।[৫]

এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, কোন স্থানেই আমীর বিহীন জীবন যাপন ও বসবাস করা বৈধ নয়। সেকারণ সব জায়গার মানুষের জন্য আমীরের অধীনে জীবন যাপন করা ওয়াজিব।

সফরেও আমীর নির্ধারণ করা যরূরী :

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِى سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ– আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন তিনজন একত্রে সফরে বের হবে, তখন তাদের মধ্যে একজনকে যেন তারা 'আমীর' নিযুক্ত করে নেয়'।[৬]

উপরোক্ত হাদীছগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের সংখ্যা যতই কম হোক এবং তারা যেখানেই থাকুক সফরে বা বাড়ীতে, লোকালয়ে বা জঙ্গলে সাময়িকভাবে হৌক বা স্থায়ীভাবে, সর্বাবস্থায় তাদের উপর আবশ্যিক হ'ল, নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর নির্ধারণ করা। শহরে-নগরে ও গ্রামে-গঞ্জে যেখানে বসতি বেশী রয়েছে, সেখানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এটি ওয়াজিব।

আমীর নিযুক্ত না করলে জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامُ جَمَاعَةٍ فَإِنَّ مَوْتَتَهُ مَوْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ– رَوَاهُ الْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ–

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করল এমন অবস্থায় যে, তার কোন আমীরে জামা'আত নেই, তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হল'।[৭] একই রাবী হ'তে ছহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً 'যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করল এমন অবস্থায় যে, তার গর্দানে (আমীরের) বায়'আত নেই, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল'।[৮] মু'আবিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ

---

৩. বুখারী হা/২৯৫৭; মুসলিম হা/১৮৩৫; মিশকাত হা/৩৬৬১।
অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِى فَقَدْ أَطَاعَنِى وَمَنْ عَصَى أَمِيرِى فَقَدْ عَصَانِى 'যে আমার আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমার আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমার অবাধ্যতা করল' *(মুসলিম হা/১৮৩৫)*। এখানে 'আমার আমীর' বলার মাধ্যমে যেমন আমীরের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে, তেমনি রাসূল (ছাঃ)-এর পদাংক অনুসরণকারী ব্যক্তিই যে মুমিনদের আমীর হ'তে পারেন, সেটিও বুঝা যায়। তবে বাধ্যগত অবস্থায় ফাসেক শাসকের আনুগত্য করা যাবে। এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ 'তোমরা তাদের হক তাদের দাও এবং তোমাদের হক আল্লাহ্র নিকটে চাও' *(বুখারী হা/৭০৫২; মুসলিম হা/১৮৪৩; মিশকাত হা/৩৬৭২)*। -*(সম্পাদক)*।

৪. শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ২/২৪৫ 'ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব' অনুচ্ছেদ।

৫. আহমাদ হা/৬৬৪৭, হাদীছ হাসান।

৬. আবুদাঊদ হা/২৬০৮; ছহীহাহ হা/১৩২২।

৭. হাকেম হা/২৫৯, হাদীছ ছহীহ।

৮. মুসলিম হা/১৮৫১; মিশকাত হা/৩৬৭৪।
ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়ার খেলাফতকালে (৬০-৬৪ হি.) ৬৩ হিজরীর শেষে হার্রাহ যুদ্ধকালে (يَوْمُ الْحَرَّةِ) মদীনার বিদ্রোহী দলের কুরায়েশ নেতা আব্দুল্লাহ বিন মুত্বী'-এর নিকট গিয়ে আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) একথা বলেন। পূর্ণ হাদীছটি হ'ল, مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً– 'যে ব্যক্তি আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিল, ক্বিয়ামতের দিন সে আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে, তার (মুক্তির জন্য) কোন দলীল (ওযর) থাকবে না। আর যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ তার গর্দানে আমীরের আনুগত্যের বায়'আত নেই, সে জাহেলী (পথভ্রষ্ট) হালতে মৃত্যু বরণ করল' *(মুসলিম হা/১৮৫১)*। -*(সম্পাদক)*।

Contents

مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً 'যে ব্যক্তি আমীর বিহীন মৃত্যু বরণ করল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল'।[৯]

ইসলাম-পূর্ব যুগের নাম 'জাহেলী যুগ'। সে যুগে সবাই স্বাধীন ও প্রবৃত্তির পূজারী ছিল এবং শিরক, কুফর ও পাপাচারে নিমজ্জিত ছিল। আল্লাহ সম্পর্কে অবগত তাদের কোন পথপ্রদর্শক ও দিকনির্দেশক ছিল না। যার অধীনে থেকে তারা হেদায়াত লাভ করত। অনুরূপভাবে বর্তমানে মানুষ স্বাধীন ও প্রবৃত্তির দাস এবং তারা ইমামের অধীনে জীবন যাপন করে না। সুতরাং যে ব্যক্তি ইমাম বা আমীর নির্ধারণ করবে না, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করবে।

যখন মুহাম্মাদ (ছাঃ) রিসালাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হন, তখন তিনি ইসলাম ধর্মকে জগদ্বাসীর সম্মুখে পেশ করেন। অতঃপর যারা সেই ইসলাম কবুল করেছিল, তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে সবাইকে সুসংগঠিত করে দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে আমীর নিযুক্ত করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ থেকে শুরু করে তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও আইম্মায়ে মুহাদ্দেছীন পর্যন্ত ও এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। অতঃপর মানুষ স্বাধীন হয়ে যায়। বিশেষ করে যেখানে অনৈসলামী সরকার ছিল, সেখানে মানুষ সে পদ্ধতির উপর চলে স্বাধীন হয়ে যায় এবং স্রেফ দুনিয়াবী সরকারকে যথেষ্ট মনে করে জীবন যাপন করে। আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের নিয়ম-শৃঙ্খলা থেকে তারা বেপরওয়া হয়ে যায়। ব্যস, এটাই হ'ল জাহেলিয়াত। যা থেকে বাঁচা ওয়াজিব।

সকাল ও সন্ধ্যার পূর্বে ইমাম বানাও :

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لاَ يَنَامَ نَوْماً وَلاَ يُصْبِحَ صَبَاحًا إِلاَّ وَعَلَيْهِ إِمَامٌ فَلْيَفْعَلْ 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ ক্ষমতা রাখে যে, সে ঘুমাবে না এবং সকাল করবে না এ অবস্থায় ব্যতীত যে, তার একজন নেতা থাকবে। তবে সে যেন তা করে'।[১০]

অত্র হাদীছ দ্বারা দ্রুত আমীর নির্বাচনের বিধান স্পষ্ট হয়। এজন্য যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যু বরণ করেন, তখন ছাহাবায়ে কেরাম দ্রুত নেতা নির্বাচনের জন্য সচেষ্ট হন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর গোসল ও কাফন-দাফন প্রভৃতি ঐ সময় পর্যন্ত স্থগিত রাখেন, যতক্ষণ না আমীর নির্বাচন করা হয়। অতঃপর যখন আমীর নিযুক্ত হয়ে যান, তখন সবাই তাঁর অধীনে সব কাজ আঞ্জাম দেন। যদি দ্রুত আমীর নির্ধারণ করা যরূরী না হ'ত, তাহ'লে প্রথমে কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা হ'ত। 'সুতরাং হে জ্ঞানীগণ! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো' *(হাশর ৫৯/২)*।

আমীর ছাড়া ইসলাম নেই :

ওমর (রাঃ) থেকে মওকূফ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, لاَ إِسْلاَمَ إِلاَّ بِجَمَاعَةٍ، وَلاَ جَمَاعَةَ إِلاَّ بِإِمَارَةٍ، وَلاَ إِمَارَةَ إِلاَّ بِطَاعَةٍ 'ইসলাম হয় না জামা'আত ছাড়া, জামা'আত হয় না আমীর ছাড়া, ইমারত হয় না আনুগত্য ছাড়া'।[১১] হাদীছটি হুকুমগতভাবে মারফূ। এর দ্বারা প্রমাণিত হ'ল যে, জামা'আত ছাড়া ইসলাম কিছুই নয় এবং আমীর ব্যতীত জামা'আত কায়েম হ'তে পারে না। যার ফল এটাই যে, আমীর ছাড়া ইসলাম গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা আমীর ছাড়া মানুষ বল্গাহীন হয়ে নিজের প্রবৃত্তির গোলামীতে ও শয়তানী পথে চলতে শুরু করবে এবং সবাই দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। ঐক্য ও শৃংখলা কায়েম থাকবে না। আর এটাই হ'ল জাহেলিয়াত। যা ইসলামের বিপরীত।

নিম্নস্তরের আমীরেরও আনুগত্য করো :

হযরত উম্মুল হুছাইন (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ভাষণ দিতে শুনেছি, إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوْا لَهُ وَأَطِيعُوْا– 'যদি তোমাদের উপর একজন নাক-কান কাটা কৃষ্ণকায় গোলামকেও আমীর নিযুক্ত করা হয়, যিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করেন, তোমরা তার কথা শোন এবং আনুগত্য কর'।[১২] এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, আমীরের আনুগত্য করা ফরয। আর ঐ ব্যক্তির আমীর হওয়া উচিত যিনি কুরআন ও হাদীছের আলেম হবেন এবং আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী লোকদের পরিচালনা করতে পারবেন।

জামা'আতী যিন্দেগীর হুকুম :

সকল মুসলমানের উপরে ফরয হ'ল, তারা পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জামা'আতী যিন্দেগী যাপন করবে। ফিরক্বা-ফিরক্বা ও দলে দলে বিভক্ত হবে না। কুরআন মাজীদে এরশাদ হয়েছে, وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُوْا 'তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে ধারণ কর এবং পরস্পরে

---

৯. ত্বাবারাণী কাবীর হা/৯১০; আহমাদ হা/১৬৯২২; আলবানী, যিলালুল জান্নাহ হা/১০৫৭, সনদ হাসান।

১০. ইবনু আসাকির ৩৬/৩৯৬; আহমাদ হা/১১২৬৫। হাদীছটির সনদ যঈফ হ'লেও মর্ম ছহীহ। যা রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর দ্রুত খলীফা নির্বাচনের ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত *(বুখারী হা/৬৮৩০, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে; দ্রষ্টব্য : সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৭৪৭-৫২ পৃ.)*। -*(সম্পাদক)*।

১১. দারেমী হা/২৫১, সনদ যঈফ। তবে এ মর্মে ছহীহ মরফূ হাদীছ সমূহ রয়েছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ 'তোমাদের উপর জামা'আতবদ্ধ জীবন ফরয করা হ'ল এবং বিচ্ছিন্ন জীবন নিষিদ্ধ করা হ'ল' *(তিরমিযী হা/২৪৬৫)*। তিনি বলেন, الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ 'জামা'আতবদ্ধ জীবন হ'ল রহমত এবং বিচ্ছিন্ন জীবন হ'ল আযাব' *(ছহীহাহ হা/৬৬৭)*। আর আমীর ব্যতীত জামা'আত হয় না, এটা অন্যান্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। জামা'আতে ছালাতের ইমাম যার বাস্তব প্রমাণ। -*(সম্পাদক)*।

১২. মুসলিম হা/১২৯৮, ১৮৩৮; মিশকাত হা/৩৬৬২।

বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। আর এটা প্রমাণ করা হয়েছে যে, আমীর ব্যতীত জামা'আত হয় না এবং জামা'আতী যিন্দেগী হয় না। এজন্য আমীর থাকা যরূরী। সুতরাং প্রথমে আমীর নির্বাচন করো, অতঃপর তাঁর অধীনে জামা'আতী যিন্দেগী যাপন করো।

সভাপতি বানানো :

কিছু লোক ব্রিটিশ ও পার্থিব নিয়ম-নীতির প্রতি খেয়াল করে নিজেদের আঞ্জুমান (সংগঠন), জমঈয়ত বা কমিটি গঠন করার সময় তাদের মধ্য থেকে কোন বড় ব্যক্তিকে ছদর বা সভাপতি নির্বাচন করে থাকেন। যদি অমুসলিম হিন্দু, ইহূদী, খ্রিষ্টান ও অন্যেরা এটা করে, তাহ'লে সেটাকে তাদের রীতি বলা হবে। এটা ইসলামের রীতি হবে না। যদি মুসলমান এমনটা করে তাহ'লে এটা শারঈ পদ্ধতির বিপরীত হবে। কেননা ইসলামী শরী'আত ইমারতের ধারাবাহিকতা কায়েম করেছে। আমীর ও মামূর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। হাদীছে এসেছে, مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে নতুন কিছুর উদ্ভব ঘটালো, যা তাতে নেই সেটি প্রত্যাখ্যাত'।[১৩] এজন্য ইমারত শরী'আতসম্মত এবং সভাপতি অগ্রহণযোগ্য। তিনটি স্বর্ণযুগে সভাপতির আদলে কোন সংগঠন কায়েম হয়নি। এটা অমুসলিমদের রীতি। হাদীছে এসেছে, لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَمِلَ سُنَّةَ غَيْرِنَا 'যে অন্যদের (অমুসলিমদের) রীতি অনুযায়ী আমল করল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।[১৪]

মতভেদ ও দলবাজি থেকে বাঁচো :

আহলে কিতাবদের রীতি-নীতির অনুসরণ থেকেও কুরআন আমাদেরকে নিষেধ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَكُونُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ 'তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং স্পষ্ট প্রমাণাদি এসে যাওয়ার পরেও তাতে মতভেদ করেছে। এদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর শাস্তি' *(আলে ইমরান ৩/১০৫)*। এই শাস্তি ঐ লোকদেরও হবে যারা আহলে কিতাবদের মতো দলে দলে বিভক্ত হচ্ছে। অতএব সকল আহলেহাদীছের উপরে এটা আবশ্যক যে, অনৈক্য, হিংসা-অহংকার ও মতভেদ থেকে বেঁচে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাক এবং শারঈ পদ্ধতিতে জামা'আতী নিয়ম-নীতি প্রতিষ্ঠিত করুক। তারা জামা'আতকে অস্বীকারকারী ও পরিত্যাগকারী হয়ে আমলকারীদের উপর অন্যান্য ভ্রান্ত ফিরক্বাগুলির মতো দোষারোপকারী না হোক।

সুতরাং মতভেদের সময়ও সত্যের মানদণ্ড হিসাবে সেটাকেই সামনে রাখতে হবে আহলেহাদীছ আলেমগণ অন্য ফিরক্বাগুলোকে যাচাইয়ের সময় যেটা রেখেছিলেন। অর্থাৎ ফিরক্বা নাজিয়াহ ওটাই, যেটা مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِى (আমি ও আমার ছাহাবীগণ যার উপরে আছি)-এর অনুকূলে রয়েছে।[১৫] অর্থাৎ মুক্তিপ্রাপ্ত দল সেটাই, যেটা ঐ তরীকার উপরে চলে, যার উপরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ চলেছেন। সুতরাং কোন সন্দেহ নেই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম ইমারতের উপরে আমল করে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। তাদের সর্বসম্মত আমল এটাই ছিল। ইমারতে শারঈর পদ্ধতি ছেড়ে রাষ্ট্রীয় সংগঠন বা জাতীয় সংগঠন বা ধর্মীয় সংগঠন নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুযায়ী স্বাধীন পদ্ধতিতে কায়েম করা হ'লে সেটা তিনটি স্বর্ণযুগের বিপরীত হবে।

ছিরাতে মুস্তাক্বীমের দিকে দাওয়াত :

আমরা আন্তরিকভাবে আহলেহাদীছ ভাইদেরকে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি যে, تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ 'এসো তোমরা সবাই ঐ কথায় একমত হয়ে যাও, যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে সমান' *(আলে ইমরান ৩/৬৪)*। তা এই যে, মুমিন জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য 'ইক্বামতে দ্বীন' *(শূরা ৪২/১৩)* বিশুদ্ধ ইমারতের পদ্ধতিতে জামা'আতবদ্ধ হয়ে পূর্ণ করা। আমাদের সবার উচিত হ'ল, ইক্বামতে দ্বীন তথা তাওহীদ ও সুন্নাতের প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মিলিত শক্তি নিয়ে চেষ্টা করা। আর সম্মিলিত শক্তি সংগঠনের মাধ্যমে হয়। আর সংগঠন ইমারতবিহীন হ'তে পারে না। এজন্য ইমারত কায়েম করা যরূরী। ইমারতবিহীন অন্যান্য দ্বীনী বিষয়সমূহ যেমন দরস-তাদরীস (পঠন-পাঠন), ওয়ায ও তাবলীগ পরিপূর্ণ নয়।

হাদীছে এসেছে, لاَ يَقُصُّ إِلاَّ أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ 'আমীর অথবা আমীরের পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা কোন অহংকারী ব্যতীত অন্য কেউ ওয়ায-বক্তৃতা করে না'।[১৬]

---

১৩. বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮; মিশকাত হা/১৪০।

১৪. যঈফাহ হা/৪০৫৭। সনদ যঈফ হ'লেও একই মর্মে ছহীহ হাদীছে এসেছে, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আবুদাঊদ হা/৪০৩১; ছহীহুল জামে' হা/৬১৪৯; মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। তবে ছোট্ট পরিসরে একজনকে সাময়িকভাবে সভাপতি বানিয়ে সভা পরিচালনা করা দোষের নয়। যেমন সফরে সাময়িকভাবে একজনকে নেতা নির্বাচন করা হয়। -*(সম্পাদক)*।

১৫. আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমার উম্মত বনু ইস্রাঈলের অবস্থা প্রাপ্ত হবে। তারা ৭২ ফিরক্বায় বিভক্ত হয়েছিল, وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِى عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِىَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِى 'আর আমার উম্মত ৭৩ ফিরক্বায় বিভক্ত হবে। প্রত্যেকেই জাহান্নামে যাবে, একটি ফিরক্বা ব্যতীত। ছাহাবীগণ বললেন, সে ফিরক্বা কোনটি হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, যে তরীকার উপরে আমি ও আমার ছাহাবীগণ রয়েছি, সেই তরীকার যারা অনুসারী হবে' *(তিরমিযী হা/২৬৪১; মিশকাত হা/১৭১; ছহীহুল জামে' হা/৫৩৪৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৯২; ছহীহাহ হা/১৪৯২)*। -*(সম্পাদক)*।

১৬. আবুদাঊদ হা/৩৬৬৫, হাসান ছহীহ; মিশকাত হা/২৪০ 'ইলম' অধ্যায়। ইবনু মাজাহ্র বর্ণনায় এসেছে, مُرَاءٍ অর্থাৎ 'রিয়াকার' ব্যক্তি

Contents

এভাবেই হবে বিবদমান সকল বিষয়ে ফায়ছালা। যেমন এরশাদ হয়েছে, لاَ يُصْلِحُ النَّاسَ إلاَّ أَمِيرٌ 'আমীর ব্যতীত মানুষের মধ্যে কেউ মীমাংসা করে না'...।[১৭] আমীর ব্যতীত অন্যান্য রীতি-পদ্ধতি ও পঞ্চায়েত সমূহের ফায়ছালাগুলো শরী'আতসম্মত ফায়ছালা নয় বলে গণ্য হবে। এভাবে ছালাত এবং যাকাত আদায়ও ইমাম ও আমীরের সাথে গ্রহণযোগ্য হবে। অন্যায় কাজ থেকে নিষেধও আমীরের অধীনে সম্পাদিত হবে। হজ্জও আমীরের নির্দেশে হবে। যুদ্ধ-জিহাদের অবস্থা এলে সেটিও আমীরের মাধ্যমে করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ 'ইমাম হ'লেন ঢালস্বরূপ। তাঁর পিছনে থেকে যুদ্ধ করা হয়'।[১৮]

মোটকথা, সামর্থ্য অনুযায়ী আমীরের কাজ অনেক। আর এর উপরেই ইসলামের প্রতিষ্ঠা নির্ভরশীল। এজন্য আমীর নির্বাচন করা অনেক বড় ফরয। এটা পরিত্যাগ করে বর্তমানে মুসলমানেরা ইসলাম ধর্মের চরিত্র থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং আমল করা থেকে বিরত হচ্ছে। বনু ইসরাঈলের মতো মিথ্যা বাহানা তালাশ করে এবং ওযরখাহী করে বলে যে, ইমারত কায়েম করলে দ্রুত সরকার গঠন করতে হবে, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা ফরয হবে এবং শারঈ হুদূদ বা দণ্ডবিধি সমূহ কায়েম করা আবশ্যিক হবে ইত্যাদি। অথচ এগুলি ইমারতের জন্য শর্ত নয়।

হ্যাঁ, উক্ত বিষয়গুলি বাস্তবায়নের জন্য ইমারত শর্ত। যা সাধ্যানুযায়ী নিজ নিজ কর্মকালে হয়ে থাকে। কুরআন মাজীদে রয়েছে, لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কাজে বাধ্য করেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*। হাদীছে এসেছে, إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'যখন আমি তোমাদেরকে কোন কাজের নির্দেশ দেই, তখন তোমরা সাধ্যানুযায়ী তা বাস্তবায়ন করো'।[১৯]

দেখুন! তিনজন ব্যক্তি হ'লেও সফরে ও জঙ্গলে আমীর নির্বাচনের নির্দেশ রয়েছে। তাহ'লে সেখানে কোন ধরনের যুদ্ধ, সরকার ও হুদূদ কায়েম হবে?

আসল কথা এই যে, ঐ সকল ব্যক্তি ইমারতকে দুনিয়ার বাদশাহী ও সরকার সমূহের ক্ষমতার উপরে অনুমান করে নিয়েছেন। যা সম্পূর্ণ ভুল। নবুঅতী পদ্ধতিতে ইমারত ও খেলাফত উদ্দেশ্য। যা নিঃস্ব অবস্থায় শুরু হয়। যেমন হাদীছে এসেছে, بَدَأَ الْإِسْلاَمُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ– 'ইসলাম স্বল্পসংখ্যক লোকের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। অচিরেই সে তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে। সুতরাং সুসংবাদ সেই স্বল্পসংখ্যক লোকদের জন্য'।[২০] যতক্ষণ পর্যন্ত কোন আমীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করতে না পারবেন, ততক্ষণ তাকে ধর্মীয় বিষয়গুলি জামা'আতবদ্ধভাবে সম্পাদন করে যেতে হবে।

[হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত 'শারঈ ইমারত' বই থেকে সংকলিত, পৃষ্ঠা ৯-২০]

যার কথায় ও কাজে কোন নেকী নেই *(ইবনু মাজাহ হা/৩৭৫৩)*। -*(সম্পাদক)*।

১৭. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৫০৮, সনদ যঈফ। কথাটি রাসূল (ছাঃ)-এর নয়। বরং হযরত আলী (রাঃ)-এর। পূর্ণ হাদীছটি হ'ল, قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب: لاَ يُصْلِحُ النَّاسَ إِلاَّ أَمِيرٌ بَرٌّ أَوْ فَاجِرٌ قَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذَا الْبَرُّ فَكَيْفَ بِالْفَاجِرِ؟ قَالَ: إِنَّ الْفَاجِرَ يُؤَمِّنُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ السُّبُلَ، وَيُجَاهِدُ بِهِ الْعَدُوَّ، وَيَجْبِي بِهِ الْفَيْءَ، وَتُقَامُ بِهِ الْحُدُودُ، وَيُحَجُّ بِهِ الْبَيْتُ، وَيَعْبُدُ اللهَ فِيهِ الْمُسْلِمُ آمِنًا حَتَّى يَأْتِيَهُ أَجَلُهُ– 'আলী (রাঃ) বলেন, মানুষের মধ্যে ফায়ছালা করেনা আমীর ব্যতীত। তিনি ভাল হৌন বা মন্দ হৌন। লোকেরা বলল, সৎ আমীর বুঝলাম। কিন্তু মন্দ আমীরের বিষয়টি কেমন? জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহ তার মাধ্যমে রাস্তা-ঘাট নিরাপদ রাখেন, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করান, যুদ্ধলব্ধ ফাই জমা করেন, দণ্ডবিধিসমূহ কায়েম করেন, বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করান। যেখানে মুসলমানরা নিরাপত্তার সাথে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে, যতদিন না তার মৃত্যু এসে যায়'। হাদীছটির সনদ যঈফ হ'লেও ছহীহ মরফূ' হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। যেখানে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ 'আমীর হ'লেন ঢাল স্বরূপ। তার পিছনে থেকে যুদ্ধ করা হয়' *(বুখারী হা/২৯৫৭; মিশকাত হা/৩৬৬১)*। -*(সম্পাদক)*।

১৮. বুখারী হা/২৯৫৭; মুসলিম হা/১৮৪১; মিশকাত হা/৩৬৬১।

১৯. বুখারী হা/৭২৮৮; মুসলিম হা/১৩৩৭; মিশকাত হা/২৫০৫।

২০. মুসলিম হা/১৪৫; মিশকাত হা/১৫৯ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' (বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী সহ দেশের ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় পাঁচশত ইয়াতীম (বালক/বালিকা) বর্তমানে প্রতিপালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রম আরো সম্প্রসারণের জন্য দাতা সংগ্রহ করা হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ থেকে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করুন এবং দুস্থ-অসহায় শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

টাকা প্রেরণের হিসাব নম্বর:
পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প
হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক
কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

সাধারণ সম্পাদক
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	১৫০০/=	১৮,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

বার্ষিক ৩০,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আধুনিক যুগ : ৩য় পর্যায় (খ)

নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী

প্রায় পৌনে এক শতাব্দীকাল ব্যাপী শিক্ষকতা ও লক্ষাধিক ছাত্রের মাধ্যমে আল্লামা সৈয়দ নযীর হুসাইন দেহলভী আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রসারে যে অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেছিলেন আমরা তা আলোচনা করে এসেছি। এক্ষণে সমসাময়িক আরেকজন অসাধারণ ধর্মীয় প্রতিভা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ভূপালের স্বনামধন্য নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (১২৪৮-১৩০৭/১৮৩২-৯০) ও তাঁর অবদান সম্পর্কে আমরা আলোকপাত করব, যিনি নিজস্ব লেখনীসম্ভার ছাড়াও কুরআন-হাদীছ ও বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য ধর্মীয় গ্রন্থাদি নিজ খরচে ছাপিয়ে উপমহাদেশের বিদ্বান মহলে বিতরণ করেছিলেন। যার ফলে ইল্‌মে হাদীছ জনগণের নাগালের মধ্যে এসে যায় এবং অগণিত মানুষ সরাসরি হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার সুযোগ পেয়ে আহলেহাদীছ হয়ে যান। মিয়াঁ নযীর হুসাইন দেহলভী-এর ন্যায় সাইয়িদ ছিদ্দীক হাসান বিন সাইয়িদ আওলাদ হাসান কান্নৌজী হুসাইন বংশীয় ছিলেন এবং পিতৃ ও মাতৃ উভয়কুলে খালেছ 'কুরায়শী' ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন তাঁর ৩৩তম ঊর্ধতম পুরুষ।[১] ১২৪৮ হিজরীর ১৯শে জুমাদাল ঊলা কন্নৌজে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৫৩ হিজরীতে পাঁচ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটলে মায়ের তত্ত্বাবধানে কনৌজে পিতৃগৃহে লালিত পালিত হয়।[২] তাঁর ১৮ বছর বয়সে মাওলানা বেলায়েত আলী (১২০৫-৬৯/১৭৯০-১৮৫২) ও এনায়েত আলী (১২০৭-১২৭৪/১৭৯২-১৮৫৮) সপরিবারে কনৌজ আগমন করেন ও কয়েক জুম'আ সেখানে ওয়ায করেন। বিদায়ের সময় বেলায়েত আলী তাঁকে 'বুলূগুল মারাম' অধ্যায়ন করার উপদেশ দিয়ে যান। এরপরেই ১৯ বছর বয়সে ছিদ্দীক হাসান দিল্লী চলে যান *(প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪-৪৫)* এবং মুফতী ছদরুদ্দীন খানের নিকটে হাদীছ, তাফসীর, ফিক্‌হ ইত্যাদি অধ্যয়ন করেন *(প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬-৫৬)*। দু'বছর পরে কনৌজ ফিরে শায়খ যয়নুল আবেদীন, শায়খ হুসাইন আরব ইয়ামানী, মাওলানা আব্দুল হক বেনারসী প্রমুখ উস্তাদের নিকটে হাদীছে অধিকতর বুৎপত্তি লাভ করেন। শাহ আব্দুল আযীযের দৌহিত্র মাওলানা ইয়াকূব 'মুহাজিরে মাক্কী' (১২০০-১২৮৩/১৭৮৫-১৮৬৭)-এর নিকটে চিঠি লিখে খান্‌দানে অলিউল্লাহ থেকেও ইল্‌মী সনদ লাভ করেন *(প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭)*।

নানা মুফতী মুহাম্মাদ এওয়ায বাঁসবেরেলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম ও তৃতীয় খলীফা হযরত ওছমান গণী (রাঃ)-এর বংশধর ছিলেন। দাদা সাইয়িদ আওলাদ আলী খান শী'আ ছিলেন।[৩] হায়দরাবাদের নওয়াবের পক্ষ হ'তে তিনি সম্মানসূচক 'নওয়াব আনোয়ার জঙ্গ বাহাদুর' খেতাবসহ বার্ষিক পাঁচ লাখ টাকা এবং এক হাযার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী লাভ করেন।[৪] পিতা সাইয়িদ আওলাদ হাসান খান (১২১০-১২৫৩/১৭৯৫-১৮৩৭) দিল্লীতে শাহ আব্দুল আযীয (১১৫৯-১২৩৯/১৭৪৬-১৮২৪) ও শাহ রফীউদ্দীনের (১১৬২-১২৩৩/১৭৪৯-১৮১৭) নিকটে ইল্‌মে হাদীছ শিক্ষার পর পিতৃ মাযহাব ত্যাগ করে সরাসরি হাদীছের অনুসারী হন। পরে তিনি আমীর সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভীর (১২০১-১২৪৬/১৭৮৬-১৮৩১) নিকটে বায়'আত করেন। তিনি খ্যাতিমান আলিম বা-আমল ছিলেন। তাঁর ওয়াযের খুবই প্রভাব ছিল। কলিকাতা হ'তে লাহোর পর্যন্ত সর্বত্র তাঁর পরিচিতি ছিল। দশ হাযারের বেশী অমুসলিম তাঁর হাতে বায়'আত করে ইসলাম কবুল করেন।[৫]

কিন্তু এই স্বনামধন্য দাদা ও পিতার মৃত্যুর পরে পাঁচ বছরের ইয়াতীম শিশু ছিদ্দীক হাসান কপর্দকশূন্য অবস্থায় মায়ের কাছে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টে মানুষ হন। বড় ভাই পিতৃ সম্পত্তির অংশ দেননি।[৬] ফলে লেখাপড়া ও মা-ভাইবোনদের রূযির তালাশ একই সাথে চালাতে গিয়ে ছিদ্দীক হাসানের জীবনে নেমে আসে ক্ষুৎপিপাসা ও দারিদ্রের এক নিদারুন কষাঘাত। ইতিমধ্যে তাঁর বিদ্যাবত্তার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। জনৈক আতর বিক্রেতার সাথে তিনি একসময় ভূপালে চলে আসেন এবং রাণীর নিকট থেকে মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনের একটি চাকুরী লাভ করেন। কিন্তু জনৈক দরবারী আলেমের চক্রান্তে কিছুদিনের মধ্যে সে চাকুরীও চলে যায়।[৭] ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হ'লে কনৌজে

---

১. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, 'ইবক্বাউল মিনান বি-ইলক্বাইল মিহান' (আত্মজীবনী) লাহোরঃ দারুল দা'ওয়াতিল সালাফিইয়াহ, শীশমহল রোড, ১ম সংস্করণ ১৯৮৬) পৃঃ ২৮-২৯।

তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপঃ

ছিদ্দীক হাসান বিন (২) হাসান বিন (৩) আলী বিন (৪) লুৎফুল্লাহ বিন (৫) আযীযুল্লীহ বিন (৬) লুৎফে আলী বিন (৭) আলী আছগর বিন (৮) সাইয়িদ কাবীর বিন (৯) তাজুদ্দীন বিন (১০) জালাল রাবে' বিন (১১) সাইয়িদ রাজু শহীদ বিন (১২) সাইয়িদ জালাল ছালিছ বিন (১৩) হামেদ কাবীর বিন (১৪) নাছিরুদ্দীন মাহমূদ বিন (১৫) জালালুদ্দীন বুখারী ওরফে 'মাখদূম জাহানিয়াঁ জাহাঁগাশ্' বিন (১৬) আহমাদ কাবীর বিন (১৭) জালাল আযম গুলসুরখ বিন (১৮) আলী মুওয়াইয়িদ বিন (১৯) জা'ফর বিন (২০) আহমাদ বিন (২১) মুহাম্মাদ বিন (২২) আবদুল্লাহ বিন (২৩) আলী আশক্বার বিন (২৪) জা'ফর যাকী বিন (২৫) আলী নকী বিন (২৬) আলী রিয়া বিন (২৭) মূসা কাযিম বিন (২৮) ইমাম জা'ফর ছাদিক বিন (২৯) মুহাম্মাদ বাকির বিন (৩০) ইমাম আরী 'যায়নুল আবেদীন' বিন (৩১) ইমাম হুসাইন বিন (৩২) আলী ওয়া ফাতিমা বিনতে (৩৩) মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)।- ঐ, আত্মজীবনী 'ইবক্বাউল মিনান' পৃঃ ২৮।

২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০।

৩. ইমাম খান নওশাহরবী, 'তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ' (ফায়ছালাবাদঃ জামে'আ সালাফিইয়াহ, ২য় সংস্করণ ১৩৯১/১৯৮১ খৃঃ) পৃঃ ২৩৭; 'ইবকাউল মিনার' পৃঃ ২৯।

৪. 'মিনার' পৃঃ ২৯।

৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯-৩০; 'তারাজিম' পৃঃ ২৩৭।

৬. 'মিনার' পৃঃ ১৫৭।

৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১২-১১৪; দরবারের সেবা আলিম মাওলানা আলী আব্বাস চিড়িয়াকোটীর সাথে 'হুক্কা পান' সম্পর্কিত এক মাসআলায় মতবিরোধ হ'লে এক বছরের মাথায় তাঁকে চাকুরী হারাতে হয়।- 'তারাজিম' পৃঃ ২৩৯-৪০।

তাঁর পৈত্রিক ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া হন।[৮] ফলে চরম দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থায় তিনি দিশাহারার মত ঘুরতে থাকেন। দারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে তাঁর দিন কাটতে থাকে। এই সময় আট মাস তিনি পিতার শিষ্য টোংকের নওয়াবের এষ্টেটে ৫০ টাকা বেতনে চাকুরী নেন। তারপর রাণীর আমন্ত্রণে ভূপালের ইতিহাস লেখার কাজ নিয়ে ছফর ১২৭৬/১৮৬০ থেকে মাসিক ৭৫ টাকা বেতনে পুনরায় ভূপালে ফিরে আসেন।[৯] ১২৮৫ হিজরীর ২৭শে রজব রাণী সিকান্দার বেগম মৃত্যু বরণ করেন ও তাঁর কন্যা ২য় রাণী শাহজাহান বেগম হঠাৎ বিধবা হ'লে রাজনৈতিক উপদেষ্টাদের পরামর্শক্রমে রাষ্ট্র পরিচালনার বিশ্বস্ত সহযোগী হিসাবে তিনি আল্লামা ছিদ্দীক হাসানকে ১২৮৮ হিজরী মোতাবেক ১৮৭২ সালে বিবাহ করেন।[১০] এটি ছিল উভয়ের জন্য দ্বিতীয় বিবাহ। ছিদ্দীক হাসান ১০ই শা'বান ১২৮৯ হিঃ মোতাবেক ১৮৭২ সালের ১১ই অক্টোবর তারিখে রাজ্যের সর্বোচ্চ সরকারী খেতাব 'নওয়াব ওয়ালাজাহ আমীরুল মুল্ক' উপাধি প্রাপ্ত হন।[১১] এই ভাবে এককালের ইয়াতীম ও সর্বস্বহারা মাওলানা ছিদ্দীক হাসান সর্বোচ্চ সরকারী সম্মান ও বস্তুগত উন্নতির শীর্ষে আরোহন করেন। অবশ্য মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পূর্বে ১৪ই যুলকা'দা ১৩০২ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৫ সালের ২৬ শে আগষ্ট তারিখে তিনি উক্ত খেতাব পরিত্যাগ করেন ও নওয়াবের দায়-দায়িত্ব হ'তে অবসর গ্রহণ করেন।

নিজের 'মাযহাব' সম্পর্কে নওয়াব ছাহেব মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্বে ১৩০৪ হিজরীতে শেষ করা স্বীয় আত্মজীবনীতে 'মেরা মাযহাব' শিরোনামে বলেন যে, আমার নিকট ঐ মাযহাব পসন্দনীয় যা দলীলের দিক দিয়ে সর্বাধিক ছহীহ' শক্তিশালী ও নিরাপদ। আমি বিদ্বানদের রায়ের মুকাবিলায় কিতাব ও সুন্নাতের দলীল সমূহের পরিত্যাগ করা কখনোই পসন্দ করিনা'[১২] 'আমি জানি যে প্রচলিত চার মাযহাবের মধ্যে 'হক' বিদ্যমান আছে কিন্তু সীমায়িত নয়' (حق ان مذاهب اربعہ میں دائر ہے منحصر نہیں)[১৩] তিনি বলেন, 'ফকীহদের ফৎওয়া সমূহের মধ্যে বহু ইখতেলাফ রয়েছে। পক্ষান্তরে কিতাব ও সুন্নাতের প্রকাশ্য ও স্পষ্ট হুকুম সমূহের মধ্যে কোন ইখতিলাফ নেই, কোন সন্দেহ-সংশয় নেই।'

পূর্বেকার বহু বিদ্বান সামাজিক অনুদারতা ও রাজনৈতিক সংকীর্ণতার কারণে বিভিন্ন ফিক্‌হী মাযহাবের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে পরিচিত ছিলেন। একারণে আয়েম্মায়ে মুহাদ্দেছীনকে অনেকে 'শাফেঈ' বলেন। অথচ তাঁরা মুজতাহিদ ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কারু মুকাল্লিদ ছিলেন না। তাঁদের মাযহাব ছিল 'আমল বিন-হাদীছ'। মোদ্দা কথা এই যে, দ্বীনের মধ্যে যেসব ফিৎনা এসেছে তা খুবই মূর্খ মুকাল্লিদগণের পক্ষ থেকেই এসেছে।'[১৪] তিনি বলেন- 'গোর পূজারী ও পীরপূজারীগণ তাওহীদপন্থীদের জানী দুশমন হয় এবং মুকাল্লিদ ব্যক্তি সুন্নাতের অনুসারীদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে থাকে।'[১৫] তিনি বলেন, 'আমি বিভিন্ন রায় ও মাযহাব সমূহকে কিতাব ও সুন্নাতের মানদন্ডে যাচাই করি। যেটা তার মুতাবিক পাই সেটা গ্রহণ করি, যেটা দূরবর্তী 'তাবীল' বা দুর্বল কারণ প্রদর্শনের মাধ্যমে সাব্যস্ত করা হয় সেটা পসন্দ করিনা। যদিও তার সমর্থক বড় কোন আলিম বা শায়খ হৌক না কেন। কেননা হক-ই সবচাইতে বড় বিষয় এবং আমাদের তরীকা হ'ল কিতাব ও সুন্নাতের অনুসারী হওয়া।'[১৬] তিনি বলেন, ''আমার আক্বীদা মোতাবেক আমি কোন ব্যক্তির মু'তাক্বিদ নই। বিশেষ করে ঐসব পীর ফকীর ও মাশায়েখদের তো মোটেই নই, যারা মূর্খতার এই যুগে দোকানদারী করে চলেছে। ঐসব আহমকরা এতটুকু ও খেয়াল করেনি যে আমি তো একজন 'মশহুর আহলেহাদীছ' -میں تو مشہور اہل الحدیث ہوں এবং 'তাক্বভিয়াতুল ঈমান' ও 'রাসায়েলে তাওহীদ'-এর অনুসারী। শী'আ হুকুমতের সময়ে দুনিয়ার লোভে বহু সম্ভ্রান্ত লোক শী'আ হয়ে যান। আল্লাহ তা'আলা আমার ব্যাপারে খালেছ সুন্নী ও মুহাম্মাদী বানিয়েছেন। এই দেশে 'আহলেহাদীছ' খুব কম হয়েছেন। কিছুসংখ্যাক আলিম ও সুক্ষতত্ত্ববিদ যাঁরা সুন্নাতের পাবন্দ (عامل بالسنة) ছিলেন, তাঁরা যুগের সাথে তাল রেখে ফিক্‌হের আড়াল (متستر بالفقه) হয়েছেন *(প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫২)*।

তিনি বলেন যে, আমি তাক্বলীদকে নয় বরং দলীলকে মাযহাব বলে থাকি। কিন্তু লোকেরা তাক্বলীদের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাকে দোষারোপ করে থাকে *(প্রাগুক্ত পৃ. ৭৮)*।

আল্লামা ছিদ্দীক হাসান খানের স্বরচিত 'আত্মজীবনী' হ'তে উদ্ধৃত উপরোক্ত বক্তব্যগুলি পর্যালোচনা করলে একথা পরিস্কারভাবে ফুটে উঠে যে, তিনি প্রচলিত চার মাযহাবের কোন একটির নির্দিষ্টভাবে 'মুক্বাল্লিদ' ছিলেন না। বরং নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছের অনুসারী ছিলেন। একস্থানে কয়েকটি ছহীহ হাদীছ বিরাজমান থাকলে তিনি তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধতম (أصح الصحيح) হাদীছের অনুসরণ করতেন। এক পর্যায়ে তিনি নিজেকে 'মশহূর আহলেহাদীছ' বলেও আখ্যায়িত করেছেন। এজন্য তাকে সমকালীন আলিমগণ 'ওয়াহ্‌হাবী' বলে অভিহিত করেছিলেন।[১৭]

[বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (পিএইচ.ডি থিসিস) শীর্ষক গ্রন্থ পৃঃ ৩৪৪-৩৪৭]

৮. 'তারাজিম' পৃঃ ২৪০-৪১; 'মিনার' পৃঃ ১০২।
৯. মিনার পৃঃ ১১৩।
১০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৭, ২২৩; 'তারাজিম' পৃঃ ২৪৩; আল্লামার প্রথম বিবাহ ভূপালের মুখ্যমন্ত্রীর বিধবা কন্যা ১ম খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর বংশধর যাকিয়া বেগমের সাথে ১২৭৭ হিজরীর ২৫শে শা'বান তারিখে রাজধানী ভূপালে অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব স্বামীর কয়েকটি সন্তান ছাড়াও এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁর দুই পুত্র ও দুই কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। তবে আফগান বংশোদ্ভূত রাণী দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে কোন সন্তান হয়নি। -মিনান' পৃঃ ১১২-২৪, ১৬২, ২৩৮।
১১. 'তারাজিম' পৃঃ ২৪৭।
১২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৪,৮৮।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৭।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৪-৮৫।
১৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮১।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১।
১৭.প্রাগুক্ত পৃ. ২৫৯; তারাজিম পৃ. ২৪৫; গৃহীত : মা'ছিরে ওয়ালাজাহ ৩য় খণ্ড পৃ. ৩০।

নফল ইবাদতের গুরুত্ব

-জাহিদুল ইসলাম

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি জ্বিন ও ইনসানকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি'। 'আমি তাদের থেকে কোন রূযি চাই না এবং আমি চাই না যে তারা আমাকে খাওয়াবে'। 'নিশ্চয় আল্লাহই রূযিদাতা এবং প্রবল পরাক্রমশালী' *(যারিয়াত ৫১/৫৬-৫৮)*। আর এই ইবাদতের দু'টি ভাগ লক্ষ্য করা যায় যথা- (১) ফরয বা আবশ্যকীয় যা অবশ্যই করতে হবে; যা সরাসরি আল্লাহ্র নির্দেশ। (২) নফল (সুন্নাত) বা অতিরিক্ত ইবাদত। যদিও সুন্নাতের মধ্যে কিছু নির্দেশসূচক সুন্নাত রয়েছে। যেগুলো নিয়মিত পালন করা যরূরী। এ সকল ইবাদত কখন কিভাবে কত পরিমাণে করতে হয় তা কুরআন ও হাদীছে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ইবাদত জেনে-বুঝে করতে পারলে অশেষ ছওয়াব হাছিল করা যায়। ফরয ও নফল ইবাদতের মধ্যে নিহিত, গূঢ় তত্ত্ব, মাহাত্ম্য, গুরুত্ব, মর্যাদা বা ফযীলতের কথা জানতে পারলে উক্ত ইবাদতে মন বসে, তা সম্পাদনে হৃদয় আগ্রহী হয় ও ইচ্ছা শক্তি প্রবল হয়। এজন্য কুরআন ও হাদীছে বিভিন্ন ইবাদতের ফযীলত পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেককে সর্বপ্রথম ছালাতের হিসাবে দিতে হবে। যদি ছালাতের সঠিক হিসাব দিতে পারে তাহ'লে সে সফলকাম হবে। আর যদি ফরয ছালাতে কোন ত্রুটি পাওয়া যায় তাহ'লে আল্লাহ তা'আল বান্দার নফল ছালাত দিয়ে ফরযের ত্রুটি মিটিয়ে দিবেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি দয়া করবেন ও মানুষকে কঠিন বিপদ হ'তে মুক্ত করবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلاَةُ قَالَ يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلاَئِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ انْظُرُوا فِى صَلاَةِ عَبْدِى أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِى مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَتِمُّوا لِعَبْدِى فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ-

'ক্বিয়ামতের দিন মানুষের আমলসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম তাদের ছালাতের হিসাব নেয়া হবে। তিনি বলেন, আমাদের মহান রব্ব ফিরিশতাদের বান্দার ছালাত সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করবেন, দেখো তো সে তা পরিপূর্ণভাবে আদায় করেছে নাকি তাতে কোন ত্রুটি রয়েছে? অতঃপর বান্দার ছালাত পূর্ণাঙ্গ হ'লে পূর্ণাঙ্গই লিখা হবে। আর যদি তাতে ত্রুটি থাকে তাহ'লে মহান আল্লাহ ফিরিশতাদের বলবেন, দেখো তো আমার বান্দার কোন নফল ছালাত আছে কিনা? যদি থাকে তাহ'লে তিনি বলবেন, আমার বান্দার ফরয ছালাতের ঘাটতি তার নফল ছালাত দ্বারা পরিপূর্ণ কর। অতঃপর সকল আমলই এভাবে গ্রহণ করা হবে'।[১]

মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয় অর্থাৎ ত্রুটি থাকাটাই স্বাভাবিক ব্যাপার তবে সেই ত্রুটি থেকে রক্ষা পাওয়ার একামাত্র উপায় হ'ল নফল ইবাদত। সে লক্ষ্যে ইবাদতের দিকে আমাদের মন যাতে আকৃষ্ট হয় এবং জান্নাত লাভের মাধ্যম হয়। সে জন্য কতিপয় নফল ইবাদতের গুরুত্ব কুরআন ও হাদীছের আলোকে তুলে ধরা হ'ল।

নফল ছালাতসমূহ :

ওযু করে নিয়মিত দু'রাকআত ছালাত আদায় করা :

রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ-

'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করে অন্তর ও স্বীয় মুখমণ্ডলকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র দিকে ফিরিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়'।[২]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত একদিন ফজরের ছালাতের পর রাসূল (ছাঃ) বেলাল (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন হে বেলাল! মুসলমান হওয়ার পর তুমি কি এমন আমল করো যার নেকীর আশা তুমি অধিক পরিমাণ কর? কেননা আজ রাতে জান্নাতে আমার আগে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পেয়েছি। বেলাল (রাঃ) বললেন, মুসলিম হওয়ার পর আমি এমন কোন আমল করিনি যা আমার নিকট অধিক নেকীর কারণ হ'তে পারে। তবে আমি রাতে অথবা দিনে যখনই ওযূ করি তখনই সে ওযূ দ্বারা ছালাত আদায় করি, যা আদায় করার তাওফীক আল্লাহ আমাকে দেন'।[৩]

ইশরাক্ব : ইশরাক্ব অন্যতম নফল ছালাত আল্লাহ রাসূল (ছাঃ) এটি পড়তেন।

চাশতের ছালাত : চাশতের নফল ছালাত যা মুমিন জীবনের বড় পাথেয়। যা রাসূল (ছাঃ)-এর নিজের আমলী যিন্দেগীর একটি অংশ ছিল। সুতরাং অধিক নেকীর জন্য এটি আদায় করা উচিৎ।

রাসূল (ছাঃ) বলেন,

فِى الإِنْسَانِ ثَلاَثُمِائَةِ وَسِتُّونَ مَفْصِلاً فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ بِصَدَقَةٍ. قَالُوا وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا

---

১. *তিরমিযী, আবু দাঊদ হা/৮৬৪।*
২. *মুসলিম হা/৫৮৬; মিশকাত হা/২৮৮।*
৩. *মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৩২২; তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩২৬।*

رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النُّخَاعَةُ تَرَاهَا فِى الْمَسْجِدِ فَتَدْفِنُهَا أَوِ الشَّىْءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُكَ–

‘মানুষের শরীরে ৩৬০টি জোড় রয়েছে। অতএব মানুষের কর্তব্য হ’ল প্রত্যেক জোড়ের জন্য একটি করে ছাদাক্বা করা। ছাহাবীগণ বললেন, কার শক্তি আছে এই কাজ করার, হে আল্লাহ্র নবী? তিনি বললেন, থুথু ইত্যাদি যা মসজিদে দেখবে তা দাফন করবে এবং কষ্টদায়ক বস্তু যা রাস্তায় দেখবে তা সরিয়ে ফেলবে। যদি তা করতে না পার তাহলে চাশতের দু’রাক‘আত ছালাতই এজন্য যথেষ্ট’।[৪]

দিনে রাতে ১২ রাক‘আত :

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَلَّى فِىْ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ، أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ– ‘যে ব্যক্তি দিবারাত্রিতে ১২ রাক‘আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করা হবে। যোহরের পূর্বে চার, পরে দুই, মাগরিবের পরে দুই, এশার পরে দুই ও ফজরের পূর্বে দুই’।[৫]

রাতে ছালাত আদায় করা :

রাসূল (ছাঃ) বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلاَمَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ –

‘হে মানুষ! তোমরা সালামের প্রচলন কর, খাদ্যদান কর, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা কর, এবং লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তোমরা ছালাত পড়। এতে তোমরা নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে’।[৬] হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ فِى الْجَنَّةِ غُرَفًا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا. فَقَامَ أَعْرَابِىٌّ فَقَالَ لِمَنْ هِىَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلاَمَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

আলী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে একটি কক্ষ আছে, যার বাইরের অংশ ভিতর থেকে এবং ভিতরের অংশ বাহির থেকে দেখা যাবে। একজন বেদুঈন দাঁড়িয়ে বললেন, সে কক্ষ কার জন্য হবে হে রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, যে ব্যক্তি উত্তম কথা বলে, খাদ্যদান করে, নিয়মিত ছিয়াম পালন করে এবং রাত জেগে ছালাত আদায় করে যখন মানুষেরা ঘুমিয়ে থাকে’।[৭]

৪. আবু দাউদ হা/৫২৪৪।
৫. মুসলিম, মিশকাত হা/১১৫৯।
৬. ইবনু মাজাহ হা/৩৩৭৪; মিশকাত হা/১৯০৭।
৭. তিরমিযী হা/২১১২; মিশকাত হা/১২৩২।

ছালাতের পরে যিকর বা দো‘আ পাঠ করা : ছালাতের পরে যিকির-আযকার পাঠ করার প্রভূত নেকী রয়েছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِى جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ–

‘যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা‘আতে পড়ে, অতঃপর সূর্য ওঠা পর্যন্ত আল্লাহ্র যিকরে বসে থাকে, অতঃপর দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য পূর্ণ একটি হজ্জ ও ওমরাহ্র নেকী হয়’।[৮]

এছাড়া অনেকগুলো দো‘আ রয়েছে যেমন, আবু হুরাইরা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি প্রত্যেক ছালাতের পরে سُبْحَانَ اللهِ সুবহা-নাল্লাহ ৩৩ বার, اَلْحَمْدُ لله আলহামদু লিল্লা-হ ৩৩ বার, اَللهُ أَكْبَر আল্লা-হু আকবার ৩৩ বার সর্বমোট ৯৯ বার এবং ১০০ পূরণ করার জন্য (লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর) দো‘আ পাঠ করবে, তার সমুদ্রের ফেনা বরাবর পাপ হ’লেও মাফ হয়ে যাবে’।[৯]

তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি ছালাতের পরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ করতে কোন বাধা থাকে না মৃত্যু ব্যতীত’।[১০]

নফল ছিয়াম পালন :

নফল ছিয়ামসমূহ মুমিন জীবনের বড় সম্বল যা তাকে বেহেশতের কুঞ্জ-কাননে পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا–

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একদিন ছিয়াম পালন করবে আল্লাহ জাহান্নামকে তার নিকট হ’তে সত্তর বছরের পথ দূর করে দিবে’।[১১]

মাসে তিনটি ছিয়াম :

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ– ‘যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন ছিয়াম রাখে তা যেন সারা বছর ছিয়াম রাখার সমান’।[১২]

৮. তিরমিযী হা/৫৮৬।
৯. মুসলিম হা/ ১৩৮০; মিশকাত হা/৯৬৭।
১০. সিলসিলা ছহীহা হা/৯৭২।
১১. বুখারী হা/২৮৪০।
১২. তিরমিযী হা/৭৬৭।

Contents

শাওয়ালের ছিয়াম :

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِىِّ رضى الله عنه أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ. আবু আইয়ূব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানের (ফরয) ছিয়াম রাখার পরে শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম পালন করে, সে ব্যক্তি পূর্ণ এক বছরের ছিয়াম পালন করার সমান নেকী লাভ করে'।[১৩]

আরাফার ছিয়াম :

আরাফার দিন হ'ল বান্দার ক্ষমা লাভের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা আরাফার দিনে ক্ষমার শুভক্ষণ নিয়ে হাযির হন। তাই আরাফার দিন প্রতিটি মুমিনকে এ সুযোগ কাজে লাগানো দরকার। হাদীছে আছে,

عَنْ أَبِى قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّى أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ.

আবু কাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে আরাফার দিনের ছিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হ'লে, তিনি বলেন, উক্ত ছিয়াম গত এক বছর ও আগামী এক বছরের কৃত পাপ মিটিয়ে দেয়'।[১৪]

মুহাররমের ছিয়াম :

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ. আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'রামাযানের ছিয়ামের পরে শ্রেষ্ঠ ছিয়াম হ'ল মুহাররমের ছিয়াম। আর ফরয ছালাতের পরে শ্রেষ্ঠ ছালাত হ'ল তাহাজ্জুদের ছালাত'।[১৫]

শা'বানের ছিয়াম :

রামাযানের পূর্বে শা'বান একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস। রামাযানের প্রস্তুতি পর্ব এ মাস থেকে শুরু হয়ে যায়। বিশেষ করে বান্দার আমলসমূহ এ মাসেই আল্লাহ নিকট পেশ করা হয়। এজন্য রাসূল (ছাঃ) এ মাসে অধিকহারে ছিয়াম রাখতেন।

হাদীছে এসেছে,

أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ.قَالَ ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِى وَأَنَا صَائِمٌ-

হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমি বললাম হে রাসূল (ছাঃ)! আপনাকে শা'বান মাসে যত ছিয়াম রাখতে দেখি তত ছিয়াম অন্য মাসে রাখতে দেখিনা তার কারণ কি? রাসুল (ছাঃ) বললেন, এটা সেই মাস যে মাসে বান্দার আমল সমূহ আল্লাহ্র নিকট পেশ করা হয়। আর আমি আশা করি যে, আমার আমলসমূহ ছিয়াম অবস্থায় আল্লাহ্র নিকট পেশ করা হোক'।[১৬]

মিসওয়াক করা :

মুখপরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম মিসওয়াক। মিসওয়াকের মাধ্যমে মুখের দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় এবং দন্ত রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। মিসওয়াক করা সুন্নাত। হাদীছে এসেছে, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ- 'আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, মিসওয়াক হ'ল মুখ পরিস্কারকারী ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উপায়'।[১৭] রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ- 'যদি আমি আমার উম্মতের উপরে কষ্টকর মনে না করতাম, তাহ'লে প্রত্যেক ওযূর পূর্বে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম'।[১৮]

'আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) মিসওয়াক করার নির্দেশ দেন এবং তিনি বলেন, নিশ্চয়ই বান্দা যখন মিসওয়াক করে ছালাতে দাঁড়ায় তখন ফেরেশতা তার পিছনে দাঁড়ায়। অতঃপর ক্বিরাআত শুনতে থাকে এবং তার কিংবা তার ক্বিরাতের নিকটবর্তী হয়। এমনকি ফেরেশতা তার মুখের সাথে মুখ লাগিয়ে দেয়। তার মুখ থেকে কুরআনের যা বের হয় তা ফেরেশতার পেটের ভিতর প্রবেশ করে। অতঃপর তোমরা কুরআন তেলাওয়াতের জন্য মিসওয়াক কর'।[১৯]

এমনকি ছিয়াম অবস্থায়ও ডাল বা পেস্টযুক্ত ব্রাশ দ্বারা মিসওয়াক করা যাবে। অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَاكُ، وَهُوَ صَائِمٌ مَا لاَ أُحْصِى أَوْ أَعُدُّ- 'আমের ইবনু রাবী'আ (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূল (ছাঃ)-কে ছিয়াম অবস্থায় অসংখ্যবার মিসওয়াক করতে দেখেছি'।[২০] *(চলবে)*

লেখক : অনার্স ৪র্থ বর্ষ, সরকারী কলেজ, সাতক্ষীরা।

---

১৩. *মুসলিম হা/২৮১৫।*
১৪. *তিরমিযী হা/৭৫৪।*
১৫. *তিরমিযী হা/৪৪০; মিশকাত হা/ ২০৩৯।*
১৬. *নাসাঈ হা/২৩৫৭।*
১৭. *বুখারী তা'লীক হা/১৯৩৪; নাসাঈ হা/৫; মিশকাত হা/৩৮১।*
১৮. *বুখারী তা'লীক হা/১৯৩৪; মুসনাদে আহমাদ হা/১০৮৮০।*
১৯. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/১২১৩।*
২০. *বুখারী হা/২৭।*

কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে ঈমানের শাখা

-হাফেয আব্দুল মতীন

(৪র্থ কিস্তি)

(২১) ই'তিকাফ করা :

মহান আল্লাহ বলেন,

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

'তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে ছালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর। আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাইলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী ও রুকূকারী-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র কর' *(বাক্বারাহ ২/১২৫)*। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত,

كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِه.

'নবী করীম (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এই নিয়মই ছিল। এরপর তাঁর সহধর্মিনীগণও (সে দিনগুলোতে) ই'তিকাফ করতেন'।[১]

(২২) হজ্জ আদায় করা :

মহান আল্লাহ বলেন, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا 'আর আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্জ করা সেসব মানুষের উপর আবশ্যকীয় কর্তব্য, যারা শারীরিক ও আর্থিকভাবে ঐ পথ অতিক্রমে সামর্থ্য রাখে' *(আলে ইমরান ৩/৯৭)*। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি শারীরিক ও আর্থিক উভয় দিক দিয়ে হজ্জ করতে সমর্থবান, তাদের উপর হজ্জ করা ওয়াজিব।[২] মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ -

'আর মানুষের নিকট হজ্জের ঘোষণা দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং কৃশকায় উটে চড়ে দূর পথ পাড়ি দিয়ে' *(হজ্জ ২২/২৭)*। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ 'তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরাহ সম্পন্ন কর' *(বাক্বারাহ ২/১৯৬)*।

হাদীছে এসেছে, ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, 'আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন,

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

'ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর দন্ডায়মান। এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল ও তাঁর বান্দা। ছালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হাজ্জ সম্পাদন করা ও রামাযানের ছিয়াম পালন করা'।[৩]

(২৩) আল্লাহ্র দ্বীন আল্লাহ্র যমীনে সমুন্নত করার জন্য জিহাদ করা :

মহান আল্লাহ বলেন,وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَ جِهَادِه 'এবং জিহাদ কর আল্লাহ্র পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিৎ *(হজ্জ ২২/৭৮)*। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, তোমাদের ধন সম্পদ দিয়ে, তোমাদের জিহ্বা-কথার দ্বারা এবং নফস-আত্মার মাধ্যমে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করার মত জিহাদ কর।[৪] মহান আল্লাহ আরো বলেন, يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ 'তারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে, আর তারা কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না' *(মায়েদাহ ৫/ ৫৪)*। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً 'তোমরা ঐ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের আশে-পাশে অবস্থান করে, আর যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা পায়' *(তাওবা ৯/১২৩)*।

মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ 'হে নবী মু'মিনদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ কর' *(আনফাল ৮/৬৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَىُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيمَانٌ بِاللَّه وَرَسُوله. قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ. قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ-

'আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, কোন আমল উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। জিজ্ঞেস করা হ'ল, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা। প্রশ্ন করা হ'ল, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, মাক্ববূল হজ্জ সম্পাদন করা'।[৫]

---

১. *আহমাদ হা/২৪৬৫৭; বুখারী হা/২০২৬; মুসলিম হা/২৮৪১।*
২. *তাফসীর ইবনে কাছীর ৩/১২০ পৃঃ।*
৩. *আহমাদ হা/৬০১৫; বুখারী হা/৮; মুসলিম হা/১৬; ইমাম বায়হাক্বী, আল-জামে' শু'আবিল ঈমান ৫/৪৩৮ পৃঃ।*
৪. *তাফসীর ইবনে কাছীর ১০/৯৯।*
৫. *আহমাদ হা/ ৭৫৮০; বুখারী হা/ ২৬; মুসলিম হা/ ৮৩।*

Contents

قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ، لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ–

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা শত্রুর সঙ্গে মোকাবেলায় অবতীর্ণ হবার কামনা করবে না বরং আল্লাহ্‌র তা'আলার নিকট নিরাপত্তার দো'আ করবে। অতঃপর যখন তোমরা শত্রুর সম্মুখীন হবে তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে। জেনে রাখবে, জান্নাত তরবারীর ছায়ার নীচে অবস্থিত'।[৬] মোদ্দাকথাঃ জিহাদের বিষয়টি খুব কঠিন, জিহাদের জন্য অনেক শর্ত রয়েছে। সেগুলো আগে জানতে হবে, না জেনে হঠাৎ করে মানুষকে হত্যা করা, দুনিয়াবী স্বার্থে একে অপরকে হত্যা করা, এর নাম জিহাদ নয় বরং এরূপ কাজ হচ্ছে সন্ত্রাস। তাই এ সম্পর্কে আলেম-ওলামা ও যারা কুরআন সুন্নাহ ও সালাফে ছালেহীনের পথ ধরে মানুষকে ডাকে ঐসব আল্লাহ ভীরু ওলামায়ে রব্বানীদের জিজ্ঞেস করবে।

(২৪) আল্লাহ্‌র রাস্তায় সীমান্ত পাহারা দেওয়া : মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ–

'হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ধর ও ধৈর্যে অটল থাক এবং পাহারায় নিয়োজিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হও' *(আলে ইমরান ৩/২০০)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم – قَالَ رِبَاطُ يَوْمٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا–

সাহল ইবনু সা'দ সাঈদী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্‌র পথে একদিন সীমান্ত পাহারা দেয়া দুনিয়া ও এর উপর যা কিছু আছে তার চেয়ে ও উত্তম'।

وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا–

'জান্নাতে তোমাদের কারো চাবুক পরিমান জায়গা দুনিয়া এবং ভূপৃষ্ঠের সমস্ত কিছুর চেয়ে উত্তম। আল্লাহ্‌র পথে বান্দার একটি সকাল বা বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া এবং ভূপৃষ্ঠের সব কিছুর চেয়ে উত্তম'।[৭]

(২৫) শত্রুর মোকাবিলায় যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ় থাকা : মহান আল্লাহ বলেন, إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 'হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা কোন দলের মুখোমুখি হও, তখন অবিচল থাক, আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হও' *(আনফাল ৮/৪৫)*। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

'হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন কাফিরদের মুখোমুখি হবে বিশাল বাহিনী নিয়ে, তখন তাদের থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না। আর যে ব্যক্তি সেদিন তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে তা'হলে সে আল্লাহ্‌র গযব নিয়ে ফিরে আসবে। তবে যুদ্ধের জন্য (কৌশলগত) দিক পরিবর্তন অথবা নিজ দলে আশ্রয় গ্রহণের জন্য হ'লে ভিন্ন কথা এবং তার আবাস জাহান্নাম আর সেটি কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল' *(আনফাল ৮/ ১৫-১৬)*। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ–

'হে নবী মু'মিনদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ কর, তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন ধৈর্যশীল মুজাহিদ থাকে তবে তারা দু'শ জন কাফিরের উপরে জয়যুক্ত হবে' *(আনফাল ৮/৬৫)*।

(২৬) গণীমতের মাল এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মাল এবং বাকী অংশ যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের জন্য : মহান আল্লাহ বলেন,

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا–

'আর তোমরা যেনে রেখে যে, যুদ্ধে তোমরা যা কিছু গণীমতের মাল লাভ করেছ, এর এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ, তাঁর রাসূল নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরের জন্যে, (এই নিয়ম মেনে চলবে)। যদি তোমরা ঈমান এনে থাকো আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের প্রতি যা আমি অবতীর্ণ করেছি' *(আনফাল ৮/৪১)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'আর কোন নবীর পক্ষে আত্মসাৎ করা শোভনীয় নয় এবং যে কেউ আত্মসাৎ করেছে তবে যা সে আত্মসাৎ করেছে তা উত্থান দিবসে আনয়ন করা হবে' *(আলে ইমরান ৩/১৬১)*। হাদীছে এসেছে,

أَبُو هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَامَ فِينَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ قَالَ لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَغِثْنِى. فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ

৬. *আহমাদ হা/ ১৯১১৪; বুখারী হা/২৯৬৬; মুসলিম হা/১৭৪২।*
৭. *বুখারী হা/ ২৮৯২; আহমাদ হা/২২৯২৩।*

Contents

أَبْلَغْتُكَ. وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي. فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ، فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي. فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ، فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي . فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ–

'আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছাঃ) একদিন আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে গণীমতের অর্থসম্পদ আত্মসাতের ভয়াবহতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখলেন এবং ভয়াবহ পরিণামের বিষয়েও আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, আমি কিয়ামতের দিন তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায় দেখতে চাই না যে, সে ঘাড়ে একটি চিৎকাররত বকরী, একটি হেষ্রারত অশ্ব বহন করছে এবং আমাকে দেখে বলছে যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এ বিপদ থেকে (রক্ষা) উদ্ধার করুন। তখন আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারছি না। আমি তো আল্লাহ্র বিধি-বিধান তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম। (অথবা) আমি তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায় ও দেখতে চাই না যে, সে একটি চিৎকাররত উট ঘাড়ে বহন করে আমার কাছে এসে বলছে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে বিপদমুক্ত করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারছি না, আল্লাহর বাণী বা আদেশ-নিষেধ তো আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম। (অথবা) তোমাদের কাউকে আমি এমন ও দেখতে চাই না যে, সে সম্পদের বোঝা ঘাড়ে করে আমার কাছে আগমন করে বলবে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করুন। আমি বলব, আমি আল্লাহ্র বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছিলাম। (অথবা) তোমাদের কোন ব্যক্তি কাপড়ের গাঁটটি ঘাড়ে বহন করে আগমন করবে আর বাতাসে কাপড় তার ঘাড়ের উপরে উড়তে থাকবে। সে বলবে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে বিপদমুক্ত করুন। আমি বলব, আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারছি না। আল্লাহ্র বাণী তো আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম'।[৮] 'আব্দুল কায়েস এর প্রতিনিধি দল আল্লাহ্র রাসূলের নিকট আসলে,

তিনি তাদেরকে চারটি বিষয়ের আদেশ এবং চারটি বিষয় হ'তে নিষেধ করলেন। তাদেরকে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ দিলেন, এবং বললেন, এক আল্লার প্রতি কী ভাবে বিশ্বাস করতে হয় তা কি তোমরা জান? তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, তা হচ্ছে, এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল ও (বান্দা)। ছালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা, রামাযানের ছিয়াম পালন করা। আর তোমরা গণীমতের সম্পদ হ'তে এক পঞ্চমাংশ আদায় করবে। তিনি তাদেরকে চারটি বিষয় হ'তে বিরত থাকতে বললেন, আর তা হচ্ছে, সবুজ কলস, শুকানো কদুর খোল, খেজুর বৃক্ষের গুড়ি হতে তৈরী বাসন এবং আলকাতরা দ্বারা রাঙানো পাত্র। তিনি অরো বলেন, তোমরা এ বিষয় গুলো ভালো করে জেনে নাও এবং অন্যদেরকেও এগুলো অবগত কর।[৯]

(২৭) আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের জন্য ক্রীতদাস আযাদ করা : মহান আল্লাহ বলেন, فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. فَكُّ رَقَبَةٍ. 'কিন্তু সে দুর্গম গিরি পথে প্রবেশ করলো না। তুমি কি জান দুর্গম গিরি পথটি কি? এটা হচ্ছে, কোন দাসকে মুক্ত করা' *(বালাদ ৯০/১১-১৩)*। অন্য হাদীছে এসেছে,

أَبُو هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ. قَالَ سَعِيدٌ ابْنُ مَرْجَانَةَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ فَعَمَدَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ رضى الله عنهما إِلَى عَبْدٍ لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَشَرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ .

'আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবে, তার (আযাদ কৃত দাসের) প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে আল্লাহ তার (মুক্তি দানকারী ব্যক্তির) প্রতিটি অঙ্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। সা'ঈদ ইবনে মারজানা বলেছেন, আমি আলী ইবনে হুসাইন এর নিকট গিয়ে হাদীছটি বর্ণনা করলে আলী ইবনে হুসাইন-তাঁর এমন একটি ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দেয়ার সংকল্প করলেন, যাকে খরিদ করার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর দশ হাযার দিরহাম অথবা এক হাযার দীনার দিতে প্রস্তুত ছিলেন। এরপর তিনি তাকে (দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে) মুক্ত করেছিলেন'।[১০]

(২৮) কাফফারা আদায় করা : কুরআন সুন্নাহতে বর্ণিত কয়েকটি কাফফারা সর্ম্পকে নিম্নে বর্ণিত হ'ল।

(ক) হত্যার কাফফারা :

মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ–

'হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! নিহতগণের সম্বন্ধে তোমাদের জন্যে প্রতিশোধ গ্রহণ বিধিবদ্ধ হ'ল; স্বাধীনের পরিবর্তে স্বাধীন, দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী;

৮. *বুখারী হা/৩০৭৩* ।

৯. *বুখারী হা/৫৩*।

১০. *বুখারী হা/২৫১৭; আহমাদ হা/১০৮০১; মুসলিম হা/ ১৫০৯*।

কিন্তু যদি কেউ তার ভাই কর্তৃক কোন বিষয়ে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়, তবে যেন ন্যায়ভাবে তাগাদা করে এবং তা পরিশোধ করে। এটা তোমাদের প্রতিপালনের পক্ষ হ'তে লঘু বিধান ও করুণা। অতঃপর যে কেউ সীমালংঘণ করবে তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। হে জ্ঞানবান লোকেরা! কিছাছ (প্রতিশোধ) গ্রহণে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে যেন তোমরা আল্লাহভীরু হও' *(বাক্বারাহ ২/ ১৭৮-১৭৯)*। হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, কুরআনের বিধানটা মানব জাতি যদি মেনে নিত তা'হলে কতই না ভালো হ'ত! অন্যায় ভাবে হত্যা কারীকে, হত্যার বদলে হত্যা করা হলে মানুষের অনেক জীবন বাঁচত, যখন কেউ জানবে যে, আমি কাউকে হত্যা করলে আমাকেও হত্যা করা হবে, তখন সে অবশ্যই নিজের জীবনের ভয় করবে এবং অন্যকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকবে।[১১] মহান আল্লাহ বলেন,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ-

'আর আমরা তাদের প্রতি তাদের (তাওরাতে) এটা ফরয করেছিলাম যে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং বিশেষ যখমেরও বিনিময় রয়েছে। ফলে যে ব্যক্তি ক্ষমা করে দেয় তবে এটা তার জন্যে (পাপের) কাফ্ফারা হয়ে যাবে' *(মায়েদাহ ৫/৪৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

'আর কোন মুমিনের কাজ নয় অন্য মুমিনকে হত্যা করা, তবে ভুলবশত হ'লে (ভিন্ন কথা)। যে ব্যক্তি ভুলক্রমে কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তাহ'লে একজন মুমিন দাসকে মুক্ত করতে হবে এবং দিয়াত (রক্ত পণ দিতে হবে) যা হস্তান্তর করা হবে তার পরিজনদের কাছে। তবে তারা যদি ছাদাক্বা (ক্ষমা) করে দেয় (তাহ'লে দিতে হবে না)। আর সে যদি তোমাদের শত্রু কওমের হয় এবং সে মুমিন, তাহ'লে একজন মুমিন দাস মুক্ত করবে। আর যদি এমন কওমের হয় যাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সন্ধিচুক্তি রয়েছে তাহ'লে দিয়াত দিতে হবে , যা হস্তান্তর করা হবে তার পরিবারের কাছে এবং একজন মুমিন দাস মুক্ত করতে হবে। তবে যদি না পারে তা'হলে একাধারে দু'মাস ছিয়াম পালন করবে। এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ক্ষমাস্বরূপ। আর আল্লাহসর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

আর যে ইচ্ছাকৃত কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হচ্ছে জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর আল্লাহ তার উপর ক্রুদ্ধ হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য বিশাল আযাব প্রস্তুত করে রাখবেন' *(আল-নিসা ৪/৯২-৯৩)* ।

উল্লেখ্য যে, জমহুর সালাফ উম্মাহ এবং খালাফের মতে, হত্যাকারীর জন্য আল্লাহ এবং তার মাঝে তাওবা রয়েছে। যদি সে খুশু-খুযূ-ভয়-ভীতি সহকারে আল্লাহর নিকট তাওবা করে ও অনুতপ্ত হৃদয়ে মহান আল্লাহ্র দিকে রুজূ হয়, সৎ আমল করে তা'হলে মহান আল্লাহ তার-খারাপ আমল টি পরিবর্তন করে ভাল কাজে রূপান্তরিত করবেন, বরং হত্যাকৃত ব্যক্তিকে (হত্যাকারী ব্যাক্তির) যুলুমের ক্ষতিপূরণ দিবেন, এবং তার চাওয়াতে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا

'যারা আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করে না এবং যারা আল্লাহ যাকে হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং যারা ব্যভিচার করে না। যারা এগুলি করবে তারা শাস্তি ভোগ করবে। ক্বিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তারা সেখানে লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল থাকবে। তবে তারা ব্যতীত, যে তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে। আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। আর যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকর্ম করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে' *(ফুরকান ২৫/ ৬৮-৭১)*।

মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

'তুমি বল, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু' *(যুমার ৩৯/৫৩)*। এ আয়াতটি হ'ল আম যা সমস্ত পাপকে শামিল করে। যদিও সেটি কুফরী হয়, শিরকী হয়, সন্দেহজনক হয় অথবা নিফাক্বী হয়, হত্যার মাধ্যমে হোক অথবা ফিসক্বীর মাধ্যমে হোক ইত্যাদি। যে সমস্ত ব্যক্তিরা তার পাপ থেকে খালেস নিয়তে তাওবা করবে, মহান আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। তিনি ক্ষমা করেন এছাড়া অন্যান্য পাপ যার জন্য তিনি চান। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে অবশ্যই মহাপাপ রচনা করে' *(নিসা ৪/ ৪৮)*। এ আয়াতটিও আম যা সমস্ত

১১. *ইবনে কাছীর হা/১৬৬।*

গুনাহ এর মধ্যে প্রবেশ করবে, তবে শিরক ব্যতীত। আল্লাহ অধিক জানেন।[১২] অতএব পাপ করলেই তাওবাতুন নাছূহা করতে হবে অনতিবিলম্বে।

যিহারের কাফফারা : এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ- وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ - فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ-

‘তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে,[১৩] তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা তো কেবল তারাই যারা তাদেরকে জন্ম দিয়েছে। আর তারা অবশ্যই অসঙ্গত ও অসত্য কথা বলে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক পাপ মোচনকারী, বড়ই ক্ষমাশীল। আর যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে ‘যিহার’ করে অতঃপর তারা যা বলেছে তা থেকে ফিরে আসে, তবে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করবে। এর মাধ্যমে তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত। কিন্তু যে তা পারবে না, সে লাগাতার দু’মাস ছিয়াম পালন করবে, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে। আর যে (এরূপ করার) সামর্থ্য রাখে না সে ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে। এ বিধান এজন্য যে, তোমরা যাতে আল্লাহও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন। আর এগুলো আল্লাহ্র (নির্ধারিত) সীমা এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব’ *(মুজাদালাহ ৫৮/২-৪)* ।

কসম ভঙ্গের কাফফারা : এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ-

‘আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না তোমাদের অর্থহীন শপথের ব্যাপারে, কিন্তু যে শপথ তোমরা দৃঢ়ভাবে কর সে শপথের জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করেন। সুতরাং এর কাফ্ফারা হ’ল দশ জন মিসকীনকে খাবার দান করা, মধ্যম ধরনের খাবার, যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে খাইয়ে থাক, অথবা তাদের বস্ত্র দান, কিংবা একজন দাস-দাসী মুক্ত করা। অতঃপর যে সামর্থ্য রাখে না তবে তিন দিন ছিয়াম পালন করা। এটা তোমাদের শপথের কাফ্ফারা, যদি তোমরা শপথ কর, আর তোমরা তোমাদের শপথ হেফাযত কর। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর’ *(মায়িদাহ ৫/৮৯)*।

রামাযানে স্ত্রী সহবাসের কাফফারা : হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ الأَخِرَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِه فِى رَمَضَانَ فَقَالَ أَتَجِدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً قَالَ لاَ قَالَ فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لاَ . قَالَ أَفَتَجِدُ مَا تُطْعِمُ بِهِ سِتِّينَ مِسْكِينًا. قَالَ لاَ . قَالَ فَأُتِىَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ وَهُوَ الزَّبِيلُ قَالَ أَطْعِمْ هَذَا عَنْكَ. قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا . قَالَ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ-

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার কী হয়েছে। সে বলল, আমি ছিয়াম অবস্থায় আমার স্ত্রী সাথে মিলিত হয়েছি। আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বললেন, আযাদ করার মত কোন ক্রীতদাস তুমি পাবে কী? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি একাধারে দু’মাস ছিয়াম পালন করতে পারবে? সে বলল না, এরপর তিনি বললেন, ষাট জন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে কি? সে বলল, না। রাবী বলেন, তখন নবী (ছাঃ) থেমে গেলেন, আমরাও এ অবস্থায় ছিলাম। এ সময় নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে ‘আরাক’ তথা খেজুর ঝুড়ি পেশ করা হ’ল। আবার নবী করীম (ছাঃ) বললেন, প্রশ্নকারী কোথায়? তিনি বললেন, এগুলো নিয়ে ছাদাক্বা করে দাও। তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার চাইতেও অভাবগ্রস্থকে ছাদাক্বা করব? আল্লাহর শপথ! মদীনার উভয় প্রান্তের মধ্যে আমার পরিবারের চেয়ে অভাবগ্রস্ত আর কেউ নেই। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) হেঁসে উঠলেন এবং তার দাঁত (আন-ইয়াব) দেখা গেল। অতঃপর তিনি বললেন, এগুলো তোমার পরিবারকে খাওয়াও’।[১৪]

[লেখক : লিসান্স ও এম.এ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব]

১২. *ইবনে কাছীর ৪/২০৯।*

১৩. স্ত্রীকে মায়ের সাথে অথবা মায়ের কোন অংগের সাথে তুলনা করাকে ‘যিহার’ বলে। প্রাচীন আরব সমাজে স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করার মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হ’ত। ইসলামে এর মাধ্যমে সরাসরি বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় না। তবে অসঙ্গত কথা বলার কারণে কাফ্ফারা দিতে হয়।

১৪. *বুখারী হা/১৯৩৬; আহমাদ হা/৭২৯০; মুসলিম হা/১১১১।*

সফল খতীব হওয়ার উপায়

-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম

(৩য় কিস্তি)

চতুর্থ : আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা।

স্বরণ রাখুন আপনি খুতবা দিচ্ছেন ও কথা বলছেন একমাত্র আল্লাহ্র ক্ষমতা ও শক্তি বলে। সুতরাং যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন তাহ'লে আপনার মুখকে খুলে দিবেন নতুবা তালাবদ্ধ করবেন। যদিও আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে আপনাকে কথা বলার ব্যাপারে সামর্থবান ও অপরাগতার উভয়ই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। নিশ্চয় আপনার গলা যা ধ্বনি বের হওয়ার স্থান, জিহ্বা, ঠোঁট, দাঁতসমূহ এবং কথা গঠন করতে ও সুমধুর কণ্ঠস্বর তৈরি করা মহান আল্লাহ্র অপার সৃষ্টি। যেমন আল্লাহ বলেন,

الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ 'যিনি (আল্লাহ) সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন' *(হা-মীম-সাজদাহ ৪১/২১)*।

আর হে খতীব! অবশ্যই আল্লাহ আপনার সাথে আছেন সাহায্যকারী ও অন্তরে (জ্ঞানের) জাগ্রতকারী হিসেবে। পূববর্তী দাঈদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। আল্লাহকে আঁকড়ে ধরুন অর্থাৎ (পবিত্র কুরআন ছহীহ সুন্নাকে) যাতে আপনার জন্য আল্লাহ্র নবী মূসা (আঃ)-এর জীবন আদর্শকে উত্তম আদর্শ হয়। যেখানে মূসা (আঃ) বলেছিলেন। আল্লাহ বলেন,

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي- وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي- وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي . يَفْقَهُوا قَوْلِي-

অর্থ : (মূসা বলল) 'হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রসারিত করে দাও। এবং আমার কর্ম সহজ করে দাও আর আমার জিহ্বার আড়ষ্টতা দূর করে দাও। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে' *(ত্বোয়াহা ২০/২৫-২৮)*।

আর কঠোরভাবে হুশিয়ার থাকবে প্রতারক দাঈর কবল থেকে এবং তাদের আত্মতুষ্টি থেকে, কেননা তাদের প্রচার-প্রচারণা ছল-চাতুরতায় পরিপূর্ণ যা হৃদয়ে হতাশা সৃষ্টি করে।

পঞ্চম : আল্লাহ্র জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ হওয়া।

কেননা আম জনতা খত্বীবের (পথচলার) দিকে নযর রাখবে এবং সূক্ষ্মভাবে তার দিকে দৃষ্টি দেবে। এ কারণে খত্বীবকে তার কথার সাথে (বক্তব্যের) কাজের মিল রাখতে হবে। অতএব খত্বীবের প্রতি আবশ্যক যে ইসলামের বিধান সমূহকে নিজের জীবনে সম্পূর্ণরুপে বাস্তবায়ন করা। তাহ'লে তার বক্তব্য শ্রোতাদের মাঝে গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে খত্বীবের কথা কাজে অমিল হ'লে অবশ্যই সে শ্রোতাদের নিকট তার কথার (বক্তব্যের) মাধ্যমে আস্থাভাজন হ'তে পারবে না। আল্লাহ বলেন,

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ-

অর্থ : 'তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও, আর নিজেদের বেলায় তা ভুলে যাও? অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করে থাকো? তোমরা কি বুঝো না? *(বাক্বারাহ ২/৪৪)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ-

অর্থ : 'হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না তা কেন বল? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহ্র কাছে খুবই অসন্তোষজনক' *(ছফ ৬১/২-৩)*।

আদর্শ খত্বীব তিনিই যিনি সমাজের আশরাফ-আতরাফ সকল শ্রেণীর মানুষকে তার কথা ও কাজের সম্মোহনের মাধ্যমে আহবান করবে। ফলে সে প্রভাব বিস্তারকারী দাঈ হিসাবে সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করবে ও মানুষের অন্তরের মণিকোটায় জায়গা করে নেবে যা তার দাওয়াতী যিন্দেগীকে ভিন্ন মাত্রা দেবে। আর দাঈর (খত্বীব) কথা-কাজে মিল পাওয়া যাবে না তার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) মমার্ন্তিক পরিণতির কথা উল্লেখ করে বলেন,

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قِيلَ لَهُ أَلاَ تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ فَقَالَ أَتَرَوْنَ أَنِّى لاَ أُكَلِّمُهُ إِلاَّ أُسْمِعُكُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِى وَبَيْنَهُ مَا دُونَ أَنْ أَفْتَتِحَ أَمْرًا لاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ وَلاَ أَقُولُ لأَحَدٍ يَكُونُ عَلَىَّ أَمِيرًا إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ. بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِى النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ يَا فُلاَنُ مَا لَكَ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فَيَقُولُ بَلَى قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ آتِيهِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ.

অর্থ : আবু ওয়াইল (রহঃ) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসামাহ (রাঃ)-কে বলা হল, কত ভাল হত! যদি আপনি ঐ ব্যক্তির (ওছমান (রাঃ)-এর নিকট যেতেন এবং তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতেন। উত্তরে তিনি বললেন, আপনারা মনে করছেন যে আমি তাঁর সঙ্গে আপনাদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলব। অথচ আমি তাঁর সঙ্গে (দাঙ্গা দমনের ব্যাপারে)

Contents

গোপনে আলোচনা করছি, যেন আমি একটি দ্বার খুলে না বসি। আমি দ্বার উন্মুক্তকারীর প্রথম ব্যক্তি হ'তে চাই না। আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট হ'তে কিছু শুনেছি, যার পরে আমি কোন ব্যক্তিকে যিনি আমাদের আমীর নির্বাচিত হয়েছেন এ কারণে তিনি আমাদের সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি এ কথা বলতে পারি না। লোকেরা তাঁকে বলল, আপনি তাঁকে কী বলতে শুনেছেন? উসামাহ (রাঃ) বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, ক্বিয়ামাতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন আগুনে পুড়ে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। এ সময় সে ঘুরতে থাকবে যেমন গাধা তার চাকা নিয়ে তার চারপাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, হে অমুক ব্যক্তি! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না আমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করতে আর অন্যায় কাজ হ'তে নিষেধ করতে? সে বলবে, আমি তোমাদেরকে সৎ কাজে আদেশ করতাম বটে, কিন্তু আমি তা করতাম না আর আমি তোমাদেরকে অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতাম, অথচ আমিই তা করতাম' *(মুসলিম হা/২৯৮৯)*।

সুতরাং আরশের মালিক মহান আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করছি তিনি আমাদেরকে হাক্কানী খত্বীব (প্রকৃত দাঈ) হওয়ার তাওফীক দান করুন।

ষষ্ঠতম : সাহসী হওয়া

খত্বীবকে সাহসী ও সত্যসেবী হ'তে হবে। খত্বীবের হিকমাতপূর্ণ কথা, প্রজ্ঞা, দায়িত্বশীলতা, হিম্মতের চাদর মুড়ানো হ'তে হবে। যা খত্বীবকে হক্ব কথা বলার আসল গুণে গুনান্বিত করবে।

কাঙ্ক্ষিত লক্ষে পৌঁছতে অবশ্যই খত্বীবকে ঝুঁকিপূর্ণ বড় বড় কাজের দিকে এগিয়ে যেতে হবে নির্ভয়ে বীরদর্পে। যেখানে দাঈর সবচেয়ে বড় সাথী হ'ল 'সৎ সাহসেই নির্ভরতা'। তা না হ'লে খত্বীবের চূড়ান্ত লক্ষ বস্তু হবে ভূলুণ্ঠিত, পর্যুদস্ত।

সপ্তম : জনসাধারণের সাথে সম্পর্ক স্থাপন

খত্বীবকে সাধারণ জনগণের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন বজায় রাখতে হবে। এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল শ্রোতামণ্ডলী। খত্বীব তাদের পরস্পরের সাথে কোন বিষয়ে আলোচনা করবে তাদের রোগের সময় খোঁজ খবর নিবে, তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সন্ধান করবে, (শ্রোতাদের) তাদের কোন সমস্যায় সমবেত চেষ্টা শরীক হবে। তাদের আহবানে সাড়া দিবে এবং তাদের সংকটময় (কঠিন) সময়ে পাশে দাঁড়াবে এমনিভাবে খত্বীবগণ জনসাধারণের নিকটবর্তী হবে ও তাদের সাথে মেলবন্ধন সৃষ্টি করবে।

অতএব লক্ষনীয় যে, মানুষের হাতে যা আছে তা হ'তে নিজেকে বিরত রাখ। যেমন হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِى عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِىَ اللَّهُ وَأَحَبَّنِىَ النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم ازْهَدْ فِى الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ وَازْهَدْ فِيمَا فِى أَيْدِى النَّاسِ يُحِبُّوكَ –

অর্থ : সাহল ইবনু সা'দ আস-সা'ইদী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: 'এক ব্যক্তি নবী করীম (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কাজ বলুন যা করলে আল্লাহ আমাকে ভালবাসেন, লোকেরাও আমাকে ভালবাসে। তখন তিনি বললেন, দুনিয়ার প্রতি অনুরাগী হবে না, তাহ'লে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন; আর মানুষের কাছে যা আছে, তার ব্যাপারে আগ্রহী হবে না, তাহ'লে মানুষও তোমাকে ভালবাসবে' *(ইবনু মাজাহ হা/৪১০২; মিশকাত হা/৫১৮৭)*।

অষ্টম : পরিতুষ্টির সাথে দাওয়াত দেয়া

খত্বীবকে অবশ্যই পূর্ণ পরিতুষ্টির সাথে আহবান করতে হবে। যাতে করে খত্বীব সক্ষম হয় পরিতুষ্টিকারী ও প্রভাব বিস্তারকারী হিসেবে। কারণ ঈমান তখন পূর্ণ হয় যা তার সাথীর সাথে পূর্ণ তৃপ্তির সংমিশ্রন ঘটে। যখর খত্বীব পরিতৃপ্তির সাথে দাওয়াত দিতে পারবেনা, তখন সে পরবর্তীতে পরিতৃপ্তি লাভ করতে পরবেনা।

সুতরাং যখন খত্বীব তার বক্তব্যে মানুষকে সম্পদের যাকাত ও ছদাক্বা প্রদান করার কথা বলবে আর নিজেই তা সম্পাদন করবেনা, এর প্রতি আগাধ বিশ্বাস রাখবে না, অথবা যখন মানুষকে আহবান করবে গীবত পরিত্যাগ করতে আর তিনি নিজেই গীবতে ডুবে থাকে অথবা যখন মানুষকে নছীহত করবে তাদের সন্তান-সন্তাদির ও স্ত্রীদের শারঈ পোশাক সম্পর্কে আর তার সন্তান-সন্তাদি ও স্ত্রীগণের উপর এ বিধান আবশ্যক করবে না। তখন অধিকাংশ মানুষ তার কথা ও খুৎবার (দাওয়াত) দিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না। অবশেষে তাকে পরিত্যাগ করবে। *(চলবে)*

(আমীর ইবনে মুহাম্মাদ আল-মাদরীর বই অবলম্বনে লিখিত)

[লেখক : ২য় বর্ষ আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া]

আহলেহাদীছ আন্দোলন কি?
ইহা দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র
কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে
জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে
কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা
নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

মুসলিম বালকের হাতে খ্রিস্টান প্রশিক্ষকের ইসলাম গ্রহণ

ফিলিপাইনের জাতীয় সাঁতার দলের প্রশিক্ষক, ম্যানিলা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞানের ওপর ডিগ্রি নেয়া ক্যাপ্টেন আব্দুল কারীম এরসিনাস নিজের ইসলাম গ্রহণের গল্প তুলে ধরেন এভাবে-

আল্লাহ্‌র অসংখ্য প্রশংসা যে, (এরসিনাস) খ্রিস্টান পরিবারের প্রথম সদস্য হিসেবে তিনি আমাকে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার সৌভাগ্যে ভূষিত করেছেন। আমার জন্ম ও শিক্ষা রাজধানী ম্যানিলার এক খ্রিস্টান পরিবেশে। এখানে কোনো মুসলিম নেই। ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চল গুলোতেই মুসলিমদের অবস্থান সীমিত। বাল্যকালে আমার পরিবার চাইতো গির্জায় আমি বেশি বেশি সময় দেই। বাবা যখন আমাকে গির্জায় নিয়ে যাবার সুযোগ করতে পারছিলেন না, তখন আমার বয়সে বড় এক ভাই এলেন। তিনি রোজ আমাকে গির্জায় নিয়ে যেতেন।

আমি যখন যৌবনে পা রাখলাম, গির্জায় যেতে কোনো আগ্রহ বোধ করছিলাম না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর নিজ ধর্ম খ্রিস্টবাদ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলাম। এ সম্পর্কে বিস্তর পড়াশুনা শুরু করলাম। আমি বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে পেলাম, খ্রিস্ট ধর্মে ক্যাথলিক, প্রোটেস্টান্টসহ নানা বিভক্তি। আমার বিস্ময় বেড়ে গেল যখন দেখলাম ধর্মমতে ব্যাপক বিভক্তি থাকলেও তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদে ঈমান না আনার বেলায় এরা সবাই একাট্টা।

শিক্ষা জীবন শেষে সাঁতার প্রশিক্ষক হিসেবে আমি সঊদী আরব গেলাম। এই প্রথম আমার মুসলিমদের সংস্পর্শে আসা। আগেই বলেছি ফিলিপাইনে থাকতে আমি কোন মুসলিমের সঙ্গ পাইনি। ফিলিপাইনের মুসলিমরা তাদের অঞ্চলগুলোতেই সীমাবদ্ধ থাকেন। আমরা তাদের সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য পাই না। সরকারী প্রচার মাধ্যম যা প্রচার করে অগত্যা আমাদেরকে তা-ই বিশ্বাস করতে হয়।

মিডিয়া দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে, দক্ষিণাঞ্চলে মুসলিমদের সঙ্গে সরকারী বাহিনীর যেসব সংঘর্ষ হয় তা রাজনৈতিক। এর সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। তারা মুসলমানদেরকে একটি উগ্রগোষ্ঠী হিসেবে তুলে ধরে। যারা কেবল তাদের দেশকে দ্বিখণ্ডিত করতে চায়। পেতে চায় তাদের রাজনৈতিক অধিকার। আল্লাহ্‌র অসংখ্য শুকরিয়া যে, আজ আমি যাদের একজনে পরিণত হয়েছি সেই মুসলিম ভাইদের কারও দিকে কখনো অস্ত্র তাক করিনি।

আমি সঊদী আরবে যাওয়ার পরেই কেবল মুসলিম সম্পর্কে জানতে পারি। তাদের অবস্থা, আচার ও আক্বীদা (বিশ্বাস) সম্পর্কে অবহিত হই। মুসলিম বালকটির আমি যাদের সাঁতার প্রশিক্ষণ দিতাম তাদের মধ্যে এক বালক ছিল। বয়স তার অনূর্ধ্ব তেরো। ক্ষুদে এই মুসলিমের চলাফেরা ও কাজকর্মে লক্ষ্য করতাম দারুণ এক নিয়মানুবর্তিতা। ওর স্বভাব শান্ত। জীবন যাপন সুশৃঙ্খল। আমাকে দেয়া প্রতিশ্রুতির অন্যথা করে না সে কখনো। যথাসময়ে ছালাত আদায়ে তার চেষ্টা দেখার মতো। অবসরের সিংহভাগ সময়ই কাটত তার নিবিষ্টমনে কুরআন তেলাওয়াতে।

মুসলিম বালকটির ছিল তীক্ষ্ণ মেধা আর বিস্ময়কর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। আমি তার কর্মকাণ্ডের প্রতি লক্ষ্য করছি, তার সঙ্গ আমাকে আনন্দ দিচ্ছে- এতটুকু বুঝতে পেরেই সে আমার সামনে একগাদা ইংরেজীতে অনূদিত ইসলাম ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের বই উপস্থাপন করল। ইংরেজি অনুবাদসহ কুরআনের একটি কপিও দিল। সঙ্গে সে এও বলল, আপনি এসব পড়লেই আমার সুবিন্যস্ত জীবন যাপনের রহস্য উদ্ধার করতে পারবেন।

এই প্রথম ইসলাম সম্পর্কে জানার অভিজ্ঞতা। যত পড়লাম আমার সামনে একে একে অজানা জগত উদ্ভাসিত হতে লাগল। আমি বা আমার মতো অন্য কেউ এ জগতের সন্ধান পাননি। এসব পড়ে আমি খুব প্রভাবিত হলাম। বিশেষ করে যখন কুরআন মাজীদের তরজমা পড়লাম। এ কিতাবে যে একক স্রষ্টার কথা বলা হয়েছে, তা আমার চিন্তার সঙ্গে মিলে গেল। এ চিন্তায় আমি খুব তৃপ্তি ও স্বস্তি বোধ করলাম।

এরপর আমি প্রবলভাবে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হলাম। এমনকি আমি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়ার আগেই নিজের নতুন নামও (আব্দুল করীম) ঠিক করে ফেললাম। আসলে ইসলামের সঙ্গে আমার এই পরিচয়ের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহের পর এই বালকটির প্রতিই আমি কৃতজ্ঞ। এই পরিচয়ের পরই শুরু হয় হেদায়াতের পথে আমার অভিযাত্রা।

আমি খুব গুরুত্ব দিয়ে প্রতিদিন দেখতে লাগলাম আমার সহকর্মীদের সময়মত ছালাত আদায়ের দৃশ্য। আমার কর্মক্ষেত্রেই ছিল মসজিদ। আমি পর্যবেক্ষণ করতাম তাদের ছালাত। কী বিস্ময়কর তন্ময়তায় তারা ছালাতে নিমগ্ন হত! সবাই একসঙ্গে রুকূ করছে, সিজদা করছে! একই ইমামের পেছনে সবাই কত শৃঙ্খলা ও গুরুত্বের সঙ্গে ছালাত আদায় করছে!

আমার কর্মস্থলের বন্ধুরাও অনুদারতা দেখাননি। তারা আমাকে জেদ্দায় রাখা এই বালকটির মতই সহযোগিতা করেছেন। যথেষ্ট যত্ন-আত্তি করেছেন। তারা যখন আমার ইসলাম সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা, অধিক আলোচনা এবং ছালাতের ব্যাপারে অনন্ত কৌতূহল লক্ষ্য করলেন, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে কিছু কিতাব পড়তে দিলেন। তাদের দেয়া

গ্রন্থগুলোর মধ্যে ছিল পাদ্রীদের সঙ্গে আহমাদ দিদাতের সংলাপের বই।

আমি অনেক শুনেছি, মুসলমানরা অন্যদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করে। সঊদী আরবে আসার এগে থেকেই আমার মাথায় এই চিত্র আকাঁ ছিল। কিন্তু এখানে এসে আমি এ ধরণের কোনো আচরণ দেখলাম না। সিজওয়ার্টের সঙ্গে আহমাদ দিদাতের বিতর্ক অনুষ্ঠানের বই আমার মনে অনেক গভীর প্রভাব সৃষ্টি করল। এই লোকটির ব্যাপারে আমি যার পর নেই বিস্মিত। কিভাবে তিনি একেরপর এক প্রমাণ উপস্থাপন করেন! একটির পিঠে আরেকটি যুক্তি তুলে ধরেন! বর্ণনা আর যুক্তি কোনোটির অভাব নেই তাতে! প্রতিটি আসর পাঠে আমি হেসে মরি আর সিজওয়ার্ট পরাজিত বিষণ্ন হতে থাকে। তার প্রতিক্রিয়া ছিল অতৃপ্ত মানুষের নির্ভুল প্রতিক্রিয়া। তার অবস্থান যে ভ্রান্তির পক্ষে, মুসলমানদের আগে তা খ্রিস্টানও বুঝতে পারছিল।

এক পর্যায়ে আমি আহমাদ দিদাতের কাছে চিঠি লিখলাম। এতে আমি তার যুক্তির শাণিত অস্ত্র দিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার অসাধারণ ক্ষমতার প্রশংসা করলাম। তার কাছে এ ধরনের অসত্য থেকে সত্য উন্মোচনকারী বিতর্ক ও সংলাপের বেশি বেশি বই চাইলাম।

এখন আমি খ্রিস্টান থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম হওয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম। এতদুদ্দেশে আমার সহকর্মীদের কাছে এ জন্য আমার করণীয় কী তা জানতে চাইলাম। আর সেদিনই আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর ওপর, তাঁর রাসূলের ওপর এবং শেষ দিবসের ওপর।

বিশ্বাস স্থাপন করলাম জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কেও। সে এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি। আমি নিজের অপরিমেয় সৌভাগ্য অনুভব করলাম। আজ অনুগত মুসলিম হিসেবে জীবন যাপন করি। আমি ছালাত আদায়ে মসজিদে যাই। সেখানে সিজদাবনত হয়ে এক অপার্থিব তৃপ্তি ও সুখ বোধ করি। জীবন যাপনেও তেমনি অপূর্ব প্রশান্তির আস্বাদ পাই।

আমার অতীত জীবন ছিল বিশৃঙ্খলা আর উদ্দেশ্যহীন হট্টগোলে পূর্ণ। আল্লাহ আমাকে সে অবস্থার বদলে আজ আলো, শৃঙ্খলা, সচ্চরিত্র ও মূল্যবোধের জীবন দান করেছেন। সত্যিই আমি মুসলিম ভাইদের সঙ্গ পেয়ে সৌভাগ্যবান। সন্দেহ নেই ইসলাম অনেক মহান ধর্ম। এর সঙ্গে জড়িয়ে ধন্য আমার জীবন।

Facebook page : Revert Stories : Journey To Islam -ইসলামে আসার গল্প থেকে গৃহীত।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা'আত প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা এবং সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে প্রদত্ত বক্তব্যের নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

www.ahlehadeethbd.org/audiovideo.html

Youtube চ্যানেল

ahlehadeeth andolon bangladesh

ফেসবুক পেজ

www.facebook.com/Monthly.At.tahreek

আল-'আওন

মাদক মুক্ত রক্তদান সুস্থ থাকবে জাতির প্রাণ

প্রতিষ্ঠাকাল : ২৩শে ফেব্রুয়ারী ২০১৭

রেজিঃ নং রাজ ৫০৯১

স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা

(ASSOCIATION FOR VOLUNTARY SAFE BLOOD DONATION)

(আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর একটি সমাজকল্যাণ সংগঠন)

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সৎকর্মে ও আল্লাহভীরুতার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর' (মায়েদাহ ২ আয়াত)।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে' *(মুসলিম হা/২৬৯৯)*

লক্ষ্য : রোগীকে রক্তদানের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

উদ্দেশ্য : রক্তের গ্রুপ সমূহ নির্ধারণ করে যেলা ভিত্তিক রক্তদাতাদের তালিকা প্রস্তুত করা এবং প্রয়োজন মুহূর্তে অসহায় রোগীকে চাহিবা মাত্র রক্ত দাতার সন্ধান দেওয়া।

মানব সেবার এই মহতী কর্মে এগিয়ে আসুন! পরস্পরকে বাঁচাতে সাহায্য করুন!!

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩

মোবাইল : ০১৭২৩-৯৩৮৩৯৩ (বিকাল ৪টা - রাত ৮টা), E-mail : alawonbd@gmail.com

কবিতা

১লা এপ্রিল

-জাহাঙ্গীর আলম
কাকডাঙ্গা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা

৮০০ বছরের গৌরবময় মুসলিম শাসনে
স্পেন সমৃদ্ধ হয়েছিল সম্পদ, সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে
দিনে দিনে ইসলামের জয়ের নিশান উড়ল
তাই দেখিয়া খৃষ্টানেরা ভীষণ চিন্তায় পড়ল।
ইসলাম হ'ল সত্য ধর্ম মুসলমানের বংশ
চিন্তা করল ফার্ডিন্যাণ্ড তাদের করবে ধ্বংস।
ইতিহাসের পাতায় ১৪৯২ সালে
লক্ষ মুসলিমের প্রাণ গিয়েছিল ১লা এপ্রিলে।
ফার্ডিন্যাণ্ড আর ইসাবেলার চক্রান্তের মাধ্যমে
স্পেনের যুবরাজকে নিয়ন্ত্রণে নিল মুসলিম নিধনে।
ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে ফার্ডিন্যাণ্ড বলে
বাঁচবি তোরা জীবন নিয়ে মসজিদ ঘরে গেলে।
বিশ্বাস নিয়ে বাঁচার তাগিদে গেল সবাই মসজিদ পানে
তালাবদ্ধ করে খৃষ্টানরা তাতে দিল আগুন জ্বালিয়ে।
অগ্নিদগ্ধ হ'ল সেদিন শিশু, পুরুষ, নারী
আর্তনাদ আর আহাজারিতে আকাশ হ'ল ভারী
বিদায় নিল স্পেন থেকে ৭ লক্ষ মুসলমান
তাই দেখে উল্লাস করল বিধর্মী খৃষ্টান।
১লা এপ্রিল মুসলমানের হৃদয় বিদারক অধ্যায়
সেদিন স্পেনের মাটি রঞ্জিত হ'ল মুসলিম রক্তের বন্যায়।
আজ মুসলমানের ১লা এপ্রিল উদযাপন দেখে লজ্জা মোরা পায়।
ক্ষমা কর প্রভু পরকালে নাজাত যেন পায়।

রামাযানের আঞ্জাম

-মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
নলত্রী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী

শান্তির সুধা বইয়ে দিতে
আসছে ফের রামাযান
যে এ রামাযান লাগাবে কাজে
সেই তো মহা ভাগ্যবান।
ছোট বড় যত গুনাহ করেছি
গত এগার মাসে
প্রভুর নিকটে চাইব ক্ষমা
আল্লাহ যে দয়াময়।
আল্লাহর তুষ্টির জন্যে
কুরআনুল কারীম, নফল ছালাত পড়ব,
দান-ছাদাক্বা করব দিয়ে মন-প্রাণ।
ত্রিশটি ছিয়াম রাখব মোরা
রাসূলের মতানুসারে,
অশ্লীল কর্ম ছাড়ব মোরা রামাযানে।
রামাযান পেয়েও যে জন জান্নাত
লাভ করতে পারল না।
মহা সুযোগ হারিয়ে সে হ'ল
হতভাগাদের একজনা।
ক্ষমা, রহমত, মাগফিরাত নিয়ে
আসে যে রামাযান
এ মাসে নিজেকে শুধরাতে হবে
রাখতে হবে ছিয়াম।
তাই এসো হে সবাই
এ মাসটি নেকীর কাজেতে লাগায়
বুকে ঈমান, ছওয়াবের আশায় নেক আমল করি
জান্নাতুল ফিরদাউসের পথে মোরা সর্বদা চলি।

আহলেহাদীছ আন্দোলন

-মুসাম্মাৎ রাহিদা খাতুন
বাঘা, রাজশাহী

আহলেহাদীছ আন্দোলন তুমি নির্ভীক
তুমি মিথ্যার বিরুদ্ধে এক
সংগ্রামী প্রতীক।
আহলেহাদীছ আন্দোলন তুমি
মানুষকে সত্যের পথ দেখাও
মিথ্যাকে পরাজিত করো
আর ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করো।
আহলেহাদীছ আন্দোলন তুমি
শেখাও সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে
মিথ্যার বিরুদ্ধে লড়তে
ইসলামকে মেনে চলতে।
আহলেহাদীছ আন্দোলন তুমি
শেখাও আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় মানতে
আল্লাহর ইবাদত করতে
হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে
আল্লাহর রাসূল মানতে।
আহলেহাদীছ আন্দোলন তুমি
শেখাও কিভাবে জান্নাত পাওয়া যায়
কিভাবে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যায়
কিভাবে পরকালে শান্তি পাওয়া যায়।
আহলেহাদীছ আন্দোলন তুমি
শেখাও কুরআন মানতে
রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে
জীবন গড়তে।
তাই, আহলেহাদীছ আন্দোলন তুমি
আমার কাছে এক শিক্ষার ভাণ্ডার
তোমার সঠিক দিক-নির্দেশনা মেনে চললে
পরকালে পাওয়া যাবে আল্লাহর দীদার।

Contents

মুসলিম জাহান

সঊদী আরবে তৈরী হচ্ছে চিকিৎসা নগরী

রিয়াদে একটি চিকিৎসা নগরী তৈরীর ব্যাপারে সম্প্রতি সঊদী আরব ও জর্দানের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সেখানে রোগী ও চিকিৎসকদের জন্য চিকিৎসা ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা থাকবে। সঊদী আরবের পক্ষ থেকে চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী খালেদ আল-জাওহার জানান, গাল্ফ কো-অপারেশন কাউন্সিল (জিসিসি)-এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের চিকিৎসা সেবা বিশেষত শারীরিক অসুস্থতার চিকিৎসার ব্যাপক চাহিদার কথা মাথায় রেখে এ প্রকল্পের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বিশাল এলাকাজুড়ে এই চিকিৎসা নগরীর প্রাক্কলন ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৪ কোটি ৬৬ লাখ মার্কিন ডলার।

আল-জাওহার বলেন, 'এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হ'লে তিন সহস্রাধিক মানুষের কর্মসংস্থান হবে ও বছরে এক লাখ ৭০ হাযার রোগীকে চিকিৎসা সেবা দেয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রকল্পটির আওতায় তিনটি হাসপাতাল হবে। হাসপাতালগুলোতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। এখানে ১১০০ শয্যা থাকবে। এছাড়াও হাসপাতাল কম্পাউন্ডের ভেতরে হোটেল থাকবে। সেখানে রোগী ও তার সঙ্গে আসা বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থা থাকবে। এই প্রকল্পটি সরকারের রূপকল্প ২০৩০ এর একটি অংশ।

কমপ্লেক্সটিতে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য থেরাপি ও অন্যান্য চিকিৎসার জন্য ৬শ' শয্যা রাখা হবে। ২৫০টি শয্যা জনস্বাস্থ্য সেবা ও অন্যান্য রোগীদের জন্য বরাদ্দ রাখা হবে।

কমপ্লেক্সটির ৫৬টি ভবনে ১২০টি শয্যাবিশিষ্ট একটি হোটেল ও ১২টি স্যুট, ২২৩টি পর্যটন ভিলা, ১৫২টি হোটেল ভিলা, ৪৪৮টি অ্যাপার্টমেন্টের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও এখানে একটি বাণিজ্যিক মল, বিনোদন কেন্দ্র ও ব্যয়ামাগার, বাগান ও মসজিদ থাকবে।

দুর্ভিক্ষের শিকার বিশ্বের ৩ কোটি মানুষ, মৃত্যুঝুঁকিতে ১ কোটি, অধিকাংশই মুসলমান

ভয়াবহ খাদ্য সংকটের মুখে পড়েছে আফ্রিকার তিন দেশ দক্ষিণ সুদান, সোমালিয়া ও নাইজেরিয়া। একই পরিস্থিতি যুদ্ধপীড়িত ইয়েমেনেরও। জাতিসংঘের সর্বশেষ তথ্য বলছে, ওই চার দেশের তিন কোটি মানুষ রয়েছেন ভয়াবহ খাদ্য সংকটে। দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যুঝুঁকিতে রয়েছে এক কোটি মানুষ। যাদের অধিকাংশই মুসলমান। বিশ্বজুড়ে এই খাদ্য সংকটের কারণ প্রাকৃতিক নয়, মানুষের সৃষ্টি।

একদিকে গৃহযুদ্ধের কারণ ও অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট। আরেকদিকে মার্কিন আগ্রাসন। দুইয়ে মিলে এই সংকট তৈরী করেছে। আফ্রিকার সোমালিয়া আর মধ্যপ্রাচ্যের ইয়েমেনে চলছে মার্কিন আগ্রাসন। নাইজেরিয়া আর দক্ষিণ সুদানে গৃহযুদ্ধের ভয়াবহতা ও মার্কিন আগ্রাসন। এর বাইরে রয়েছে খরার প্রকোপ। দুর্ভিক্ষের কারণ হিসেবে খরা আর এল নিনোকেও দায়ী করা হচ্ছে। তবে এই কথিত প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর নেপথ্যেও রয়েছে মানুষের ভূমিকা, শিল্পোন্নত দুনিয়ার কার্বন পোড়ানোর মুনাফাবাজী।

চার দেশের দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি

মধ্যপ্রাচ্যের ইয়েমেনে দুই বছরের চলমান গৃহযুদ্ধ থামছে না কোনওভাবেই। মার্কিন নেতৃত্বাধীন সৌদি জোটের বিমান হামলাও অব্যাহত। জাতিসংঘের মতে, দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে দেশটি। দুর্ভিক্ষের হুমকিতে রয়েছে দেশটির অন্তত ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ। ২১ লাখ শিশুসহ অন্তত ৩৩ লাখ মানুষ ভুগছেন অপুষ্টিতে। ৫ বছরের নিচের ৪ লাখ ৬০ হাজার শিশু অপুষ্টিজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। মোট নাগরিকের ৫৫ শতাংশই ন্যূনতম স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছেন না। যত দিন যাচ্ছে, অবস্থা ততই শোচনীয় হয়ে পড়ছে।

দক্ষিণ সুদানের ইউনিটি স্টেটের ২টি কাউন্টিতে আনুষ্ঠানিকভাবে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করা হয়েছে। দেশটির সরকার ও জাতিসংঘের তিনটি সংস্থা মিলিতভাবে এ ঘোষণা দেয়। জাতিসংঘ বলছে, দক্ষিণ সুদানে এক লাখ মানুষ খাদ্যাভাবের মধ্যে রয়েছেন। আরও এক লাখ দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে। জাতিসংঘের মতে, দেশটির ৪০ লাখ লোকের যরূরী খাদ্য, কৃষি ও পুষ্টি সহায়তা প্রয়োজন। যা দেশটির জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ।

নাইজেরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চল সবচেয়ে বেশী মানবিক বিপর্যয়ে রয়েছে। হাযারও মানুষ সেখানে দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতিতে রয়েছেন। তাদেরও যরূরী সহায়তা প্রয়োজন। জাতিসংঘের তথ্যমতে, ডিসেম্বর মাসে ৭৫ হাজার শিশু খাদ্যাভাবজনিত মৃত্যুঝুঁকিতে ছিল। নাইজেরিয়া ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আরও ৭০ লাখ মানুষ খাদ্য অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছে। জাতিসংঘ জানিয়েছে, সমগ্র শাদ হ্রদ অঞ্চলকে সংকট থেকে উদ্ধার করতে অন্তত ১৫০ কোটি ডলার প্রয়োজন। যার অর্ধেকের বেশিই প্রয়োজন ধুঁকতে থাকা নাইজেরিয়ার জন্য। নয়তো স্রেফ খাদ্যাভাবে মারা যাবেন কয়েক লাখ মানুষ।

আর সোমালিয়া গত ২৫ বছরের মধ্যে টানা তৃতীয়বারের মতো দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ল। সবশেষ ছয় বছর আগে ২০১১ সালের দুর্ভিক্ষে দেশটিতে অন্তত ২ লাখ ৬০ হাযার মানুষ মারা যায়। জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর হিসাব বলছে, সোমালিয়ার ২ কোটি ৯০ লাখ মানুষ খাদ্য সংকটের মুখোমুখি। পানি সংকটে আছেন প্রায় ৬২ লাখ মানুষ।

দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির কারণে আফ্রিকার ওই তিনটি দেশ ও ইয়ামনে প্রায় দু'কোটি মানুষের মৃত্যু হ'তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক সংস্থার প্রধান নির্বাহী স্টিফেন ওব্রেইন। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানহাটনে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে তিনি এমন পরিসংখ্যান তুলে ধরেন।

ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত প্রয়োজনীয় তহবিলের মাত্র ১০ শতাংশ অর্থ পাওয়া গেছে।

দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির নেপথ্য কারণ

চার দেশের এই ভয়াবহ খাদ্য সংকটের নেপথ্যে প্রকৃতি নয়, রয়েছে মানুষ-সৃষ্ট কারণ। আটলান্টিক কাউন্সিলে আফ্রিকা সেন্টারের প্রধান জে পিটার ফাম বলেন, 'নাইজেরিয়া, সোমালিয়া ও দক্ষিণ সুদানের ক্ষুধা সংকট আরও বেশি বেদনাদায়ক, কারণ এগুলো মনুষ্যসৃষ্ট। যদিও জলবায়ু পরিবর্তন সোমালিয়া ও নাইজেরিয়ার পরিস্থিতিতে কিছুটা প্রভাব ফেলেছে'। ইয়েমেন, দক্ষিণ সুদান, সোমালিয়া ও নাইজেরিয়ায় দীর্ঘ লড়াই ও যুদ্ধ পরিস্থিতিকে দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি।

দুর্ভিক্ষপীড়িত সব দেশেই রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সংশ্লিষ্টতা

ব্যাপক বিপর্যয়ের পরও হর্ন অব আফ্রিকান অঞ্চলে সামরিক অভিযান জোরালো করে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রসহ মিত্র দেশগুলো। গৃহযুদ্ধ ও মার্কিন আগ্রাসনের সম্মিলিত অভিঘাতে ভয়াবহ বিপন্নতায় সেখানকার মানুষ। ২৯ জানুয়ারি নাইরোবী ঘোষণা দেয়, যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত দক্ষিণ সুদান সরকারকে সহায়তার জন্য তারা শিগগির সেনা পাঠাবে।

একই বাস্তবতা মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইয়েমেনেও। গৃহযুদ্ধে বাড়তি উসকানি তৈরি করেছে মার্কিন অস্ত্র এবং তাদের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোটের বিমান হামলা। হামলার কারণে দেশটির নাগরিক ছাড়াও পালিয়ে আসা সোমালিয়ানরাও আটকা পড়েছে। এদিকে জাতিসংঘের এক কর্মকর্তা জানান, এটি তাদের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মানবিক সংকট। তবে মার্কিন অস্ত্র ব্যবসায়ীরা ঠিকই বিভিন্ন দেশের কাছে অস্ত্র বিক্রি করছে।

নাইজেরিয়া ও সোমালিয়ায় চরমপন্থী গ্রুপ বোকো হারাম ও আল-শাবাব পরাজয়ে অনমনীয় তা ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে এবং এখনও এই উভয় সংগঠনের দখলে অনেক অঞ্চল রয়েছে; যা সহায়তা প্রচেষ্টাকে আরও জটিল করেছে। পাশাপাশি তাদের দমন করতে রয়েছে মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপ। ত্রাণ সহায়তা নিয়েও রয়েছে আইনি জটিলতা। আল-শাবাব গোষ্ঠীর কারও হাতে ভুল করে ত্রাণ দিয়ে ফেললেও ত্রাণকর্মীকে ১৫ বছর পর্যন্ত কারাভোগ করতে হতে পারে। তাই ত্রাণ কার্যক্রম স্বতস্ফূর্ত থাকে না।

বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিয়েছেন যে, আফ্রিকার ক্রমবর্ধমান দুর্ভিক্ষ সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলবে। নতুন করে অভিবাসীদের মিছিল ইউরোপে ধাবিত হবে। শঙ্কা বাড়বে আরও বেশী মানুষের জঙ্গীবাদে জড়িয়ে পড়ার।

প্রচারের অভাবে নিভৃতে আয়ারল্যান্ডের মুসলমানরা

আয়ারল্যান্ডে মুসলমানদের অনেক ইতিবাচক বিষয় থাকার পরও তারা ভুগছেন মিডিয়ার অভাবে। ক্যাথলিক গির্জার দেশ বলা হয় আয়ারল্যান্ডকে। দেশটিতে দ্রুত বিকাশমান ধর্ম হিসেবে ইতোমধ্যেই ইসলাম জায়গা করে নিয়েছে। আয়ারল্যান্ডে ৫০ হাযারের মতো মুসলমান বসবাস করেন। এটা মোট জনসংখ্যার ২ শতাংশ। তবে মুসলমানদের সংখ্যা ২০২০ সালে এক লাখে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে। আয়ারল্যান্ডের প্রায় প্রত্যেক শহরেই মসজিদ ও মক্তব রয়েছে।

আয়ারল্যান্ডের মুসলিম ছাত্রীরা হিজাব পরে স্কুলে যেতে পারে। সেখানে রয়েছে ইসলামী পোশাকের প্রচুর চাহিদা। সম্প্রতি আয়ারল্যান্ডের লিমেরিক শহরে এক বাংলাদেশী প্রথম ইসলামী পোশাকের দোকান খুলে বেশ নাম কামিয়েছেন। লিমেরিকে প্রায় দুই হাযারের অধিক মুসলমানের বাস। শহরটিতে ৪টি মসজিদ আছে।

বর্তমানে আইরিশ বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুসলিম শিক্ষার্থীদের পসন্দের গন্তব্যে পরিণত হয়েছে। আয়ারল্যান্ডের মুসলিম ছাত্র সংগঠনগুলো ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিবছর 'ইসলামিক অ্যাওয়ারনেস উইক' পালন করে। আয়ারল্যান্ডের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান শিক্ষার্থীদের জন্য ছালাতের ঘর রয়েছে।

আয়ারল্যান্ডে মুসলমানদের এমন অনেক ইতিবাচক বিষয় থাকার পরও তারা ভুগছেন মিডিয়ার অভাবে। সম্প্রতি আইরিশ অভিবাসী কাউন্সিল জানিয়েছে, আয়ারল্যান্ডের মুসলমানদের নিজেকে পরিচয় করানোর জন্য আরও বেশী মিডিয়া প্রয়োজন। কেননা সত্য ও মানবতার ধর্ম ইসলাম প্রচারের জন্য মিডিয়া থাকা একান্ত যরূরী।

আইরিশ অভিবাসী কাউন্সিলের ছাত্রনেতা রানিম সালেহা ছয় বছর ধরে আয়ারল্যান্ডে বসবাস করছেন। তিনি বলেন, আমরা চাই, ইসলামের আসল বিষয় সম্পর্কে মানুষ জানুক। আর এ জন্যই আমাদের দরকার মিডিয়া।

অনলাইনে দাওয়াত পেয়ে ২১০ জনের ইসলাম গ্রহণ

কুয়েতের জামঈয়্যাতুন নাজাত আল-খায়রিয়াহ-এর ইলেক্ট্রনিক দাওয়াত কমিটির আন্তরিক প্রচেষ্টায় ৪৪টি দেশের ২১০ জন ব্যক্তি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। উক্ত কমিটির সাথে যুক্ত ড. জামাল আশ-শাত্বী বলেন, আমাদের লক্ষ্য এমন ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা যারা ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। এ সংস্থার দাঈরা তাদেরকে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে অবগত করেন এবং তাদের মনে ইসলাম সম্পর্কে সৃষ্ট সন্দেহ-সংশয় নিরসন করে থাকেন। সূত্র মতে গত বছর ২২৮৪ জন ব্যক্তির সাথে অনলাইনে যোগাযোগ করা হয়। তন্মধ্যে ২১০ জন ব্যক্তি চিন্তা-গবেষণা করে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন। ড. শাতীর তথ্য মতে দু'বছর পূর্বে ইসলাম অন লাইন সার্ভিস চালু করা হয়। এ বিভাগে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় দক্ষ এবং বিভিন্ন দেশের তাহযীব-তামাদ্দুন ও স্থানীয় ধর্ম সমূহ সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিদেরকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। যাতে ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ব্যক্তিদেরকে তারা তাদের ভাষায় ইসলামকে বুঝাতে পারে *(মাসিক মা'আরিফ, ইউপি, ভারত, মার্চ'১৭, পৃঃ ২২৪; ছিরাতে মুস্তাকীম, বার্মিংহাম, লণ্ডন, জানুয়ারী '১৭)*।

Contents

সংগঠন সংবাদ

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৭ সম্পন্ন

রাজশাহী ২৩ ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দু'দিনব্যাপী ২৭তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়া ট্রাক টার্মিনাল ময়দানে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*।

এবারের তাবলীগী ইজতেমার উপস্থিতি ছিল বিগত সকল ইজতেমার তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। ফলে জায়গা না পেয়ে হাযার হাযার শ্রোতাকে প্যাণ্ডেলের বাইরে মহাসড়কে ও অন্যত্র খোলা আকাশের নীচে অবস্থান নিতে হয়। মহিলা প্যাণ্ডেলের অবস্থাও ছিল একই রকম। প্যাণ্ডেলে সংকুলান না হওয়ায় উঁচু প্রাচীর ঘেরা মহিলা মাদরাসা ক্যাম্পাসের সর্বত্রই মহিলাদের বসে বক্তব্য শ্রবণ করতে হয়।

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান

বিগত বছরের ন্যায় এবারও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে 'জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়। এবারের নির্বাচিত গ্রন্থ ছিল আমীরে জামা'আত রচিত 'তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা (২য় সংস্করণ)'। এতে শীর্ষস্থান অধিকারী তিনজন হ'ল যথাক্রমে ১. আসাদুল্লাহ আল-গালিব (কুষ্টিয়া), ২. শরীফুল ইসলাম (সাতক্ষীরা) ও ৩. আব্দুল কাদের (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)। এছাড়া ৫ জনকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়। তাবলীগী ইজতেমার ২য় দিন বাদ এশা বিজয়ীদের হাতে সম্মাননা সনদ ও পুরস্কার তুলে দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত।

যুবসমাবেশ

ইজতেমার ২য় দিন সকাল ১০-টায় প্রস্তাবিত দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে পৃথক প্যাণ্ডেলে আয়োজিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে 'যুবসমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, লক্ষ্যে দৃঢ়তা ও কর্মে একনিষ্ঠতা ব্যতীত কোন উদ্দেশ্যই সফলকাম হয় না। তাই 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কর্মীদের প্রতি আমাদের একটাই মাত্র উপদেশ, আপনারা সংগঠনের লক্ষ্য পূরণে অবিচল ও একনিষ্ঠ থাকুন।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম ও পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রবীণ উপদেষ্টা জনাব মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম। যেলা দায়িত্বশীলদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন, জয়পুরহাট যেলা সভাপতি নাজমুল হক, নারায়ণগঞ্জ যেলা সভাপতি জালালুল কবীর, রংপুর যেলা সভাপতি শিহাবুদ্দীন, সিরাজগঞ্জ যেলা সভাপতি শামীম আহমাদ, বগুড়া যেলা সভাপতি আল-আমীন, রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা সভাপতি হায়দার আলী, কুমিল্লা যেলা সাধারণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ ও রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক যিল্লুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। সমাবেশে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধী অংশগ্রহণ করেন।

অন্যান্য সাংগঠনিক রিপোর্ট

(১) কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া, ১৯ শে মার্চ'১৭ রবিবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া শাখার উদ্যোগে রিযিয়া-সা'দ ইসলামিক সেন্টারে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। অনুষ্ঠানে মফীযুল ইসলামকে সভাপতি ও মা'ছুম বিল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট ইবি 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(২) কমরগ্রাম উত্তরপাড়া, জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট, ১৬ ই মার্চ বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব কমরগ্রাম উত্তরপাড়া এলাকা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে কমরগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কমরগ্রাম উত্তরপাড়া এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রাযযাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। উক্ত তা'লীমী বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ফিরোয হোসেন, সাবেক সভাপতি আমীনুল ইসলাম ও 'সোনামণি'-এর যেলা পরিচালক আব্দুল মুন'ইম প্রমুখ।

(৩) কাচিয়ারচর, সলংগা, সিরাজগঞ্জ, ১০ শে ফেব্রুয়ারী'১৭ শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে সলংগা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ' সভাপতি শামীম আহমাদের সভাপতিত্বে উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। উক্ত সুধী সমাবেশে আরো উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্নস্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

(৪) আনন্দনগর, নওগাঁ সদর, নওগাঁ ৩১শে মার্চ'১৭ শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নওগাঁ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে আনন্দনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইনের সভাপতিত্বে উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। উক্ত সুধী সমাবেশে আরো উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ' ও আন্দোলন-এর বিভিন্নস্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

Contents

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. ৪ মার্চ ২০১৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০তম সমাবর্তনে কাকে সম্মানসূচক ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রী দেয়া হয়?
উত্তর : অমিত চাকমা।
২ দক্ষিণ এশীয় কোন দু'টি দেশ স্যাটেলাইট সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে?
উত্তর : বাংলাদেশ ও ভারত।
৩. বাংলাদেশ কততম দেশ হিসাবে সাবমেরিনের অধিকারী হয়?
উত্তর : ৪১তম।
৪. বাংলাদেশের প্রথম সাবমেরিন ঘাঁটি কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : চট্রগ্রাম।
৫. নির্বাচন কমিশনের স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র কোন দেশ থেকে তৈরী করে আনা হয়? উত্তর : ফ্রান্স।
৬. বিশ্বের বাংলা ভাষার অবস্থান কততম? উত্তর : ৬ষ্ঠ।
৭. জাতীয় যুব নীতি ২০১৭ অনুসারে যুবদের বয়সসীমা কত?
উত্তর : ১৮-৩৫ বছর।
৮. ১৯৭২ সাল থেকে মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে মোট ক'টি চুক্তি, সমঝোতা স্বারক ও প্রটোকল সম্পাদিত হয়েছে? উত্তর : ৯৩টি।
৯. বর্তমানে দেশের ক'টি ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং চালু করেছে?
উত্তর : ২৫টি, যার মধ্যে ৮টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক এবং ১৭টি বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণ ব্যাংকিংয়ের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকিংও পরিচালনা করে।
১১. দেশের প্রথম কাঁকড়া হ্যাচারি কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।
১২. মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত কতটি দেশ বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে?
উত্তর : ১৫০টি।
১৩. দেশের সৌরবিদ্যুত সুবিধাসহ বহুতলবিশিষ্ট খাদ্য গুদাম কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : বগুড়ার সান্তাহারে।
১৪. দেশের ১২তম প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে?
উত্তর : কে এম নুরুল হুদা।
১৫. ধান উৎপাদনে শীর্ষ যেলা কোনটি?
উত্তর : ময়মনসিংহ।
১৬. আলু উৎপাদনে শীর্ষ যেলা কোনটি?
উত্তর : মুন্সিগঞ্জ।
১৭. আম উৎপাদনে শীর্ষ যেলা কোনটি?
উত্তর : রাজশাহী।
১৮. ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ বাংলাদেশ কোন দেশকে স্বীকৃতি দেয়?
উত্তর : কসোভোকে (বাংলাদেশ ১১৪তম স্বীকৃতিদানকারী দেশ ও ওআইসিভুক্ত ৩৭তম)।
১৯. দেশের একমাত্র পাথরখনি কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : মধ্যপাড়া, দিনাজপুর।
২০. ব্রিটেনের প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের নাম কী?
উত্তর : সত্যবাণী; প্রতিষ্ঠা ১৯১৬ সালে।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক)

১. ভারতের কয়টি রাজ্যে গরু যবাই বা গো-মাংস খাওয়ার বৈধতা রয়েছে?
উত্তর : ২৯টি রাজ্যের মধ্যে ৮টি রাজ্যে।
২. রোহিঙ্গা ইস্যুতে পরিস্থিতি দেখতে ৩ দিনের সফরে কে বাংলাদেশে আসেন?
উত্তর : জাতিসংঘের বিশেষ দুত ইয়াংহি লি।
৩. পাকিস্থানে প্রথমবারে মতো হিন্দু সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তিগত আইন পাস হয়?
উত্তর : হিন্দু বিবাহ আইন|
৪. ইরানে ব্যালিস্টিক ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষার ঘটনায় কোন কোন নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রশাসন নিষেধাজ্ঞা জারী করে?
উত্তর : ১ ৩জন নাগরিক ও ১২টি প্রতিষ্ঠান।
৫. জাতিসংঘ কোন নেতার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে?
উত্তর : আফগান নেতা গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ার।
৬. সার্কভুক্ত দেশে স্বাক্ষরতার হারে শীর্ষ দেশ কোনটি?
মালদ্বীপ; ৯৯.৩%।
৭. সাক্ষরতার হারে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : উত্তর কোরিয়া ১০০%।
৮. সাক্ষরতার হারে সর্বনিম্ন দেশ কোনটি?
উত্তর : নাইজার; ১৯.১%।
৯. ব্রিটিশ নারী এলিজাবেথের কোড নাম কী?
উত্তর : লন্ডন ব্রিজ।
১০. সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে গড় আয়ুতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : মালদ্বীপ।
১১. সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে মাথাপিছু আয় শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : শ্রীলংকা
১২. গড় আয়ুর সর্বনিম্ন দেশ কোনটি?
উত্তর : সোয়াজিল্যান্ড।
১৩. গড় আয়ুর শীষ দেশ কোনটি? উত্তর : জাপান।
১৪. সর্বাধিক ভাষার দেশ কোনটি?
উত্তর : পাপুয়া নিউগিনি।
১৫. বিশ্বে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা ক'টি?
উত্তর : ৭০৯৯টি
১৬. জাতিসংঘের পঞ্চম উপ-মহাসচিব কে?
উত্তর : আমিনা মুহাম্মাদ।
১৮. বর্তমান বিশ্বের ক'টি দেশ শান্তিরক্ষী কাজ করছে?
উত্তর : ১২৬টি দেশে।
১৯. সুদানের বর্তমান ও ১২তম প্রধানমন্ত্রী কে?
উত্তর : বকরি হাসান সালেহ।
২০. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে মোট মিশন ক'টি?
উত্তর : ৭১টি।
২১. মিসরের কোন সাবেক শাসক ৬ বছর পর মুক্তি লাভ করেন?
উত্তর : হোসনী মুবারক।

Contents

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা-২০১৭

বিষয় : তাফসীরুল কুরআন (৩০তম পারা)

(প্রশ্নোত্তর সমূহ)

১. পবিত্র কুরআনের আয়াত সংখ্যা কতটি?
উত্তর : ৬২০৪-৬২৩৬।

২. السورة অর্থ কী?
উত্তর : উঁচু স্থান।

৩. মক্কায় অবতীর্ণ প্রথম পূর্ণাঙ্গ সূরা কোনটি?
উত্তর : সূরা ফাতিহা।

৪. তাওরাত, যাবূর, ইনজীল ও কুরআনে কোন সূরার তুলনীয় কোন সূরা নেই?
উত্তর : সূরা ফজর।

৫. যেহরী বা সের্রী সকল ছালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করা কি?
উত্তর : ফরয।

৬. পবিত্র কুরআন মূলত: কয়টি বিষয়ে বিভক্ত?
উত্তর : তিনটি ।

৭. সূরা ফাতিহাতে কয়টি বিষয় একত্রে থাকার কারণে তা 'উম্মুল কুরআন' হওয়ার মহত্তম মর্যাদা লাভে ধন্য হয়েছে?
উত্তর : তিনটি।

৮. 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রাসূল (ছাঃ) কিছু লেখার পূর্বে কি লিখতেন?
উত্তর : 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা'লিখতেন।

৯. সকল সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' লিখিত ও পঠিত হয়-
উত্তর : পার্থক্য বুঝানোর জন্য।

১০. الله নামের প্রতিশব্দ কি?
উত্তর : কোন প্রতিশব্দ নেই।

১১.বিভিন্ন শুভ কাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা কি?
উত্তর : মুস্তাহাব।

১২. আরবী বা বাংলায় মুখে নিয়ত পড়া কি?
উত্তর : বিদ'আত।

১৩. بسم الله الرحمن الرحيم কোন সূরার অংশ?
উত্তর : সূরা নামল।

১৪. الحمد لله رب العالمين অর্থ যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি-
উত্তর : জগতসমূহের প্রতিপালক।

১৫. প্রকৃত করুণা নিহিত রয়েছে-
উত্তর : ন্যায় বিচারের মধ্যে।

১৬. যে সকল বিষয়ে মাখলুকের কোন ক্ষমতা নেই, সে সকল বিষয়ে মাখলূকের নিকট সাহায্য চাওয়া কি?
উত্তর : প্রকাশ্য শিরক।

১৭. হেদায়াত কয় প্রকার? উত্তর : দুই।

১৮. الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَـدَى (ত্বোয়াহা-৫০) এ আয়াত দ্বারা কোন মুসলিম বিজ্ঞানী বৃক্ষের জীবন ও অনুভূতি প্রমাণ করেন?
উত্তর : ইবনুল মাসকাভী।

১৯. হেদায়াতের স্তর কয়টি?
উত্তর : তিনটি ।

২০. الْمَغْضُوب দ্বারা উদ্দেশ্য কারা?
উত্তর : ইহুদী।

২১. যারা হক্ব জেনেও তার উপর আমল করেনা, তাদেরকে কাদের সাথে তুলনা করা হয়েছে?
উত্তর : ইহুদীদের সাথে।

২২. সূরা ফাতিহা শেষে সশব্দে ইমাম ও মুক্তাদীর 'আমীন' বলা কি?
উত্তর : সুন্নাত।

২৩. সূরা ফাতিহার প্রাণ বলা হয় কোন আয়াতকে?
উত্তর : ৫ম।

২৪. মানবতার প্রকৃতরূপ বিকশিত হওয়ার জন্য সরল পথের সন্ধান দেওয়া হয়েছে কোন সূরায়?
উত্তর : সূরা ফাতিহা।

২৫. সূরা নাবা কোন সূরার পরে অবতীর্ণ হয়?
উত্তর : সূরা মা'আরিজ।

২৬. সূরা নাবায় কয়টি বিষয়বস্তু রয়েছে?
উত্তর : চারটি।

২৭.মৃত্যুর পর পুনর্জীবনে অস্বীকার করে কোন্ ব্যক্তি একটা জীর্ণ হাড় এনে রাসূলের (ছাঃ) সামনে গুঁড়া করে বলল, আল্লাহ কি এই হাড়টাকেও জীবিত করবেন?
উত্তর : আছ বিন ওয়ায়েল।

২৮. দুনিয়াতে মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় সুসংবাদ হ'ল-
উত্তর : জন্মগ্রহণ করা ও বেঁচে থাকা।

২৯. আধুনিক বিজ্ঞানের মতে, কমপক্ষে কতটুকু গভীর ঘুমে ক্লান্তি দূর হয়ে নবজীবন লাভ হয়?
উত্তর : ৬ মিনিট।

৩০. আছহাবে কাহফের যুবকেরা তাদের কুকুরসহ গুহায় কতদিন ঘুমিয়ে ছিল?
উত্তর : ৩০৯ বছর।

৩১. ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র আরশ বহন করবে কয়জন ফেরেশতা?
উত্তর : ৮ জন।

৩২. আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন কি বারে?
উত্তর : রবি ও সোমবারে।

৩৩. কোন সূরাকে ভালবাসলে জান্নাত ওয়াজিব হয়?
উত্তর : সূরা ইখলাছ।

৩৪. পৃথিবীর জন্য Protection shield বা 'ওযোন স্তর'-এর ব্যাপ্তি প্রায়-
উত্তর : ৩০ কি.মি.।

৩৫. 'বিজ্ঞান ব্যতীত ধর্ম অন্ধ এবং ধর্ম ব্যতীত বিজ্ঞান পঙ্গু' উক্তিটি কার?
উত্তর : আইনস্টাইন।

৩৬. পবিত্র কুরআনের কোন সূরা এক-চতুর্থাংশের সমান ?
উত্তর : সূরা কাফিরূন।

৩৭. কর্ম সুন্দর হওয়ার জন্য শর্ত হল-
উত্তর : আক্বীদাহ সুন্দর হওয়া।

Contents

৩৮. কিয়ামতের দিন পুরুষ ও নারী সকলের বয়স হবে-
উত্তর : ৩০-৩৩ বছর।
৩৯. কোন সূরা কে তাওদী' (বিদায় দানকারী) সূরা বলা হয়?
উত্তর : সূরা নাছর।
৪০. মালাকুল মউত যখন কাফেরের আত্মা টেনে বের করে, তখন তা লোহার করাতের ন্যায় কোন জায়গা দিয়ে বেরিয়ে আসে?
উত্তর : চুল ও নখের গোড়া দিয়ে।
৪১. নাযে'আত দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সকল ফেরেশতা যারা-
উত্তর : কাফেরের আত্মা বের করে।
৪২. যারা জাহান্নামী হবে দুনিয়াতে তাদের প্রধান দু'টি বৈশিষ্ট্য হল- উত্তর : সীমালংঘন করা ও দুনিয়াপূজারী হওয়া।
৪৩. সূরা 'আবাসায় কয়টি বিষয় আলোচিত হয়েছে?
উত্তর : চারটি।
৪৪. কোন ছাহাবী সম্পর্কে সূরা 'আবাসা অবতীর্ণ হয়?
উত্তর : আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম।
৪৫. রাসূল (ছাঃ) যুদ্ধে গমনকালে অধিকাংশ সময় কোন ছাহাবীকে মদীনার প্রশাসকের দায়িত্ব দিয়ে যেতেন?
উত্তর : আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম।
৪৬. ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম কাপড় পরিধান করানো হবে কাকে? উত্তর : হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে।
৪৭. সূরা তাকভীরে ক্বিয়ামত সংঘটন কালের কয়টি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে?
উত্তর : বারটি।
৪৮. 'হিংসা নিন্দনীয় ও হিংসুক সদা দুঃখিত' কোন সূরার তাফসীরের মধ্যে আছে?
উত্তর : ফালাক্ব।
৪৯. সূর্য ও চন্দ্রকে ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে যারা তাদের পূজা করত তাদের .....দানের উদ্দেশ্যে।
উত্তর : ধিক্কার।
৫০. ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে কয়টি দলে ভাগ করা হবে?
উত্তর : ৩টি।
৫১. জাহেলী যুগে আরবদের কিছু লোক কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করত-
উত্তর : (i) ধর্মীয় কারণে (ii) অর্থনৈতিক কারণে (iii) সামাজিক কারণে।
৫২. সম্মান ও অসম্মানের মাপকাঠি হ'ল-
উত্তর : আল্লাহ্র আনুগত্য।
৫৩. অকৃতজ্ঞ লোকদের কয়টি বদভ্যাসের কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন?
উত্তর : ৪টি।
৫৪. কাফেরদের চতুর্থ বদভ্যাস হ'ল-
উত্তর : সীমাহীন ধনলিপ্সা।
৫৫. মুত্তাকীদের গুণাবলী কয়টি ?
উত্তর : ৬টি।
৫৬. ফির'আউন পত্নী আছিয়ার পালিত কন্যার নাম কি?
উত্তর : মাশেত্বা।
৫৭. 'নাফস' কত প্রকার ?
উত্তর : ০৩।
৫৮. শয়তানকে দাবিয়ে রাখার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হ'ল:
উত্তর : আল্লাহকে স্মরণ করা।
৫৯. 'দাসমুক্তি' কত ধরণের হয়?
উত্তর : ০২।
৬০. আল্লাহর নিকট সৎকর্ম কবূল হওয়ার পূর্বশর্ত হ'ল:
উত্তর : ঈমান।
৬১. ছবর কত প্রকার ?
উত্তর : ০৩।
৬২.ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে কয়টি সারিতে ভাগ করা হবে ?
উত্তর : ০৩।
৬৩. মানুষের কর্ম প্রচেষ্টা কত ধরণের?
উত্তর : দুই।
৬৪. জাহান্নামের সর্বনিম্ন শাস্তি কি হবে ?
উত্তর : আগুনের জুতা ও ফিতা পরানো হবে।
৬৫. হিদায়াত কত ধরণের ?
উত্তর : দুই।
৬৬. ফরয ইবাদতের পর শ্রেষ্ঠ ইবাদত হ'ল-
উত্তর : রাতের ছালাত।
৬৭. রাসূল (ছাঃ) শাফা'আত করবেন কোথায় দাঁড়িয়ে?
উত্তর : মাক্বামে মাহমূদ।
৬৮. ৩০তম পারার কোন সূরায় তূর পর্বতের শপথ করা হয়েছে?
উত্তর : সূরা ত্বীন।
৬৯. মানব সৃষ্টির মূল উপাদান কি?
উত্তর : (i) মাটি (ii) পানি।
৭০. কপালকে কল্যাণ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত-
উত্তর : ঘোড়ার।
৭১. রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ- উত্তর : (ii) মানুষ।
৭২. 'যদি তারা আমাদের সঙ্গে পিছনে ফিরে আসত, তাহলে তারা নিহত হত না' কথাটি কার?
উত্তর : মুনাফিকের।
৭৩. মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত হবে
উত্তর : ক্বিয়ামতে।
৭৪. তোমরা আমাকে পরাজিত করে জাহান্নামে ঝাপ দিচ্ছ, কথাটি কার?
উত্তর : মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর।
৭৫. জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের চাইতে কতভাগ বেশি দাহিকা শক্তিসম্পন্ন?
উত্তর : ৬৯।
৭৬. রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমার উম্মতের গড় আয়ু হবে...
উত্তর : ৬০-৭০।
৭৭. দুনিয়ার আগুনের দাহিকা শক্তি জাহান্নামের আগুনের কতভাগ মাত্র?
উত্তর : ০১।
৭৮. ইহুদীদের জন্য শিরকের তওবা কবূল হওয়ার বিধান ছিল
উত্তর : মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করা।
৭৯. খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) কত হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন? উত্তর : ৭ম।
৮০. পবিত্র কুরআনে কয়টি বিষয়ের শপথ করা হয়েছে ?
উত্তর : ৪০টি।